বাঙ্গালা ব্যাকরণ

দ্বিতীয় খণ্ড

মহম্মদ শহীদুল্লাহ

কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়
(Primary and Secondary Suffixes)

৪২৮। কৃত, জ্ঞাত, ক্রীত—এখানে "কৃ", "জ্ঞা", "ক্রী" ধাতু; ধাতুর সহিত "ত" যুক্ত হইয়া এই শব্দগুলি গঠিত হইয়াছে। "ত" একটী প্রত্যয়।

লৌকিক, মাসিক, দৈনিক—এখানে "লোক", "মাস", "দিন" শব্দ; শব্দের সহিত "ইক" যুক্ত হইয়া এই নূতন শব্দগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। "ইক" একটী প্রত্যয়। অতএব

ক। ধাতু বা শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্ত হইয়া শব্দ প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে প্রত্যয় বলে।

খ। ধাতুর উত্তর যে প্রত্যয় হয়, তাহা কৃৎ প্রত্যয়।

গ। শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় হয়, তাহা তদ্ধিত প্রত্যয়।

৪২৯। কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে ধাতু ও শব্দের যে রূপান্তর হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়ের সহিত ক্, খ্, গ্, ঘ্, চ্, ঞ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, শ্, ষ্ প্রভৃতি কয়েকটী অতিরিক্ত বর্ণ যুক্ত থাকে। যে'মন সংস্কৃত ব্যাকরণে "ত" প্রত্যয় "ক্ত', ইক প্রত্যয় "ষ্ণিক" বা "ঠক্" বলিয়া উক্ত হয়। এই সাঙ্কেতিক বর্ণগুলিকে ইৎ বলে। আমরা বন্ধনীর মধ্যে প্রথমে প্রচলিত এবং তৎপরে পাণিনির সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রত্যয়ের রূপ দিব।

BANGODARSHAN.COM

৪৩০। কৃত+ত (ক্ত)=কৃত, কৃ+তা (তৃন্)=কর্ত্তা, কৃ+অক, (ণক, ণ্বুল্)=কারক—এই তিন স্থলে কৃ ধাতুর তিন রূপ হইয়াছে—কৃ কর্, কার্,। এই তিন রূপকে যথাক্রমে মূল, গুণ ও বৃদ্ধি বলা হয়। ঋ কারের গুণ অর্, বৃদ্ধি আর্। এইরূপে মূল স্বর—অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ঌ, এ ঐ, ও ঔ। গুণস্বর—অ, এ, ও, অর্, অল্। বৃদ্ধিস্বর—আ, ঐ, ঔ, আর্, আল্।

৪৩১। বাঙ্গালা ধাতু ও শব্দের সহিতও কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয় হইয়া থাকে।

কৃৎ প্রত্যয়

৪৩২। কৃৎ প্রত্যয়-যোগে পদমধ্যে সন্ধি হয়। যথা,—

চ্+ন্	=চ্ঞ্,	যাচ্ঞা
জ্+ন্	=জ্ঞ্,	রাজ্ঞী
চ্+ত্	=ক্ত্,	সিক্ত
জ্+ত্	=ক্ত্,	ভক্তি
জ্+ত্	=ষ্ট্,	মৃষ্ট
ধ্+ত্	=দ্ধ্,	বুদ্ধ
ভ্+ত্	=ব্ধ্,	লব্ধ
শ্+ত্	=ষ্ট্,	দৃষ্ট
ষ্+ত্	=ষ্ট্,	আকৃষ্ট
ষ্+থ্	=ষ্ঠ্,	ষষ্ঠ
হ্+ত্	=গ্ধ্,	দুগ্ধ
হ্+ত্	=দ্ধ্,	নদ্ধ
হ+ত	=ঢ্ (পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ),	গূঢ

৪৩৩। কৃৎ প্রত্যয়ের ক্, ঙ্, ইৎ থাকিলে, ধাতুর স্বরের গুণবৃদ্ধি হয় না। অন্ত্য ইৎ স্থানে ধাতুর অন্ত্য স্বরের ও উপধা লঘু স্বরের গুণ হয়। যথা,—কৃ+ত (ক্ত)=কৃত; দৃশ্+ত (ক্ত)=দৃষ্ট, বুধ্+অ (ক্)=বুধ; কৃপ+অ (অঙ্), স্ত্রী আ=কৃপা। কিন্তু কৃ+অন (অনট্, ল্যুট্)=করণ; কৃ+তৃ (তৃন্, তৃচ্)=কর্ত্তৃ; দৃশ্+অন (অনট্, ল্যুট্)=দর্শন; বুধ্+অ (ঘঞ্)=বোধ; ইত্যাদি।

৪৩৪। ঞ্, ণ্ ইৎ হইলে ধাতুর অন্ত্য স্বরের ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। যথা,—কৃ+অক (ণক, ণ্বুল্)=কারক; পঠ্+অ (ঘঞ্)=পাঠ; ইত্যাদি।

৪৩৫। ঘ্ ইৎ হইলে ধাতুর অন্ত্য চ্ ও জ্ স্থানে যথাক্রমে ক্ ও গ্ হয়। যথা,—শুচ্+অ (ঘঞ্)=শোক; ত্যজ্+অ (ঘঞ্)=ত্যাগ।

৪৩৬। প্ ইৎ হইলে হ্রস্ব-স্বরান্ত ধাতুর পর ত্ আসে। যথা,—কৃ+য (ক্যপ্) স্ত্রী আ—কৃত্যা; ভূ—ভূ+০ (ক্বিপ্)=ভূভূৎ।

৪৩৭। খ্ ইৎ হইলে স্বরান্ত উপপদের পর ম্ আসে। যথা,—পণ্ডিত (উপপদ)—মন্+ষ (খ, খশ্) পণ্ডিতম্মন্য; প্রিয় (উপপদ)—বদ্+অ (খ, খচ্)=প্রিয়ংবদ।

টীকা। প্রত্যয়যুক্ত ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী পদকে উপপদ বলে।

৪৩৮। ড্ ইৎ হইলে ধাতুর অন্ত্যস্বরসহ অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যথা,—ভুজ (উপপদ)—গম্+অ (ড)=ভুজগ।

৪৩৯। কৃৎ প্রত্যয় (১) বিভিন্ন কারকের অর্থ প্রকাশ করে, কিংবা (২) ধাতুর নিজ অর্থ প্রকাশ করে। প্রথম প্রকারকে কারকবাচ্য, দ্বিতীয় প্রকারকে ভাববাচ্য বলা হয়। একই প্রত্যয় বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে।

BANGODARSHAN.COM

(১) কৃ+তা (তৃন্, তৃচ্)=কর্ত্তা (কর্ত্তৃ), যে করে,—কর্ত্তৃবাচ্য।
রাঁধ+উনি =রাঁধুনি, যে রাঁধে, ,,
কৃ+ত (ক্ত) =কৃত, যাহা করা হইয়াছে, ,, কর্ম্মবাচ্য।
রাঁধ্+আ =রাঁধা, যাহা রাঁধা হইয়াছে, ,,
খন্+ইত্র =খনিত্র, যাহা-দ্বারা খোঁড়া যায়, খন্‌তা, করণবাচ্য।
চাল্+উনি =চালুনি, যাহা-দ্বারা চালা যায়, ,,
দা+অনীয় =দানীয়, যাহাকে দান করা যায়, সম্প্রদানবাচ্য।
ভী+আনক =ভয়ানক, ভয় হয় যাহা হইতে, অপাদানবাচ্য।
শী+ষ (ক্যপ্)=শয্যা (স্ত্রী, আ), শোওয়া যায় যাহাতে, অধিকরণবাচ্য।
বস্+আ =বাসা, বাস করে যেখানে ,,
(২) গম+অন (অনট্, ল্যুট্) =গমন, যাওয়া ভাববাচ্য।
খা+আ =খাওয়া, ,,

বাঙ্গালা কৃৎ প্রত্যয়

৪৪০। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ—বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর **ইয়া, ইলে, ইতে** প্রত্যয়-যোগে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ সাধিত হয়। যথা,—

চলিয়া যাও। সে আসিলে আমি যাইব। তকী খেলিতে গিয়াছে। চারু হাসিতে হাসিতে যাইতেছে।

৪৪১। **ভাববাচ্যে**—আ, অন', আন, না প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। আকারান্ত প্রযোজক ধাতুর উত্তর আন' প্রত্যয় হয়। যথা,—

আ—পড়্+আ=পড়া; যা+আ=যাওয়া।
অন—বাঁধ্+অন=বাঁধন; নাচ্+অন=নাচন।
আন'—খাওয়া+আন'=খাওয়ান'; হাসা+আন'=হাসান'।

আন—যোগান, হে'লান।
না—কাঁদ্+না=কান্না ; রাধ্+না=রান্না।
অ—বাঁধ্—বাঁধ; বেড়্—বেড় ; মিল্—মিল।
অনি—খাটনি, গাঁথনি, চাহনি।
আই—সেলাই, ঢালাই, বাঁধাই।
আও—ঘেরাও, চড়াও।
ই—বুলি, হাসি, কাসি।
ইবা—বলিবা (বলিবার, বলিবামাত্র)।
তি—গণ্তি, কম্তি, বাড়্তি,।
তা—পড়্তা, ধর্তা।
অত—বসত, ফেরত।

৪৪২। **কর্ত্তৃবাচ্যে**—অ, অন্ত, তি প্রভৃতি প্রত্যয় হয়
অ'—পড়' (পড়' পড়' ঘর)।
অন্ত—জলন্ত, চলন্ত।
তি—উঠ্তি, চল্তি।
তা—ফের্তা।
ঈয়ে—বাজীয়ে, গাঈয়ে, খাঈয়ে।
উক—মিশুক।

৪৪৩। **কর্ম্মবাচ্যে**—**আ**—পড়া (পড়া বই)
আনি—জ্বালানি, চালানি, পাড়ানি।
না—বাটনা, পাওনা, দেনা।
আন'—হারান' (ধন) ; বানান' (কথা)।

৪৪৪। **করণবাচ্যে**—**না**—দোল্না, খে'ল্না।
নি, অনি—ছাঁকনি, ঢাকনি।

BANGODARSHAN.COM

উনি, অনি—চালুনি, চালনি।
না—বিছানা, বাজ্না, ঢাক্না।
আনি—নিড়ানি।
অন—ঝাড়ন, মাজন।

৪৪৫। **অধিকরণ বাচ্যে**—**আ**—বাসা।
না—ঝরণা।

সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

৪৪৬। **ভাববাচ্যে**—

অন (অনট্, ল্যুট্)—গম্—গমন, শী—শয়ন, গ্রহ্—গ্রহণ, মৃ—মরণ ; দৃশ্—দর্শন।

অ (অল্, অচ্)—জি—জয় ; ক্ষি—ক্ষয় ; ভী—ভয় ; বৃষ্—বর্ষ।

অ (অল্, অপ্)—স্তু—স্তব ; হন্—বধ ; বশ্- বশ ; গ্রহ্—গ্রহ।

অ (ঘঞ্)—পঠ্—পাঠ ; শুচ্—শোক্ ; ভুজ—ভোগ ; ত্যজ্—ত্যাগ ; ভন্জ্-- ভঙ্গ ; হন্—ঘাত।

তি (ক্তিন্) গম্—গতি ; মন্—মতি ; বচ্—উক্তি ; স্বপ্—সুপ্তি ; যুজ্—যুক্তি ; ভজ্—ভক্তি ; সৃজ্-- সৃষ্টি ; বৃধ্—বৃদ্ধি ; শুধ্—শুদ্ধি ; লভ্—উপলব্ধি (উপ উপসর্গ) ; শ্রম্—শ্রান্তি ; ভ্রম্— ভ্রান্তি; তুষ্—তুষ্টি।

নি (ক্তিন্)—হা—হানি ; ম্লা—ম্লানি ; গ্লা—গ্লানি।

ন (নঙ্)—যজ্—যজ্ঞ ; প্রচ্ছ্—প্রশ্ন। স্ত্রীলিঙ্গে আ,—তৃষ্—তৃষ্ণা ; যাচ্—যাচ্ঞা।

অন (অন, যুচ্)—স্ত্রীলিঙ্গে আ,—বন্দ্—বন্দনা ; বিদ্ - বেদনা ; গণি—গণনা ; মন্ত্রি—মন্ত্রণা ; ঘটি—ঘটনা ; অর্থি—প্রার্থনা (প্র উপসর্গ)।

অ, স্ত্রীলিঙ্গে আ—জিজ্ঞাস্—জিজ্ঞাসা ; পিপাস্—পিপাসা ; মীমাংস্—মীমাংসা ; ভিক্ষ্—ভিক্ষা ; সেব্—সেবা ; নিন্দ্—নিন্দা ; শন্স্—প্রশংসা (প্র উপসর্গ) ; ঈক্ষ্—পরীক্ষা (পরি উপসর্গ)।

অ (ঙ, অঙ্), স্ত্রীলিঙ্গে আ,—ক্রপ্—কৃপা ; পীড়্—পীড়া ; চিন্তি—চিন্তা ; পূজি—পূজা ; কথি—কথা ; চর্চ্চি—চর্চ্চা ; ধা—শ্রদ্ধা শ্রৎ শব্দ পূর্ব্বক)।

অ (যক্, শ), স্ত্রীলিঙ্গে আ,—কৃ—ক্রিয়া ; ইষ্—ইচ্ছা ; চর—চর্য্যা।

য (ক্যপ্) কৃ—কৃত্যা, হন্—হত্যা, (স্ত্রীলিঙ্গে আ) ; নৃত্—নৃত্য।

য (ঘ্যণ্, ণ্যৎ)—কৃ—কার্য্য ; হস্—হাস্য ; ভুজ্—ভোজ্য।

ত (ক্ত)—মন—মত ; যা—যাত ; আ-যা—আয়াত। বাঙ্গালা ভাষায় ভাববাচ্যে ত (ক্ত) প্রত্যয়ের প্রয়োগ বিরল।

ই (কি)—বি-ধা—বিধি ; নি-ধা—নিধি ; সম্-ধা—সন্ধি।

৪৪৭। **কর্ত্তৃবাচ্যে—**

অৎ (শতৃ)—চল্—চলৎ ; জীব—জীবৎ।

আন (শানচ্)—শী—শয়ান ; আস—আসীন।

মান (শানচ্)—বৃৎ—বর্ত্তমান ; বিদ্—বিদ্যমান, মৃ—ম্রিয়মাণ।

অক (ণক, ণ্বুল্)—কৃ—কারক ; দা—দায়ক ; স্মৃ—স্মারক।

তা (তৃন্, তৃচ্)—কৃ—কর্ত্তা (কর্তৃ) ; দা—দাতা (দাতৃ) ; স্মৃ—স্মর্ত্তা (স্মর্তৃ)।

অন (অন, ল্যু)—নন্দি—নন্দন ; শোভি—শোভন ; পূ—পবন ; তপ্—তপন।

ঈ (ণিন্, ণিনি)—গ্রহ্—গ্রাহী (গ্রাহিন্) ; স্থা—স্থায়ী (স্থায়িন্) ; মন্ত্র—মন্ত্রী (মন্ত্রিন্) ; অপ-রাধ—অপরাধী (অপরাধিন্) ; উৎ-সহ—উৎসাহী (উৎসাহিন্)।

BANGODARSHAN.COM

অ (অচ্)—জীব্—জীব ; দিব্—দেব ; সৃপ্—সর্প ; হৃ—হর।

অ (ণ) ব্যধ্—ব্যাধ ; সম্-তন্—সন্তান।

অ (ক)—বুধ্—বুধ ; প্রী—প্রিয় ; জ্ঞা—জ্ঞ, প্রজ্ঞ (প্র উপসর্গ)।

অ (ড, ক)—দা—জলদ, বারিদ, ধনদ (জল প্রভৃতি কর্ম্ম উপপদ) ; স্থা—গৃহস্থ, মধ্যস্থ (উপপদ সহিত) ; জ্ঞা বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ; দা প্রদ (উপসর্গ সহিত)।

অ (ট)—কৃ—দিবাকর, নিশাকর, ভাস্কর, লিপিকর, চিত্রকর, কিঙ্কর (দিবা ইত্যাদি কর্ম্ম উপপদ)। পুষ্টিকর, যশস্কর (হেতু অর্থে)। চর—বনেচর, খেচর, নিশাচর (অধিকরণ উপপদ)। সৃ অগ্রসর, পুরঃসর।

অ (টক্)—হন্—বিঘ্ন, কৃতঘ্ন (উপপদ সহিত)।

অ (ষণ্, অণ্)—কৃ—কুম্ভকার, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার, (কুম্ভ প্রভৃতি কর্ম্মকারক উপপদ) ; বে—তন্তুবায় (তন্তু কর্ম্মকারক উপপদ)।

অ (খ, খচ্)—বদ্—প্রিয়ংবদ, বশংবদ ; গম্—ভুজঙ্গম, ভুজঙ্গ (ভুজ অর্থে বক্রতা) ; বিহঙ্গম, বিহঙ্গ (বিহায়ঃ স্থানে বিহ, অর্থ আকাশ) ; পুর-দৃ—পুরন্দর ; বসু-ধৃ—বসুন্ধরা (স্ত্রী আ) ; বৃ—স্বয়ংবরা, (স্ত্রী আ) ; কৃ—ভয়ঙ্কর।

অ (ড)—গম্—দূরগ, দুর্গ, ভুজগ ; জন—মনসিজ, মনোজ (কাম), সরসিজ, সরোজ (পদ্ম), দ্বিজ।

০ (ক্বিপ্)—বিদ্—বেদবিদ্, শাস্ত্রবিদ্ ; নী—অগ্রণী ; সম্-রাজ্—সম্রাট্ ; সদ্—সভাসদ্ ; সৃ—প্রসৃ ; জি—ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ।

০ (ক্বিপ্, ণি)—ভজ্—দুঃখভাক্, অংশভাক্।

ত (ক্ত)—গম্—গত ; হন্—হত ; মৃ—মৃত ; ভী—ভীত ; প্র-আপ্—প্রাপ্ত ; জন্—জাত ; আ-রুহ্—আরূঢ় ; জ্ঞা—জ্ঞাত ; স্থা—স্থিত। অকর্ম্মক

ধাতু, প্রাপ্ত্যর্থ, জ্ঞানার্থ, গত্যর্থ, এবং শ্লিষ্, শী, স্থা, জন্, রুহ্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর অতীতকালে কর্ত্তৃবাচ্যে ত (ক্ত) হয়।

তবান্ (ক্তবতু)—কৃ কৃতবান্ (কৃতবৎ); লভ্—লব্ধবান্ (লব্ধবৎ)। অতীতকালে তবান্ (ক্তবতু) প্রত্যয় হয়।

৪৪৮। **কর্ত্তৃবাচ্যে শীল (Habit) অর্থে—**

অক (ণক, বুঞ্) - নিন্দ্ - নিন্দক ; হিন্স্—হিংসক ; খাদ্—খাদক।

তা (তৃন্)—দা—ধনদাতা (দাতৃ); কৃ—শাসনকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা (কর্ত্তৃ); হন্—জীবহন্তা (হন্তৃ)।

ইষ্ণু (ইষ্ণু, ইষ্ণুচ্)—সহ্ সহিষ্ণু ; বৃধ্—বর্দ্ধিষ্ণু।

নু (ক্নু)—গৃধ্—গৃধ্নু (লোভী)।

ঈ (ঘ্নিন্*, ঘিনুণ্)—শম্—শমী (শমিন্); দম্ দমী (দমিন্); শ্রম্—শ্রমী (শ্রমিন্); সম্-সৃজ্ সংসর্গী (সংসর্গিন্); ত্যজ্—ত্যাগী (ত্যাগিন্); ভজ্—ভাগী (ভাগিন্); দুষ্—দোষী (দোষিন্); দ্রোহ—দ্রোহী (দ্রোহিন্); যুজ্—যোগী (যোগিন্); প্র-বস্ প্রবাসী (প্রবাসিন্)।

ই (ইন্, ইনি)—জি—জয়ী (জয়িন্); সূ—প্রসবিনী (স্ত্রী ঈ); ক্ষি—ক্ষয়ী (ক্ষয়িন্)।

ঈ (ণিন্, ণিনি) ভুজ্—উষ্ণভোজী (-ভোজিন্); বদ্—সত্যবাদী (-বাদিন্) (উপপদ সহিত); গম্—গজেন্দ্রগামী (-গামিন্); মরাল-গামিনী (উপমান সহিত ; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ)।

উক (ঞুক, উকঞ্)—কম্—কামুক ; ভূ—ভাবুক ; হন্—ঘাতুক।

* মুগ্ধবোধ-মতে শম্ ইত্যাদির জন্য ইন্ ; ত্যজ্ ভজ্ ইত্যাদির জন্য ঘ্নিন্।

BANGODARSHAN.COM

উক—জাগৃ—জাগরূক।

অন (অন, যুচ্)—ক্রুধ্—ক্রোধন ; কুপ্—কোপন ; মণ্ড—মণ্ডন ; ভূষ্—ভূষণ।

আলু (আলু, আলুচ্)—দয্—দয়ালু ; নি-দ্রা—নিদ্রালু ; তদ্রা—তন্দ্রালু ; শ্রৎ-ধা—শ্রদ্ধালু।

উর (ঘুর, ঘুরচ্)—ভন্জ্—ভঙ্গুর ; ভাস্—ভাস্বর।

বর (ক্ষ্বরপ্, ক্বরপ্)—নশ্—নশ্বর।

বর (বর, বরচ্)—স্থা—স্থাবর ; ভাস্—ভাস্বর ; ঈশ্—ঈশ্বর।

র—নম্—নম্র ; কম্প্—কম্প্র ; স্মি—স্মের ; জস্—অজস্র (নঞ্ পূর্ব্বক) ; কম্—কম্র ; হিন্স্—হিংস্র।

উ—চিকীর্ষ্ (সনন্ত ধাতু)—চিকার্ষু ; মুমূর্ষ্—মুমূর্ষু ; পিপাস্—পিপাসু ; জিজ্ঞাস্—জিজ্ঞাসু ; ভিক্ষ্—ভিক্ষু।

রু (ক্রু)—ভী—ভীরু।

উ (ডু)—প্র-ভূ—প্রভু ; বি-ভূ—বিভু ; শম্-ভূ—শম্ভু।

৪৪৯। **কর্ত্তৃবাচ্যে বিশেষ বিশেষ অর্থে কয়েকটী প্রত্যয় হয়।** যথা,—

অক (ষ্বক, ষ্বন্)—শিল্পী অর্থে,—নৃত্—নর্ত্তক ; খন্—খনক ; রন্জ্—রজক।

অন (ণনট্, ণ্যুট্)—শিল্পী অর্থে,—গৈ—গায়ন।

ঈ (ইন্, ইনি) নিন্দার্থে,—বি-ক্রী—মদ্য-বিক্রয়ী (-বিক্রয়িন্)।

ম্য (খ্য, খশ্)—আপনাকে মনে করে যে এই অর্থে,—মন্—পণ্ডিতম্মন্য (আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে) ; কৃতার্থম্মন্য (আপনাকে যে কৃতার্থ মনে করে)। খ ইৎ হেতু উপপদের শেষে ম্ আসিয়াছে।

৪৫০। **কর্ম্মবাচ্যে—ত** (ক্ত)—ক্রী—ক্রীত ; গম্—গত ; দহ—দগ্ধ ; হন্—হত ; প্রচ্ছ্—পৃষ্ট ; ব্যধ—বিদ্ধ।

ন (ক্ত)—শৃ—শীর্ণ ; মস্জ্—মগ্ন ; রুজ্—রুগ্ণ ; ক্ষুদ্—ক্ষুণ্ণ ; হা—হীন।

স্যৎ (স্যত্)—ভূ—ভবিষ্যৎ।

স্যমান—বচ্—বক্ষ্যমাণ।

মান (শানচ্)—দৃশ্—দৃশ্যমান ; প্রতি-ই—প্রতীয়মান। সকর্ম্মক ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালে কর্ম্মবাচ্যে মান (শানচ্) হয়।

তব্য, অনীয়, য (ণ্যৎ, ক্যপ্, য)—এই প্রত্যয়গুলিকে কৃত্য প্রত্যয় বলে। এইগুলি ভবিষ্যৎকালে, কিংবা কর্ত্তব্য বা যোগ্যতা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়।

তব্য—কৃ—কর্ত্তব্য ; ধৃ—ধর্ত্তব্য ; গম্—গন্তব্য ; বচ্—বক্তব্য ; ভূ—ভবিতব্য ; দৃশ্—দ্রষ্টব্য।

অনীয়—কৃ—করণীয় ; পা—পানীয় ; স্মৃ—স্মরণীয় ; শুচ্—শোচনীয় ; রম্—রমণীয় ; পূজি—পূজনীয় ; পালি—পালনীয় ; রক্ষ্—রক্ষণীয়।

য (ঘ্যাণ্, ণ্যৎ)—ধৃ—ধার্য্য ; বি-চর্—বিচার্য্য ; ত্যজ্—ত্যাজ্য ; ছিদ্—ছেদ্য ; মন্—মান্য ; ভক্ষ্—ভক্ষ্য ; বহ্—বাহ্য ; যুজ্—যোগ্য ; ভুজ্—ভোগ্য।

য (য, যৎ)—দা—দেয় ; পা—পেয় ; হা—হেয় ; শক্—শক্য ; লভ—লভ্য ; সহ্—সহ্য ; গম্—গম্য।

য—(ক্যপ)—কৃ—কৃত্য ; ভৃ—ভৃত্য ; শাস্—শিষ্য।

অ (খল্)—কৃ—সুকর ; দুষ্কর ; গম্—সুগম, দুর্গম ; বহ্—দুর্বহ ; লভ—দুর্লভ। সু, দুর্, ঈষৎ শব্দের পর ধাতুর উত্তর অ (খল্) প্রত্যয় হয়।

BANGODARSHAN.COM

অন (অনট্, ল্যুট্)—দা—দান।

O (ক্বিপ্, ক্বিন্)—দৃশ্—তাদৃক্ (তাদৃশ তাহার ন্যায় দে'খায় ইহাকে) ; ঈদৃক্ (ঈদৃশ্) ; কীদৃক্ (কীদৃশ্)।

অ (টক্, কঞ্)—দৃশ্—তাদৃশ, ঈদৃশ, কীদৃশ, সদৃশ।

৪৫১। **করণবাচ্যে—**

ত্র (ত্র, ষ্ট্রন্)—দা (ছেদন অর্থে) দাত্র ; নী—নেত্র (ইহা দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব নীত হয়, চক্ষু) ; শস্—শস্ত্র ; যুজ—যোক্ত্র ; যু—যোত্র ; স্তু—স্তোত্র ; পৎ—পত্র ; দন্শ্—দংষ্ট্রা (স্ত্রী আ)।

ইত্র—ঋ (গমন অর্থে)—অরিত্র (দাঁড়) ; খন্—খনিত্র।

য (ক্যপ্)—বিদ্—বিদ্যা (স্ত্রী আ)।

তি (ক্তিন্)—শ্রু—শ্রুতি (কর্ণ) ; নী—নীতি।

অ (ঘঞ্)—রন্জ্—রাগ, উপ—অয়্—উপায়, বিদ্—বেদ।

অ (অল্, ঘ)—কৃ—কর (হস্ত) ; শৃ—শর ; মদ্—মদ।

অন (অনট্, ল্যুট্)—চর্—চরণ ; যা—যান ; নী—নয়ন ; বদ্—বদন ; বহ্—বাহন ; কৃ—করণ ; সাধ্—সাধন ; ভূষ্—ভূষণ।

৪৫২। **সম্প্রদান বাচ্যে—**

অনীয়—দা-অনীয়, দানীয়।

অ (ঘঞ্)—দাশ্—দাশ (যাহাকে দান করা যায়)।

৪৫৩। **অপাদান বাচ্যে—**

অ (অল্, অপ্)—প্র-ভূ—প্রভব।

অ (ঘঞ্)—উপ-অধি-ই—উপাধ্যায় (নিকটে গিয়া যাঁহা হইতে অধ্যয়ন করা হয়)। আ-হৃ—আহার (যাহা হইতে বল আহরণ করা হয়)।

তি (ক্তিন্)—প্র-স্থ—প্রস্থিতি (যাত্রা)।

ম (মক্)—ভী—ভীম ; ভীষি—ভীষ্ম।

৪৫৪। **অধিকরণ বাচ্যে—**

ই (কি)—উপ-আ-ধা—উপাধি।

অ (অল্, ঘ)—আ-কৃ—আকর ; আ-হ্বে—আহব (যুদ্ধ)।

অ (অল্, ঘ)—আ-লী—আলয় ; নি-লী—নিলয়।

অ (ঘঞ্)—রম্—রাম ; অধি-ই—অধ্যায় ; নি-বস্—নিবাস ; রন্জ্—রঙ্গ (যে স্থানে মনোরঞ্জন করা হয়)। প্র-সদ্—প্রাসাদ (যাহাতে মন প্রসন্ন হয়)।

ই (কি)—ধা—জলধি, বারিধি (অধিকরণ উপপদ)।

য (যক্, ক্যপ্)—শী—শয্যা (স্ত্রী আ)

অন (অনট্, ল্যুট্)—স্থা—স্থান ; ভূ—ভবন।

৪৫৫। **প্রত্যয়ান্ত ধাতু—**

ণিজন্ত, সনন্ত, যঙন্ত, যঙ্লুগন্ত এবং নাম ধাতুকে প্রত্যয়ান্ত ধাতু বলে। প্রত্যয়ান্ত ধাতুর সহিত বিবিধ কৃৎ প্রত্যয় হইয়া শব্দ গঠিত হইতে পারে।

ক। সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ই (ণিচ্) প্রত্যয় হইয়া **ণিজন্ত** বা **প্রযোজক ধাতু** গঠিত হয়। যথা,—

কৃ—কারি ধাতু ; কৃত—কারিত ; করণ—কারণ।

স্থা—স্থাপি ধাতু ; স্থিত—স্থাপিত ; স্থান—স্থাপন।

অধি-ই—অধ্যাপি ধাতু ; অধীত—অধ্যাপিত ; অধ্যয়ন—অধ্যাপন।

দুষ্—দূষি ধাতু ; দুষ্ট—দূষিত।

BANGODARSHAN.COM

খ। সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ইচ্ছার্থে স্ (সন্) প্রত্যয় হইয়া **সনন্ত ধাতু** হয়।

জ্ঞা—জিজ্ঞাস্ ধাতু ; জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসু।

শ্রু—শুশ্রূষ্ ধাতু ; শুশ্রূষা, শুশ্রূষু।

পা—পিপাস্ ধাতু ; পিপাসা, পিপাসু।

মন্—মীমাংস্ ধাতু ; মীমাংসা, মীমাংসু।

ভুজ্—বুভুক্ষ্ ধাতু ; বুভুক্ষা, বুভুক্ষু।

মৃ—মুমূর্ষ্ ধাতু ; মুমূর্ষু।

হন্—জিঘাংস্ ধাতু ; জিঘাংসা, জিঘাংসু।

গুপ্—জুগুপ্স্ ধাতু ; জুগুপ্সা।

বধ—বীভৎস্ ধাতু ; বীভৎস।

গ। সংস্কৃত ধাতুর উত্তর অতিশয় ও পৌনঃপুন্য অর্থে য (যঙ্) প্রত্যয় হয়। ইহাদিগকে **যঙন্ত ধাতু** বলে। য লোপ (লুক্) হইলে ধাতুকে **যঙ্লুগন্ত ধাতু** বলে। যথা,—

যঙন্ত—

দীপ্—দেদীপ্য ধাতু ; দেদীপ্যমান।

রুদ্—রোরুদ্য ধাতু ; রোরুদ্যমান।

দুল্—দোদুল্য ধাতু ; দোদুল্যমান।

জ্বল্—জাজ্বল্য ধাতু ; জাজ্বল্যমান।

যঙ্লুগন্ত—

গম্—জঙ্গম্ ধাতু ; জঙ্গম।

লস্—লালস ধাতু ; লালসা।

স্পৃ—সরীসৃপ্ ধাতু ; সরীসৃপ।

চল্—চঞ্চল্ ধাতু ; চঞ্চল।

যা—যাযায়্ ধাতু ; যাযাবর।

লুভ—লোলুপ্ ধাতু ; লোলুপ।

বদ্—বাবদ্ ধাতু ; বাবদূক।

ঘ। শব্দের উত্তর য(ঙ্য, ক্য) প্রভৃতি প্রত্যয় যুক্ত হইয়া **নাম ধাতু** হয়। যথা,—

দণ্ড—দণ্ডায় ধাতু ; দণ্ডায়মান।

শব্দ—শব্দায় ধাতু ; শব্দায়মান।

লাল—লালায় ধাতু ; লালায়িত।

কণ্ডূ—কণ্ডূয় ধাতু ; কণ্ডূয়ন, কণ্ডূয়মান।

খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নাম ধাতু গঠিত হয়। যথা,—

থাম—থামা। কামড়—কামড়া। হাত—হাতা। ঠেঁঙ্গা—ঠেঁঙ্গা।

তদ্ধিত প্রত্যয়

বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয়

৪৫৬। নিম্নলিখিতগুলি বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় ;—

(১) ব্যক্তির নামের সহিত

আই—স্বার্থে,—কান (কৃষ্ণ)—কানাই ; নিত্যানন্দ—নিতাই ; বলরাম বলাই ; রাম—রামাই ; মাধব—মাধাই।

অ', এ, ও—নিন্দার্থে,—রাম—রামা, হরি—হরে, মধু—মধো।

উ—আদরে,—শিব—শিবু ; পাঁচকড়ি—পাঁচু।

BANGODARSHAN.COM

(২) বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত

ই, ঈ—(১) ভাবার্থে,—নবাব—নবাবি ; বাহাদুর—বাহাদুরি ; রাখাল—রাখালি।

(২) ব্যবসায় বা কার্য্য অর্থে,—দালাল—দালালি, চোর—চুরি ; এইরূপ চাকরি, মাষ্টারি, জমিদারি, বাদশাহি, চালাকি, বদমাইশি, বড়মানুষি।

(৩) নির্ম্মিত অর্থে,—পশম—পশমি, পশমী ; এইরূপ রেশমি, রেশমী ; সূতি, সূতী।

(৪) সম্বন্ধীয় অর্থে,—বিলাত—বিলাতি, বিলাতী ; এইরূপ দেশী, পঞ্জাবী, জাপানী, চালানী, সরকারী, নাকী (নাকী সুর)।

(৫) রঙ্ অর্থে,—কাল—কালি ; এইরূপ বেগুনি, জাফরানি, আসমানি, গোলাপী।

(৬) আছে এই অর্থে,—দামী, দাগী, রাগী, ভারী।

(৭) জীবিকা অর্থে,—ঢোল—ঢুলী ; তেল—তেলী ; এইরূপ দাঁড়ি, মাঝী, দোকানী, পসারী।

(৮) ছোট অর্থে,—ছোরা—ছুরি, ছুরী ; ঘড়া—ঘড়ি (সময় মাপিবার জন্য ছোট ঘটী) ; ঘোড়া—ঘুড়ি (আকাশে উড়াইবার ছোট ঘোড়ার আকৃতি বস্তু), মাদল—মাদুলী। এইরূপ বাটি, কাঠি।

(৯) দক্ষ অর্থে,—হিসাবি, আলাপী।

অই—তারীখ বুঝাইতে,—পাঁচই, সাতই।

আমি—(১) ভাবার্থে, নিন্দায়,—ছেলে—ছেলেমি, বুড়া—বুড়ামি।

(২) নির্ম্মাণকারী অর্থে,—ঘরামি।

আম'—ভাবার্থে, নিন্দায়, পাকা—পাকাম' ; জ্যে'ঠা—জ্যে'ঠাম'।

আলি—(১) ভাবার্থে,—মিতা—মিতালি ; ঘটকালি, চতুরালি।

(২) সদৃশ বা সম্বন্ধীয় অর্থে,—রূপা—রূপালি ; এইরূপ সোনালি, মেয়েলি।

(৩) ক্ষুদ্র অর্থে,—গাছালি, পাখালি।

আ—(১) স্বার্থে—থাল—থালা ; পাগল—পাগলা।

(২) সদৃশ অর্থে,—হাত—হাতা ; এইরূপ পায়া, মোটা ; কাঁচা (কাচের সদৃশ সবুজ), হাঁসা (হাঁসের মত সাদা)।

(৩) আছে যাহার বা যাহাতে এই অর্থে,—জলা, রোগা, চাষা (চাষ আছে যাহার), গোদা (গোদ আছে যাহার), লোনা।

(৪) অবজ্ঞা অর্থে,—বামনা, ছাগলা।

ইয়া, এ—(১) সম্বন্ধীয় অর্থে,—বালি সম্বন্ধীয় বালিয়া, বেলে ; এইরূপ মাটিয়া, মেটে ; পাহাড়িয়া, পাহাড়ে ; চাটগেঁয়ে ; বর্দ্ধমেনে।

(২) যুক্ত বা আসক্ত অর্থে,—আমোদ—আমুদে ; এইরূপ খোসামুদে, দেমাকে, দেড়ে, কুঁড়ে (কুঁড় অর্থাৎ কুষ্ঠযুক্ত, অলস)।

(৩) জীবিকা অর্থে,—জাল—জালিয়া, জেলে ; মুটে।

(৪) তারীখ বুঝাইতে,—উনিশে, চল্লিশে, বায়াত্তুরে।

(৫) অবজ্ঞায় বা আদরে,—মিন্‌ষে ; মেয়ে (=মাইয়া) ; ভায়া (=ভাইয়া)।

উয়া, ও—(১) সম্বন্ধীয়, উৎপন্ন প্রভৃতি অর্থে,—মাঠ—মেঠো ; এইরূপ গেঁয়ো, হেটো, কেঠো, বেঁশো, ধেনো (ধান সম্বন্ধীয়), জলো, বুনো (বন সম্বন্ধীয়), ঝড়ো।

(২) যুক্ত বা আসক্ত অর্থে,—মদ—মদো ; কুণো, ঘরো।

(৩) জীবিকা অর্থে,—মাছ—মেছো।

(৪) শীল অর্থে,—পড়া—পড়ুয়া, পড়ো।

উ—আছে অর্থে,—ঢাল—ঢালু ; আগু, পিছু।

উক—আসক্তি অর্থে,—পেটুক, লাজুক, হিংসুক।

আনা—(১) ভাবার্থে,—বাবু—বাবুয়ানা ; সাহেবিয়ানা। ভাবার্থে বিকল্পে আনা স্থানে আনি হয়—বাবুয়ানি ; হিঁদুয়ানি।

(২) সম্বন্ধীয় মুদ্রা অর্থে,—নজরানা, হিসাবানা।

(৩) সদৃশ অর্থে,—মোহনা (মুহ, মোহ=মুখ)।

আই—(১) ভাবার্থে,—লম্বাই, খাড়াই, ঠাণ্ডাই, বড়াই, পোষ্টাই।

(২) পদার্থ অর্থে,—মিঠাই, চে'টাই।

(৩) স্বামী অর্থে,—নন্দাই. বোনাই।

(৪) সেই দেশে উৎপন্ন অর্থে,—ঢাকাই, পাটনাই।

(৫) সম্বন্ধীয় অর্থে,—চোরাই, মোগলাই।

আল'—আছে অর্থে,—ধারাল', জোরাল', দুধাল'।

আল—(১) নিন্দিত জীবিকা অর্থে,—লাঠিয়াল, সিঁদাল, সিঁদেল।

(২) আছে অর্থে,—দাঁতাল, দয়াল।

ওয়ালা—আছে অর্থে,—গাড়ীওয়ালা, পয়সাওয়ালা।

উড়িয়া, উড়ে—সম্বন্ধীয়, জীবিকা ইত্যাদি অর্থে,—চাষাড়ে, সাপুড়িয়া, সাপুড়ে, খেলুড়ে, হাতুড়ে, লেজুড়ে, ঘেসুড়ে, ভূতুড়ে, গেছুড়ে।

আরি, আরী—(১) জীবিকা অর্থে, শাঁখারি, কাঁসারি, জুয়ারি, ভিখারি, ডুবারি, চুনারি, পূজারি ; এইরূপ শাঁখারী, কাঁসারী, ইত্যাদি।

(২) প্রকার অর্থে,—রকমারি, মাঝারি।

উরিয়া,—উরে—জীবিকা ইত্যাদি অর্থে,—কাঠুরিয়া, কাঠুরে, হাটুরে।

গিরি—জীবিকা ও কার্য্য অর্থে,—মুটেগিরি, কেরানীগিরি, বাবুগিরি।

ওয়া—সম্বন্ধীয় অর্থে,—ঘরোয়া, চাঁদোয়া।

চি—(১) আধার অর্থে,—ধূনচি, ধূপচি।

(২) ক্ষুদ্র অর্থে,—নলচি।

BANGODARSHAN.COM

টা, টী (টি), গুলা, গুলি—নির্দ্দিষ্ট অর্থে অবজ্ঞায় একবচনে টা, বহুবচনে গুলা; আদরে একবচনে টী (টি), বহুবচনে গুলি। ছেলেটা, ছেলেগুলা, ভদ্রলোকটী, ভদ্রলোকগুলি, একটা, একটী (একটি), অনেকগুলি।

করা—প্রতি অর্থে—মণকরা, শতকরা।

টু, টুক, টুকু—অল্প অর্থে—একটু, দুধটুকু, জলটুকু, এ'টুক।

কিয়া, কে—গণনা অর্থে—শতকিয়া, বুড়কিয়া, বুড়কে, পণকিয়া, গণ্ডাকে।

খানা—স্থান অর্থে—ডাক্তারখানা, জেলখানা, কসাইখানা।

আচি—(১) ক্ষুদ্র অর্থে—বেঙ্গাচি।

(২) তাহাতে জাত পদার্থ অর্থে—ঘামাচি।

ইল—আছে অর্থে—আণ্ডিল, ঘায়েল

ড়—আসক্ত অর্থে—ভাঙ্গড়।

উলি—ক্ষুদ্র অর্থে—খাটুলি, সুতুলি, সুতলি।

লিয়া, লে—বিশেষণ অর্থে—আগলিয়া আগালে; পিছলিয়া, পিছলে।

ড়া—ক্ষুদ্র প্রভৃতি অর্থে,—গাছড়া, আমড়া, চামড়া।

ন—স্বার্থে,—মতন, নানান, পিছন, গুলিন।

রি, রী,—ক্ষুদ্র অর্থে,—কুঠরি, বাঁশরী।

খান, খানা, খানি—মোটা, চওড়া জিনিসের বা সংখ্যার নির্দ্দেশ অর্থে একবচনে। অবজ্ঞায় খান, খানা; আদরে খানি। বইখান, কাপড়খানা, ঘরখানি, একখানা।

গাছা, গাছি—সরু, লম্বা জিনিসের বা সংখ্যার নির্দ্দেশ অর্থে একবচনে। দড়িগাছা, বেতগাছি, একগাছি চুল।

BANGODARSHAN.COM

ছড়া—হারের ন্যায় পদার্থের নির্দ্দেশ অর্থে,—হারছড়া।

খোর—নিন্দিত সেবনকারী অর্থে,—গাঁজাখোর, গুলিখোর, তামাকখোর।

বাজ—নিপুণ অর্থে নিন্দায়—ফন্দিবাজ, ফাঁকিবাজ, মামলাবাজ।

দার—রাখে যে এই অর্থে—দোকানদার, চৌকিদার, যাচনদার, খরিদ্দার (খদ্দের)।

দারি—ব্যবসায় বা কার্য্য অর্থে—দোকানদারি, তবিলদারি, চৌকিদারি।

দান, দানি আধার অর্থে—পানদান, ফুলদান, পিকদান, বাতিদান; এইরূপ পানদানি, ফুলদানি ইত্যাদি।

ড়ী—স্বার্থে স্ত্রীলিঙ্গের সহিত—শাশুড়ী, বউড়ী, ঝিউড়ী।

টিয়া, টে—ঈষৎ অর্থে—লম্বাটে, বোকাটে, রোগাটে, ঘোলাটে।

তি—ক্ষুদ্র অর্থে—জালতি, চাকতি।

পনা—ভাবার্থে, নিন্দায়—গুণপনা, সতীপনা, গিন্নিপনা, বুড়াপনা।

পানা, পারা—সদৃশ অর্থে,—রোগাপানা, মোটাপানা, চাঁদপানা, পাগলপারা।

লা—যুক্ত, সদৃশ প্রভৃতি অর্থে,—মেঘলা, আধলা, শামলা, পাতলা (পাতের ন্যায়)।

সই—পরিমাণ প্রভৃতি অর্থে,—বুকসই, মানানসই, টেকসই, জলসই।

তা—(১) বিশিষ্ট অর্থে,—নুন নোনতা; পানি—পানতা।

(২) সদৃশ অর্থে,—মেছেতা (মাছি সদৃশ); রাংতা।

সা—সদৃশ অর্থে,—পানি—পানসা; ফেনসা, ঝাপসা, কালসা।

চে—ঈষৎ অর্থে,—কালচে, লালচে।

ত, তুত—সম্পর্কীয় অর্থে,—মাসতুত, পিসতুত, মামাত।

(৩) সর্ব্বনামের সহিত

খন—কালার্থে, এখন, তখন, যখন, কখন।
বে— ,, এবে, তবে, যবে, কবে।
থা—স্থানার্থে, হেথা, সেথা, যেথা, কোথা।
ত—পরিমাণার্থে, এত, তত, যত, কত।

এতদ্ভিন্ন আরও বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় আছে।

সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

৪৫৭। কৃৎ প্রত্যয়ের ন্যায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের ইৎগুলির সার্থকতা আছে। চ্ ইৎ হইলে শব্দটী অব্যয় বলিয়া বুঝায়। তদ্ধিতে ণ্ ইৎ হইলে শব্দের আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়; যথা,—পুত্র+অ (ষ্ণ, অণ্)=পৌত্র; ভূমি+ইক (ষ্ণিক, ঠক্)=ভৌমিক; ইত্যাদি। সমাসযুক্ত পদের উভয় পদেরই আদিস্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা,—পরলোক+ইক (ষ্ণিক, ঠক্)=পারলৌকিক; সুহৃদ্+অ (ষ্ণ, অণ্)=সৌহার্দ্দ। কখনও কখনও কেবল মাত্র উত্তর পদের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা,—পিতৃপৈতামহ।

৪৫৮। (ক) তদ্ধিত প্রত্যয় পরে কয়েকটী বিশেষ সন্ধি হয়। যথা,—

অবর্ণ+য=য; পাদ+য=পাদ্য
ই ,, +য=য; আদি+য=আদ্য
উ ,, +য=অব্য; তালু+য=তালব্য
ও +য=অব্য; গো+য=গব্য
ঔ +য=আব্য; নৌ+য=নাব্য

(খ) তদ্ধিতের স্বরবর্ণ (এবং য) পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য অবর্ণ ও ইবর্ণের লোপ হয়। যথা,—অতিথি+এয়=আতিথেয়; মুনি+অ=মৌন।

BANGODARSHAN.COM

(গ) তদ্ধিতের স্বরবর্ণ (এবং য) পরে থাকিলে শব্দের অন্ত্য ঊকারের গুণ হয় এবং তৎপরে সন্ধি হয়। যথা,—

মনু+অ=মনো+অ=মানব।
মনু+ঈয়=মনো+ঈয়=মানবীয়।

অপত্য প্রভৃতি অর্থে প্রত্যয়সমূহ

৪৫৯। সংস্কৃতে **অপত্য অর্থে** অর্থাৎ পুত্র, কন্যা বা বংশধর বুঝাইবার জন্য কতকগুলি প্রত্যয় হয়। যথা,—

অ (ষ্ণ, অণ্)—যদুর অপত্য যাদব; মনু—মানব, দনু—দানব, কুরু—কৌরব, রঘু—রাঘব।

অ (ষ্ণ অঞ্)—(১) গোত্রাপত্য অর্থে, কশ্যপ—কাশ্যপ, শুনক—শৌনক

(২) অপত্য অর্থে, দৌহিত্র, পৌত্র।

এয় (ষ্ণেয়, ঢক্)—ভগিনীর অপত্য ভাগিনেয়, বিমাতৃ—বৈমাত্রেয়, সরমা—সারমেয় (কুকুর), গঙ্গা—গাঙ্গেয়। স্ত্রীলিঙ্গের সহিত এয় (ষ্ণেয়, ঢক্) প্রত্যয় হয়।

ই (ষ্ণি, ইঞ্)—দশরথের অপত্য দাশরথি, রাবণ—রাবণি, সুমিত্রা—সৌমিত্রি।

ঈয় (ষ্ণীয়, ছ)—স্বসৃ—স্বস্রীয় (ভাগিনেয়), মাতৃস্বসৃ—মাতৃস্বস্রীয়।

ইক (ষ্ণিক, ঠক্)—রেবতী—রৈবতিক।

য (ষ্ণ্য, ণ্য)—দিতি—দৈত্য, অদিতি—আদিত্য।

ষ্য (ষ্ণ্য, যঞ্)—গর্গের গোত্রাপত্য গার্গ্য, চণক—চাণক্য, জমদগ্নি—জামদগ্ন্য, অগস্তি—আগস্ত্য, পুলস্তি—পৌলস্ত্য।

আয়ন (ষ্ণায়ন, ফক্)—নরের গোত্রাপত্য নারায়ণ, দ্বীপ—দ্বৈপায়ন, বদর—বাদরায়ণ।

টীকা। পৌত্র প্রভৃতি অধস্তন বংশধরকে গোত্রাপত্য বলে।

ইহাদের মধ্যে ই (ষ্ণি, ইঞ্) ভিন্ন অন্য প্রত্যয়গুলি অপত্য ভিন্ন অন্য অর্থেও সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। অপত্য ভিন্ন অন্য অর্থে ঈন (ঈন, খ), ক (কণ্, ঠঞ্) প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

তিনি ইহার দেবতা কিংবা এই দেবতার ভক্ত, এই অর্থে (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—শিব ইহার দেবতা কিংবা শিবের ভক্ত শৈব; এইরূপ বৈষ্ণব, শাক্ত, ব্রাহ্ম। (২) **য** (ষ্ণ্য, ণ্য)—গাণপত্য, প্রাজাপত্য। (৩) **এয়** (ষ্ণেয়, ঢক্)—আগ্নেয়।

তাহা জানে বা অধ্যয়ন করে, এই অর্থে,

(১) **অ** (ষ্ণ, অণ)—ব্যাকরণ জানে, বা অধ্যয়ন করে, বৈয়াকরণ; এইরূপ, স্মৃতি—স্মার্ত্ত, জ্যোতিষ—জ্যৌতিষ।

(২) **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—ন্যায়—নৈয়ায়িক, বেদান্ত—বৈদান্তিক, বেদ—বৈদিক।

তাহাদ্বারা কৃত, এই অর্থে, (১) **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—শরীরদ্বারা কৃত শারীরিক, মনঃ—মানসিক, বচন—বাচনিক।

(২) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—মক্ষিকাদ্বারা কৃত (মধু) মাক্ষিক।

তাহাতে উৎপন্ন, এই অর্থে (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—মথুরায় উৎপন্ন মাথুর, সিন্ধু—সৈন্ধব, শরৎ—শারদ, হেমন্ত—হৈমন্ত।

(২) **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—সমুদ্রে উৎপন্ন সামুদ্রিক, মনঃ—মানসিক, লোক—লৌকিক

(৩) **য** (য, যৎ)—দন্তে উৎপন্ন দন্ত্য, মূর্দ্ধা (মূর্দ্ধন্)—মূর্দ্ধন্য, তালু—তাল্‌ব্য, কণ্ঠ—কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ—ওষ্ঠ্য, আদি—আদ্য, বন—বন্য।

BANGODARSHAN.COM

(৪) **ঈয়** (ঈয়, ছ)—জিহ্বামূলে উৎপন্ন—জিহ্বামূলীয়, বর্গ—বর্গীয়, মানব—মানবীয়, দেশ—দেশীয়।

(৫) **ঈন** (ঈন, খ)—কুলে উৎপন্ন কুলীন, প্রাতঃকাল—প্রাতঃকালীন।

তাহাতে সাধু (ভাল), এই অর্থে, (১) **য** (য)—সভায় সাধু সভ্য। (২) **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—সমাজে সাধু সামাজিক, বেদ—বৈদিক।

(৩) **এয়** (ষ্ণেয়, ঢঞ্)—অতিথি—আতিথেয়।

(৪) **ঈন** (ীন, খঞ্)—সর্ব্বজন—সার্ব্বজনীন, বিশ্বজন—বৈশ্বজনীন

তাহাতে নিষ্পন্ন বা ব্যাপ্ত, এই অর্থে **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—দিনে নিষ্পন্ন বা ব্যাপ্ত দৈনিক, মাস—মাসিক, বর্ষ—বার্ষিক।

তাহা হইতে আগত, এই অর্থে, **ক** (কণ্, ঠঞ্)—পিতা (পিতৃ) হইতে আগত পৈতৃক, মাতৃ—মাতৃক।

তাহার যোগ্য, এই অর্থে **য** (য, যৎ)—দণ্ডের যোগ্য দণ্ড্য, বধ—বধ্য, ছেদ—ছেদ্য।

তাহার জন্য, এই অর্থে (১) **য** (ষ্ণ্য, ঞ্য)—অতিথির জন্য ইহা আতিথ্য। (২) **য** (য, যৎ)—অর্ঘ—অর্ঘ্য, পাদ—পাদ্য।

তাহার জন্য হিত, এই অর্থে **ঈন** (ঈন, খ)—বিশ্বজনের জন্য হিত বিশ্বজনীন, সর্ব্বজন—সর্ব্বজনীন।

তাহাদ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, এই অর্থে **ইক** (ষ্ণিক, ঠক্)—নৌ (নৌকা) দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে নাবিক, হল—হালিক, জাল—জালিক, বেতন—বৈতনিক (নঞ্ অর্থে অবৈতনিক)।

তাহার বিষয়ে গ্রন্থ, এই অর্থে (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—

ভগবানের বিষয়ে গ্রন্থ ভাগবত, ভরত বংশীয়দের বিষয়ে গ্রন্থ ভারত।

(২) **আয়ন** (ষ্ণায়ন, ফক্)—রাম—রামায়ণ।

সঙ্গত অর্থে (১) **য** (য, যৎ)—ধর্ম্ম-সঙ্গত ধর্ম্ম্য, ন্যায়—ন্যায্য। (২) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—বিধি—বৈধ। (৩) **ঈয়** (ীয়, ছ)—শাস্ত্র-সঙ্গত শাস্ত্রীয়।

সম্বন্ধীয় অর্থে (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব, শিব—শৈব, পৃথিবী—পার্থিব, চন্দ্র—চান্দ্র, সূর—সৌর। (২) **ঈয়** (ঈয়, ছ)—বায়ু—বায়বীয়, ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষীয়, জল—জলীয়, এতদ্—এতদীয়, মদ্—মদীয়। (৩) **য** (য, যৎ)—গো—গব্য। (৪) **য** (ষ্ণ্য, যঞ্)—সম্রাট্ (সম্রাজ্)—সাম্রাজ্য।

তাহার বিকার এই অর্থে, (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—তিলের বিকার তৈল, পয়ঃ (দুগ্ধ)—পায়স। (২) **এয়** (ষ্ণেয়, ঢক্)—অগ্নি—আগ্নেয়।

প্রয়োজন অর্থে, **য** (য, যৎ)—স্বর্গের জন্য যাহার প্রয়োজন স্বর্গ্য, যশঃ—যশস্য, আয়ুঃ—আয়ুষ্য।

শীল (স্বভাব) অর্থে, **অ** (ষ্ণ, ণ)—চুরা (চুরি) ইহার শীল চৌর, তপঃ—তাপস, ছত্র (গুরুর দোষ আচ্ছাদন)—ছাত্র।

ভাবার্থে, (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—গুরুর ভাব গৌরব, লঘু—লাঘব, সুরভি—সৌরভ, বৃদ্ধ—বার্দ্ধক, শিশু—শৈশব।

(২) **য** (ষ্ণ্য, যঞ্)—মধুর—মাধুর্য্য, স্থির—স্থৈর্য্য, দৃঢ়—দার্ঢ্য, সুভগ—সৌভাগ্য, বাল—বাল্য। মাধুর্য্য + স্ত্রী ঈ = মাধুরী।

তাহার ভাব বা কর্ম্ম এই অর্থে, (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—পুরুষের ভাব বা কর্ম্ম পৌরুষ, সুহৃদ্—সৌহার্দ্দ, কুশল—কৌশল, মুনি—মৌন, শুচি—শৌচ।

BANGODARSHAN.COM

(২) **য** (ষ্ণ্য, যঞ্)—চোর—চৌর্য্য, অলস—আলস্য, সখার ভাব সখ্য, পণ্ডিত পাণ্ডিত্য, চপল—চাপল্য।

স্বার্থে, (১) **অ** (ষ্ণ, অণ্)—প্রজ্ঞ যে সে প্রাজ্ঞ, বন্ধু—বান্ধব, মরুৎ—মারুত।

(২) **য** (ষ্ণ্য, যঞ্)—করুণা—কারুণ্য, সেনা—সৈন্য, সমান—সামান্য, ত্রিলোক—ত্রৈলোক্য, সন্নিধি—সান্নিধ্য।

(৩) **য** (য, যৎ)—সূর—সূর্য্য, মর্ত্ত—মর্ত্ত্য।

(৪) **ক** (ক, কন্)—বাল—বালক; নৌ—নৌকা, (স্ত্রী আ)।

সমূহ অর্থে, (১) **তা** (তা, তল্ + আ স্ত্রীলিঙ্গে)—জন—জনতা। (২) **অ** (ণস্)—পশু—পার্শ্ব। (৩) **য** (য) বাত্যা (স্ত্রীলিঙ্গে আ), বন্যা (স্ত্রীলিঙ্গে আ, বন = জল)।

অ (ষ্ণ, অণ্) প্রভৃতি প্রত্যয়সকল অপত্য প্রভৃতি যে-সকল অর্থে প্রদর্শিত হইল, তাহা ভিন্ন অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

ভাবার্থে অন্য প্রত্যয়সমূহ

৪৬০। **ত্ব**—দেবের ভাব দেবত্ব, নর—নরত্ব, পশু—পশুত্ব।

তা (তা, তল্ + স্ত্রীলিঙ্গে আ)—সাধুর ভাব সাধুতা, মূর্খ—মূর্খতা, ন্যূন—ন্যূনতা।

ইমা (ইমন্, ইমনিচ্)—গুরু—গরিমা (গরিমন্), মহৎ—মহিমা (মহিমন্), নীল—নীলিমা (নীলিমন্), দীর্ঘ—দ্রাঘিমা (দ্রাঘিমন্)।

অস্তি (আছে) অর্থে প্রত্যয়সমূহ

৪৬১। **মান্** (মতুপ্)—বুদ্ধি আছে ইহার বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমৎ), শ্রী—শ্রীমান্ (শ্রীমৎ), মতি—মতিমান্ (মতিমৎ); নদী সকল আছে ইহাতে নদীমান্ (নদীমৎ)।

বান্ (বতুপ্, মতুপ্)—ধন—ধনবান্ (ধনবৎ), জ্ঞান—জ্ঞানবান্ (জ্ঞানবৎ), তড়িৎ—তড়িত্বান্ (তড়িত্বৎ), ভাঃ—ভাস্বান্ (ভাস্বৎ), লক্ষ্মী—লক্ষ্মীবান্ (লক্ষ্মীবৎ), স্রোতঃ—স্রোতস্বতী (স্ত্রী)।

টীকা। সাধারণতঃ যে-সকল শব্দের অন্তে অবর্ণ বা স্পর্শবর্ণ কিংবা উপধায় অবর্ণ বা মকার থাকে, তাহাদের উত্তর বান্ (বতুপ্) প্রত্যয় হয়। এই জন্য বুদ্ধিবান্, জ্ঞানমান্ এইরূপ শব্দগুলি অশুদ্ধ।

বী (বিন্, বিনি)—মায়া—মায়াবী (মায়াবিন্, স্ত্রী মায়াবিনী), মেধা—মেধাবী (মেধাবিন্), তেজঃ—তেজস্বী (তেজস্বিন্), তপঃ তপস্বী (তপস্বিন্)।

ঈ (ইন্, ইনি)—ধন আছে ইহার ধনী (ধনিন্), মান—মানী (মানিন্), গুণ—গুণী (গুণিন্)। কর—করী (করিন্), হস্ত—হস্তী (হস্তিন্), পুষ্কর (পদ্ম) আছে ইহাতে পুষ্করিণী, তট—তটিনী (নদী), তরঙ্গ—তরঙ্গিণী (নদী), সুখ—সুখী (সুখিন্), প্রণয়—প্রণয়ী (প্রণয়িন্)।

ইক (ইক, ঠন্)—দণ্ড আছে যাহার দণ্ডিক, ধন—ধনিক, শ্রম—শ্রমিক, কর্ম্ম—কর্ম্মিক, মায়া—মায়িক (নঞর্থে অমায়িক)।

র—মধু আছে ইহাতে মধুর, ঊষ—ঊষর, মুখ—মুখর, কুঞ্জ (হস্তীর হনু)—কুঞ্জর, পাংসু—পাংসুর।

ল (ল, লচ্)—মাংস—মাংসল, শ্রী—শ্রীল, শীত—শীতল, শ্যাম—শ্যামল, পিঙ্গ—পিঙ্গল, পিত্ত—পিত্তল, মৃদু—মৃদুল।

ইল (ইল, ইলচ্)—ফেন আছে ইহাতে ফেনিল, পঙ্ক—পঙ্কিল, জটা—জটিল, পিচ্ছা (ফেন, আঠা)—পিচ্ছিল।

শ—লোম আছে ইহার লোমশ, রোম—রোমশ, কর্ক—কর্কশ।

BANGODARSHAN.COM

বিবিধ প্রত্যয়

৪৬২। দুইয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে তর ও ঈয়স্ (ঈয়সু, ঈয়সুন্) প্রত্যয় হয়।

তর (তর, তরপ্)—গুরু—গুরুতর, প্রিয়—প্রিয়তর।

ঈয়স্ (ঈয়সু, ঈয়সুন্)—প্রশস্য—শ্রেয়ঃ, বলবান্—বলীয়ান্, গুরু—গরীয়ান্, বৃদ্ধ—বর্ষীয়ান্, ক্ষুদ্র—কনীয়ান্, লঘু—লঘীয়ান্।

বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বুঝাইতে তম ও ইষ্ঠ প্রত্যয় হয়।

তম (তম, তমপ্)—গুরু—গুরুতম, প্রিয়—প্রিয়তম।

ইষ্ঠ—গুরু—গরিষ্ঠ, প্রশস্য—শ্রেষ্ঠ, বৃদ্ধ—জ্যেষ্ঠ, ক্ষুদ্র—কনিষ্ঠ।

ইত (ইত, ইতচ্)—জাত অর্থে, পুষ্প জাত ইহাতে বা ইহার পুষ্পিত; ফল—ফলিত, পুলক—পুলকিত, কণ্টক—কণ্টকিত।

ম (মট্)—সংখ্যার পূরণ অর্থে, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম।

ও (ডট্), **তম**—সংখ্যার পূরণ অর্থে, বিংশ, বিংশতিতম, পঞ্চাশ, পঞ্চাশত্তম, ষষ্টিতম, শততম।

ময় (ময়ট্)—(১) ব্যাপ্তি অর্থে, জলদ্বারা ব্যাপ্ত জলময়, বায়ু—বায়ুময়। (২) বিকার অর্থে, স্বর্ণের বিকার স্বর্ণময়, মৃদ্—মৃন্ময়, হিরণ্য—হিরণ্ময়। (৩) অবয়ব অর্থে কাষ্ঠময় (আসন), ইষ্টকময় (গৃহ)। (৪) অভেদ অর্থে, দয়াময় (ঈশ্বর), জলময় (সমুদ্র)।

মাত্র (মাত্র, মাত্রচ্)—প্রমাণার্থে, অণু প্রমাণ অণুমাত্র; বিন্দুমাত্র, কিঞ্চিন্মাত্র, তিলমাত্র, একমাত্র।

ইম (ডিম, ডিমিচ্) ভব অর্থে,—অগ্রিম, পশ্চিম, অন্তিম।

য (য, যৎ)—দিব্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য।

ত্য (ত্য, ত্যপ্)—অমাত্য (অমা=সহায়), তত্রত্য, নিত্য।

ত্য (ত্যণ, ত্যক্)—দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য।

তন (তনষ্, ট্যুল্)—ভব অর্থে, অদ্যতন, পূর্ব্বতন, চিরন্তন।

ম (ম)—ভব অর্থে, মধ্যম, আদিম।

ও (চ্বি)—পূর্ব্বে ছিল না এখন হইয়াছে অর্থে, যে পূর্ব্বে স্থির ছিল না এখন স্থির হইয়াছে স্থিরীকৃত। পূর্ব্বে লঘু করা হয় নাই এখন লঘু করা লঘুকরণ। এইরূপে দৃঢ়ীভূত, দূরীকৃত। কৃ ও ভূ ধাতু যোগে চ্বি প্রত্যয় হয়। শব্দের অন্ত্য অকার স্থানে ঈকার এবং অন্য হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়।

৪৬৩। নিম্নলিখিত প্রত্যয় যোগে অব্যয় শব্দ প্রস্তুত হয়। ইহাদের অধিকাংশ ক্রিয়া-বিশেষণ-বাচক। যথা—

বৎ (চ্বৎ, বতি)—তুল্যার্থে, মিত্রতুল্য মিত্রবৎ; এইরূপ পুত্রবৎ, বিষবৎ, আত্মবৎ (আপনার তুল্য)।

সাৎ (চসাৎ, সাতি)—(১) সম্পূর্ণ পদার্থের অন্যথা ভাব অর্থে,—অগ্নি কাষ্ঠ ভস্ম করে অগ্নিসাৎ; এইরূপ জলসাৎ, ধূলিসাৎ। (২) অধীন অর্থে—আত্মসাৎ, রাজসাৎ।

তঃ (তস্, তসিল্)—পঞ্চমী ও অন্য বিভক্তির স্থলে, সর্ব্বতঃ, বস্তুতঃ, স্বভাবতঃ।

শঃ (চশস্, শস্)—বীপ্সা অর্থে, ক্রমে ক্রমে ক্রমশঃ; এইরূপ প্রায়শঃ, খণ্ডশঃ।

ত্র (ত্র, ত্রল্)—অধিকরণ অর্থে সর্ব্বনামের উত্তর, সর্ব্বস্থানে সর্ব্বত্র, অন্য স্থানে অন্যত্র, এখানে অত্র, সেখানে তত্র, যেখানে যত্র।

ধা (ধাচ্, ধা)—প্রকারার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর, নয় প্রকার নবধা; দ্বিধা, শতধা।

থা (থাচ্, থাল্)—প্রকারার্থে সর্ব্বনামের উত্তর, সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বথা, অন্যপ্রকার অন্যথা, যে প্রকার যথা, সে প্রকার তথা।

দা—কালার্থে সর্ব্বনামের উত্তর,সর্ব্বকালে সর্ব্বদা, এক কালে একদা,

BANGODARSHAN.COM

প্রশ্ন

(১) কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কি বুঝাইয়া দাও।

(২) কৃত্য প্রত্যয় কাহাকে বলে? উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(৩) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ কর :—

হাঁকনি, যুক্তি, উৎসাহী, নিন্দা, ঘাতক, প্রভু, বাহু, শিষ্য, নীতি উপাধি, জাগরূক, বলিবা, মিশুক, বাটনা, দাতা, সন্ধি পূজা পরীক্ষা, তৃষ্ণা, আয়াত, পুরঃসর, মনোজ, নর্ত্তক, খনিত্র শয্যা।

(৪) তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে এক একটি শব্দে পরিণত কর :—

(১) লক্ষ্মী আছে যাহার। (২) নাকে উচ্চারিত হয় যাহা। (৩) ঘর নির্ম্মাণ করে যে। (৪) মাংস ইহার আছে। (৫) যাহার জটা আছে। (৬) পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন। (৭) জাল দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে যে। (৮) স্বর্গের জন্য যাহার প্রয়োজন। (৯) শাস্ত্র-সঙ্গত। (১০) যিনি ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। (১১) লোম আছে যাহার। (১২) আমাদের ইহা। (১৩) দোকান রাখে যে। (১৪) সুহৃদের কর্ম্ম।

(৫) কয়েকটী অপত্যার্থে তদ্ধিত প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত দাও।

(৬) অ (ষ্ণ, অণ্) প্রত্যয় কি কি অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(৭) শব্দের সহিত কোন্ কোন্ বাঙ্গালা প্রত্যয় যোগ করিয়া বিশেষণ পদ গঠিত হয়? তাহাদের প্রয়োগের উদাহরণ দাও।

(৮) আছে অর্থে কোন্ কোন্ প্রত্যয় যোগে শব্দ গঠিত হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(৯) 'তিনি ইহার দেবতা' এবং (২) 'তাহাতে উৎপন্ন'—এই দুই অর্থে প্রত্যয় কি কি? তাহাদের প্রয়োগ দে'খাও।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও বিশেষ্য
(Participles and Gerunds)

৪৬৪। **সংস্কৃত ধাতুর উত্তর অৎ (শতৃ), আন (শানচ্) এবং মান (শানচ্) প্রত্যয় করিয়া বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Present Participle) সাধিত হয়।** যথা,—

অৎ (শতৃ)—চল্+অৎ=চলৎ ; চলচ্ছক্তি, চলচ্চিত্র।
জীব্+অৎ=জীবৎ ; জীবৎকাল, জীবদ্দশা।

আন (শানচ্)—শী+আন=শয়ান।
আস্+আন= আসীন।

মান (শানচ্)—দণ্ডায়+মান=দণ্ডায়মান।
বৃত্+মান=বর্ত্তমান।
বিদ্+মান=বিদ্যমান।
মৃ+মান=ম্রিয়মাণ।
কৃ+মান=ক্রিয়মাণ।

৪৬৫। **বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর অ', অন্ত, তি, ইতে, ইয়া এই সকল প্রত্যয় করিয়া বর্ত্তমানকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ গঠিত হয়।** যথা,—

অ—মর্+অ'=মর', ; মর'-মর' লোক।
কাঁদ্+অ'=কাঁদ' ; কাঁদ'-কাঁদ'.মুখ।
পড়্+অ'=পড়' ; পড়'-পড়' ঘর।

BANGODARSHAN.COM

অন্ত—চল্+অন্ত=চলন্ত ; চলন্ত গাড়ী।
জ্বল্+অন্ত=জ্বলন্ত ; জ্বলন্ত আগুন।
ফল্+অন্ত=ফলন্ত ; ফলন্ত গাছ।
বাড়্+অন্ত=বাড়ন্ত ; বাড়ন্ত ভাঁত।

তি— উঠ্+তি=উঠ্তি ; উঠ্তি বয়স।
চল্+তি=চল্তি ; চল্তি কথা।

ইতে—হাস্+ইতে=হাসিতে ; আমি তাহাকে হাসিতে দেখি নাই।

ইয়া—দৌড়্+ইয়া=দৌড়িয়া ; সে দৌড়িয়া চলে।

৪৬৬। **সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর ত (ক্ত), ন (ক্ত), তবৎ (ক্তবতু) প্রত্যয়দ্বারা অতীত কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Past Participle) সাধিত হয়।** যথা,—

ত (ক্ত)—ক্রী+ত =ক্রীত ; ক্রীত দাস।
গম্+ত =গত ; গত কল্য।
দহ্+ত =দগ্ধ ; দগ্ধ গৃহ।
লিখ্+ত =লিখিত ; লিখিত পুস্তক।
পঠ্+ত =পঠিত ; পঠিত গল্প।

এইরূপে খ্যাত, হুত, শক্ত, রিক্ত (রিচ্ ধাতু), ভক্ত (ভজ্ ধাতু), তৃপ্ত, ক্রুদ্ধ (ক্রুধ্ ধাতু), লব্ধ (লভ্ ধাতু), পিষ্ট, সংদিগ্ধ (দিহ্ ধাতু), আরূঢ় (রুহ্ ধাতু), মূঢ় (মুহ্ ধাতু), পতিত, ব্যথিত, কুপিত, রহিত, শয়িত (শী ধাতু), পূত, কৃত, দীপ্ত, ত্রস্ত, গ্রস্ত, হৃষ্ট, আক্রান্ত (ক্রম্ ধাতু), দান্ত (দম্ ধাতু), শান্ত (শম্ ধাতু), শ্রান্ত (শ্রম্ ধাতু), নত (নম্ ধাতু), রত (রম্ ধাতু), হত (হন্ ধাতু), খাত (খন্ ধাতু), জাত (জন্ ধাতু), ভ্রষ্ট (ভ্রন্শ্ ধাতু), অনুরক্ত

(রন্‌জ্‌ ধাতু), আসক্ত (সন্‌জ্‌ ধাতু), ধ্বস্ত (ধ্বন্‌স্‌ ধাতু), স্রস্ত (স্রন্‌স্‌ ধাতু), বদ্ধ (বন্ধ্‌ ধাতু), স্তব্ধ (স্তন্‌ভ্‌ ধাতু), গ্রথিত (গ্রন্থ্‌ ধাতু), মথিত (মন্থ্‌ ধাতু), মত্ত (মদ্‌ ধাতু), দত্ত (দা ধাতু), বিদ্ধ (ব্যধ্‌ ধাতু), হিত (ধা ধাতু), স্থিত (স্থা ধাতু), আহূত (হ্বে ধাতু), অনুমিত (মা ধাতু), নিশিত (শো ধাতু), ইষ্ট (ইষ্‌ এবং যজ্‌ ধাতু), পৃষ্ট (প্রচ্ছ্‌ ধাতু), ভৃষ্ট (ভ্রস্‌জ্‌ ধাতু), গৃহীত (গ্রহ ধাতু), প্রোষিত (বস্‌ ধাতু), উক্ত (বচ্‌ ধাতু), উদিত (বদ্‌ ধাতু), উপ্ত (বপ্‌ ধাতু), ঊঢ় (বহ্‌ ধাতু), সুপ্ত (স্বপ্‌ ধাতু), পীত (পা ধাতু), গীত (গৈ ধাতু), নীত, ইত্যাদি।

ন (ক্ত) —ম্লা+ন=ম্লান ; ম্লান মুখ।

মসজ্‌+ন=মগ্ন ; জলমগ্ন।

এইরূপে ক্ষুণ্ণ (ক্ষুদ্‌ ধাতু), রুগ্‌ণ (রুজ্‌ ধাতু), উদ্বিগ্ন (বিজ্‌ ধাতু), ভগ্ন (ভন্‌জ্‌ ধাতু), উড্ডান (ডী ধাতু), ক্ষীণ (ক্ষি ধাতু), পূর্ণ (পূর্‌ ধাতু), জীর্ণ (জৃ ধাতু), উত্তীর্ণ (ত ধাতু), শীর্ণ (শৃ ধাতু), বিস্তীর্ণ (স্তৃ ধাতু), নির্ব্বাণ (বা ধাতু), হীন (হা ধাতু), ইত্যাদি।

তবৎ (ক্তবতু)—কৃ+তবৎ=কৃতবৎ ; পুং কৃতবান্‌।

প্র—আপ্‌+তবৎ=প্রাপ্তবৎ ; পুং প্রাপ্তবান্‌।

বাঙ্গালা ভাষায় তবৎ (ক্তবতু) প্রত্যয়যুক্ত শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না।

৪৬৭। **বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর আ, ইয়া প্রত্যয় যোগে অতীতকালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ সাধিত হয়।** যথা,—

আ—দে'খ্‌+আ=দে'খা, দে'খা ঘটনা।

শুন্‌+আ=শোনা ; শোনা কথা।

ফুট্‌+আ=ফোটা ; ফোটা ফুল।

ইয়া—আস্‌+ইয়া=আসিয়া ; সে আসিয়া দেখিল।

৪৬৮। **সংস্কৃত ধাতুর উত্তর স্যৎ (স্যতৃ), ও স্যমান প্রত্যয় যোগে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া-বাচক বিশেষণ (Future Participle) সাধিত হয়।** যথা,—

স্যৎ (স্যতৃ)—ভূ+স্যৎ=ভবিষ্যৎ ; ভবিষ্যৎ কাল।

স্যমান—বচ+স্যমান=বক্ষ্যমাণ ; বক্ষ্যমাণ বিষয়।

টীকা। "আস্‌ছে বৎসর" এইরূপ প্রয়োগে "আস্‌ছে" ভবিষ্যৎ-কালের ক্রিয়াবাচক বিশেষণ।

৪৬৯। **সংস্কৃতে ধাতুর উত্তর অন (অনট্‌, অন), অ (অল্‌, অ, ঘঞ্‌), ন (নঙ্‌) প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ (Gerund) সাধিত হয়।** যথা,—

অন (অনট্‌, ল্যুট্‌)—ভুজ+অন =ভোজন।

গম্‌+অন =গমন।

শ্রু+অন =শ্রবণ।

অন (অন, যুচ্‌)—বিদ্‌+অন+স্ত্রীলিঙ্গে আ=বেদনা।

বন্দ+অন+ „ =বন্দনা

ধারি+অন+ „ =ধারণা

অ (অল, অচ্‌) —জি+অ =জয়।

আ-শ্রি+অ =আশ্রয়।

ভী+অ =ভয়।

BANGODARSHAN.COM

অ (অ)—জিজ্ঞাস্+অ+স্ত্রীলিঙ্গে আ=জিজ্ঞাসা।
পরি—ঈক্ষ্+অ+„ =পরীক্ষা।
চিন্তি+অ+„ =চিন্তা।

অ (ঘঞ্)—ত্যজ+অ =ত্যাগ।
আ—হৃ+অ =আহার।
ভন্জ্+অ =ভঙ্গ।

ন (নঙ্)—প্রচ্ছ্+ন =প্রশ্ন।
যাচ্+ন+স্ত্রীলিঙ্গে আ=যাচ্ঞা।
যত+ন =যত্ন।

৪৭০। **বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর আ, অন আন', না, ইতে প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ সাধিত হয়।** যথা,—

আ—পড়্+আ=পড়া; যা+আ=যাওয়া; পাড়্+আ=পাড়া।
অন—বাঁধ্+অন=বাঁধন; নাচ্+অন=নাচন।
আন'—খাওয়া+আন=খাওয়ান'; হাসা+আন=হাসান'।
না—কাঁদ্+না=কান্না; রাঁধ্+না=রান্না; বাজ্+না=বাজনা।
ইতে—দে'খ্+ইতে=দেখিতে; চল+ইতে=চলিতে।

৪৭১। **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদে ক্রিয়া ও বিশেষ্য উভয় পদের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।** ইহা ক্রিয়ারূপে কর্ত্তা, কর্ম্ম ইত্যাদি কারকের সহিত অন্বিত হয় এবং বিশেষ্যরূপে নিজে শব্দবিভক্তিযুক্ত হয়। যথা, বই পড়ার সময় গোলমাল করিও না। এই বাক্যে "পড়া" এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের কর্ম্ম "বই", আবার ইহা নিজে সম্বন্ধ পদ। "আমি সন্দেশ

BANGODARSHAN.COM

খাইতে ভালবাসি", এই বাক্যে "খাইতে" এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের কর্ত্তা "আমি" এবং কর্ম্ম "সন্দেশ", আবার ইহা নিজে "ভালবাসি" ক্রিয়ার কর্ম্ম।

প্রশ্ন

ক। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ধাতু ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :—

দগ্ধ, হিত, হত, আরূঢ়, শয়ান, বর্ত্তমান, গত, স্তব্ধ, ক্ষীণ, ভঙ্গ, চিন্তা, বেদনা, শ্রবণ, প্রশ্ন, হীন, উঢ়, উক্ত, শোনা, চলন্ত, রান্না।

খ। কেবল বিশেষ্য না বলিয়া ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলিবার কারণ কি?

শব্দ-গঠন

(Word Building)

৪৭২। ভাষার সমস্ত শব্দকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা,—নাম, আখ্যাত, নিপাত। বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্ব্বনাম নামপদের অন্তর্ভুক্ত। আখ্যাত বলিতে ক্রিয়াপদ বুঝায়। নিপাত বলিতে অব্যয় বুঝায়।

৪৭৩। সর্ব্বনাম ভিন্ন প্রায় সমস্ত নামপদ প্রকৃতির সহিত প্রত্যয়-যোগে উৎপন্ন। কৃত=কৃ+ত (ক্ত), এখানে কৃ প্রকৃতি, ত (ক্ত) প্রত্যয়। করা=কর্+আ, এখানে কর্ প্রকৃতি, আ প্রত্যয়। বুদ্ধি=বুধ্+তি (ক্তি), এখানে বুধ্ প্রকৃতি, তি প্রত্যয়। বুদ্ধিমান্

=বুদ্ধি+মান্ (মতুপ্), এখানে বুদ্ধি প্রকৃতি, মান্ (মতুপ্) প্রত্যয়। বুদ্ধিমত্তা=বুদ্ধিমৎ+তা, এখানে বুদ্ধিমৎ প্রকৃতি, তা প্রত্যয়। আমিত্ব—আমি+ত্ব, এখানে আমি প্রকৃতি, ত্ব প্রত্যয়। অতএব দে'খা যাইতেছে যে কৃদন্ত শব্দে প্রকৃতি ধাতু এবং তদ্ধিতান্ত শব্দে প্রকৃতি বিশেষ্য, বিশেষণ কিংবা সর্ব্বনাম হইয়া থাকে।

৪৭৪। আখ্যাতগুলি ধাতুর সহিত বিভক্তিযোগে উৎপন্ন। করে, করিল, করিব, করিত—এই ক্রিয়াপদগুলি কর্ ধাতুর সহিত যথাক্রমে এ, ইল, ইব, ইত বিভক্তি-যোগে সিদ্ধ হইয়াছে।

৪৭৫। নিপাতগুলির কোন ব্যুৎপত্তি নাই; যে'মন,—ও, ই, ত, আহা, স্থ, প্রতি ইত্যাদি।

৪৭৬। **শব্দগঠন তিন প্রকারে হয়।**

(ক) **মূলশব্দ (Primitive Words) ধাতুর সাহত নানা কৃৎ বিভক্তি যোগ করিয়া গঠিত হয়।** যথা,—

কৃ ধাতু—কৃত, করণ, কার্য্য, কৃত্য, ক্রিয়া, কর্ত্তব্য, করণীয়, কর্ম্ম, কৃত্রিম, কর্ত্তা, কারক।

দা ধাতু—দায়ক, দাতব্য, দাতা, দান, দায়, দায়ী, দত্ত, দানীয়।

বচ ধাতু—উক্ত, বক্তব্য, বক্তা, বক্তৃ, বচনীয়, বাচ্য, বচন, উক্তি, বাক্, বিবক্ষা, বাক্য।

মৃ ধাতু—মৃত্যু, মরণ, মর্ত্ত্য, মুমূর্ষু, ম্রিয়মাণ, মৃত।

লিখ্ ধাতু—লেখক, লেখনীয়, লেখ্য, লেখা, লেখন, লেখনী, লিখিত।

গম্ ধাতু—গন্তব্য, গমনীয়, গম্য, গমন, গত, গন্তা, জঙ্গম, গতি।

দৃশ্ ধাতু—দ্রষ্টব্য, দর্শনীয়, দর্শন, দৃষ্ট, দৃশ্য, দ্রষ্টা, দৃক্, দর্শক, দিদৃক্ষা, দৃষ্টি।

পঠ্ ধাতু—পাঠ্য, পঠনীয়, পাঠক, পঠন, পঠিতব্য, পঠিত।

পড়া ধাতু (বাঙ্গালা ধাতু)—পড়ুয়া, পড়া, পড়িয়া পড়িতে, পড়িলে।

বাজা ধাতু (বাঙ্গালা ধাতু)—বাজনা, বাজীয়ে, বাজা, বাজান', বাজাইতে, বাজাইলে।

(খ) **সাধিত শব্দ (Derivative Words) মূল শব্দের সহিত নানা তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিয়া গঠিত হয়।** যথা,—

গুরু—গুরুত্ব, গৌরব, গরিমা, গরীয়ান্, গরিষ্ঠ, গুরুতর, গুরুতম।

মধু—মাধব, মধুর, মাধুর্য্য, মাধুরী, মধুময়, মাধ্ব।

জল—জলীয়, জলময়, জলা (জলাভূমি), জলো (জলো দুধ)।

বন্ধু—বন্ধুতা, বন্ধুত্ব, বান্ধব।

রাজা (রাজন্)—রাজত্ব, রাজ্য, রাজকীয়, রাজন্য।

মহৎ—মহত্ত্ব, মহত্তম, মহিমা, মহীয়ান্।

মনঃ—মানস, মানসিক।

চোর—চৌর, চৌর্য্য।

চোর (বাঙ্গলা)—চুরি, চোরাই।

(গ) **যুক্ত শব্দ (Compound Words) সমাস দ্বারা গঠিত হয়।** যথা,—

জল—জলচর, জলধর, জলদ, জলজ, জলধি, জলাশয়, জলাচরণীয়,

BANGODARSHAN.COM

জলযোগ, জলাতঙ্ক, জলযান, জলৌকা, জলজন্তু, জলবায়ু, জলপূর্ণ, জলশূন্য।

বন—উপবন, বনবাসী, বনচারী, বনকর, বনচর, বনকুক্কুট, বনজঙ্গল, বনদেবতা, বনফুল, বনবিড়াল, বনভোজন, বনমানুষ, বনমালা, বনস্পতি, বনদেবী, বনবিহার।

অক্ষি—অক্ষিগোলক, অক্ষিকাচ, অক্ষিপট, প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, সমক্ষ।

মুখ—মুখবন্ধ, মুখশ্রী, মুখচন্দ্রিকা, মুখচ্ছবি, মুখরুচি, মুখশুদ্ধি, মুখপত্র।

রাজা—রাজকন্যা, রাজকবি, রাজকর, রাজকুমার, রাজছত্র, রাজযোটক, রাজটীকা, রাজভক্ত, রাজতন্ত্র, রাজদণ্ড, রাজদরবার, রাজদূত, রাজধর্ম্ম, রাজনীতি, রাজপথ, রাজপুরুষ, রাজপ্রাসাদ, রাজবংশ, রাজমহল, রাজরাণী, রাজসিংহাসন, রাজপুত্র, রাজসভা, রাজহংস, রাজবাড়ী।

সাধিত বিশেষ্য ও বিশেষণ এবং তাহাদের প্রয়োগ

(Derivative Nouns and Adjectives in common use and sentences containing them)

৪৭৭। সাধিত শব্দগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। যথা,—

(ক) মূল বিশেষ্য হইতে সাধিত বিশেষ্য **(Derivative Nouns)**—

বাঙ্গালা শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
রাখাল	ই	কার্য্য	রাখালি
চোর	”	”	চুরি
দোকানদার	”	”	দোকানদারি
তেল	ঈ	জীবিকা	তেলী
দাঁড়	”	”	দাঁড়ী
ঢোল	”	”	ঢুলী
বুড়া	আমি	নিন্দিত ভাব	বুড়ামি
পাগল	”	”	পাগলামি
ঘর	”	নির্ম্মাণ করে যে	ঘরামি
ঘটক	আলি	কার্য্য	ঘটকালি
হাত	আ	সদৃশ বস্তু	হাতা
পা	”	”	পায়া
জাল	ইয়া	জীবিকা	জালিয়া, জেলে
মোট	”	”	মুটিয়া, মুটে
বাবু	আনি	ভাব	বাবুয়ানি
বিবি	আনা	”	বিবিয়ানা
লাঠি	আল	অস্ত্র যাহার	লাঠিয়াল
পয়সা	ওয়ালা	আছে যাহার	পয়সাওয়ালা
বাড়ী	”	”	বাড়ীওয়ালা
সাপ	উড়িয়া	জীবিকা	সাপুড়িয়া, সাপুড়ে
ঘাস	”	”	ঘাসুড়িয়া, ঘেসুড়ে
শাঁখ	আরী	”	শাঁখারী

BANGODARSHAN.COM

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
পূজা	আরী	জীবিকা	পূজারী
কাঠ	উরিয়া	,,	কাঠুরিয়া
মুটে	গিরি	কার্য্য	মুটেগিরি
কেরানী	,,	,,	কেরানীগিরি
দোকান	দার	জীবিকা	দোকানদার
আড়ত	,,	,,	আড়তদার
পান	দান, দানি	আধার	পানদান, পানদানি
ফুল	,,	,,	ফুলদান, ফুলদানি
জাল	তি	ক্ষুদ্র	জালতি
চাক	,,	,,	চাকতি
কাঠ	ই	ক্ষুদ্র	কাঠি
ছোরা	,,	,,	ছুরি
চোঙ্গা	,,	,,	চুঙ্গি
গিন্নী	পনা	কর্ম্ম	গিন্নীপনা
সতী	,,	,,	সতীপনা
আরব	ঈ	ভাষা	আরবী
নেপাল	,,	,,	নেপালী
কাবুল	,,	দেশবাসী	কাবুলী
মাদ্রাজ	,,	,,	মাদ্রাজী
মশাল	চি	রাখে যে	মশালচি
খাজানা	,,	,,	খাজাঞ্চি
দেগ, ডেক	,,	ক্ষুদ্র	দেগচি, ডেকচি
বে'ঙ	আচি	,,	বে'ঙ্গাচি

BANGODARSHAN.COM

উদাহরণ

চাষী, মুটে, জেলে প্রভৃতি শ্রমিকগণ আমাদের সম্মানের পাত্র।
আজকাল বাবুয়ানি কেহই পছন্দ করে না।
বুড়ার ছেলেমি এবং ছেলের বুড়ামি দুই-ই সমান।
নেপালীদের ভাষা নেপালী।
ছোট মেয়ের গিন্নীপনা ভাল লাগে না।
মালী ফুলদানিতে ফুল সাজাইতেছে।

সংস্কৃত শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
মনু	অ (ষ্ণ, অণ্)	অপত্য	মানব
শিব	,,	তাহার ভক্ত	শৈব
ভরত	,,	তাহার বিষয়ে গ্রন্থ	ভারত
ছত্র	,,	শীল (স্বভাব)	ছাত্র
তিল	,,	তাহার বিকার	তৈল
শিশু	,,	তাহার ভাব	শৈশব
পুরুষ	,,	তাহার ভাব বা কর্ম্ম	পৌরুষ
বন্ধু	,,	স্বার্থে	বান্ধব
নর	আয়ন (ষ্ণায়ন, ফক্)	গোত্রাপত্য	নারায়ণ
দ্বীপ	,,	তাহাতে উৎপন্ন	দ্বৈপায়ন
রাম	,,	তাহার বিষয়ে গ্রন্থ	রামায়ণ
দশরথ	ই (ষ্ণি, ইঞ্)	অপত্য	দাশরথি
রেবতী	ইক (ষ্ণিক, ঠক্)	অপত্য	রৈবতিক
নৌ	,,	তাহাদ্বারা জীবিকা	নাবিক

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
ভগিনী	এয় (ঞেয়, ঢক্)	অপত্য	ভাগিনেয়
সরমা	,, ,,	,,	সারমেয়
চণক	য (ষ্ণ্য, যঞ্)	গোত্রাপত্য	চাণক্য
সম্রাট্	,,	সম্বন্ধী	সাম্রাজ্য
গণপতি	য (ষ্ণ্য, ণ্য)	তাহার ভক্ত	গাণপত্য
সুভগ	য (ষ্ণ্য, ষ্যঞ্)	তাহার ভাব	সৌভাগ্য
অলস	,,	তাহার ভাব বা কর্ম্ম	আলস্য
অতিথি	য (ষ্ণ্য, ঞ্য)	তাহার জন্য	আতিথ্য
সেনা	,,	স্বার্থে	সৈন্য
অর্ঘ	য (য, যৎ)	তাহার জন্য	অর্ঘ্য
সূর	,,	স্বার্থে	সূর্য্য
নৌ	ক (ক, কন)	,,	নৌকা

উদাহরণ

শৈশবকালে আলস্য করিলে বার্দ্ধক্যে কষ্ট পাইতে হয়।
রামায়ণে দাশরথি রামের বৃত্তান্ত আছে।
পূর্ব্বে শাক্তে ও বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব ছিল।
নাবিক নৌকাযোগে সৈন্যগণকে নদী পার করিল।
দ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারতের রচয়িতা।
চাণক্য মৌর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপনে অশেষ সাহায্য করেন।
পৌরুষ দ্বারা সৌভাগ্য লাভ হয়।

BANGODARSHAN.COM

অধ্যয়ন ছাত্রগণের তপস্যা।
নির্ব্বাণ দীপে তৈল দান অনাবশ্যক

(খ) মুখ্য বিশেষ্য হইতে সাধিত বিশেষণ (Derivative Adjectives)—

বাঙ্গালা শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
পশম	ই, ঈ	নির্ম্মিত	পশমি, পশমী
বিলাত	,,	সম্বন্ধীয়	বিলাতি, বিলাতী
ভার	,,	আছে	ভারী
রূপা	আলি	সদৃশ বা সম্বন্ধীয	রূপালি
লুন	আ	আছে যাহার বা যাহাতে লোনা	
পাহাড়	ইয়া, এ	সম্বন্ধীয়	পাহাড়িয়া, পাহাড়ে
আমোদ	,,	যুক্ত বা আসক্ত	আমুদে
মাঠ	উয়া, ও	সম্বন্ধীয়	মেঠো
ঘর	,, ,,	যুক্ত বা আসক্ত	ঘরো
ঢাল	উ	আছে	ঢালু
পেট	উক	আসক্তি	পেটুক
ধার	আল'	আছে	ধারাল'
মেঘ	লা	যুক্ত	মেঘলা
বুক	সই	পরিমাণ	বুকসই
নুন	তা	বিশিষ্ট	নোন্‌তা
কাল	সা	সদৃশ	কাল্‌সা
কাল	চে	ঈষৎ	কাল্‌চে
মামা	ত	সম্পর্কীয়	মামাত
পিসা	তুত	,,	পিস্‌তুত

উদাহরণ

পাহাড়িয়া সাপ অতি ভীষণ।
মেঘলা দিনে মেঠো সুরে রাখালেরা গান গায়।
লোনা মাছ খাইয়া পেটুক আইঢাই করিতেছে।
ঢালু জমিতে ভারী জিনিস স্থির থাকিতে পারে না।
ছেলেটী খুব আমুদে।

সংস্কৃত শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
বেদ	ইক (ষ্ণিক, ঠক্)	তাহা জানে বা অধ্যয়ন করে	বৈদিক
মনঃ	”	তাহা দ্বারা কৃত	মানসিক
সমুদ্র	”	তাহাতে উৎপন্ন	সামুদ্রিক
মক্ষিকা	অ (ষ্ণ, অণ্)	তাহা দ্বারা কৃত	মাক্ষিক
শরৎ	”	তাহাতে উৎপন্ন	শারদ
তালু	ষ য, যৎ)	”	তালব্য
মানব	ঈয় (ঈয়, ছ)	”	মানবীয়
কুল	ঈন ঈন, খ)	”	কুলীন
সভা	য (য)	তাহাতে সাধু (ভাল)	সভ্য
সমাজ	ইক (ষ্ণিক, ঠক্)	”	সামাজিক
অতিথি	এয় (ষ্ণেয়, ঢঞ)	”	আতিথেয়

BANGODARSHAN.COM

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
সর্ব্বজন	ঈন (ণীন, খঞ্)	তাহাতে সাধু	সর্ব্বজনীন
সর্ব্বজন	ঈন (ঈন, খ)	তাহার জন্য হিত	সর্ব্বজনীন
মাস	ইক্ (ষ্ণিক, ঠক্)	তাহাতে নিষ্পন্ন বা ব্যাপ্ত	মাসিক
পিতা	ক (কণ্, ঠঞ্)	তাহা হইতে আগত	পৈতৃক
দণ্ড	য (য, যৎ)	তাহার যোগ্য	দণ্ড্য
বধ	”	”	বধ্য
স্বর্গ	”	তাহার জন্য প্রয়োজন	স্বর্গ্য
যশঃ	”	”	যশস্য
ন্যায়	য (য, যৎ)	সঙ্গত	ন্যায্য
বিধি	অ (ষ্ণ, অণ্)	”	বৈধ
শাস্ত্র	ঈয় (ণীয়, ছ)	”	শাস্ত্রীয়
পৃথিবী	অ (ষ্ণ, অণ্)	সম্বন্ধীয়	পার্থিব
জল	ঈয় (ঈয়, ছ)	”	জলীয়
গো	য (য, যৎ)	”	গব্য
বুদ্ধি	মান্ (মতুপ)	অস্তি (আছে)	বুদ্ধিমান্
ধন	বান্ (বতুপ্, মতুপ)	”	ধনবান্
মায়া	বী (বিন্, বিনি)	”	মায়াবী
ধন	ঈ (ইন্, ইনি)	”	ধনী
শ্রম	ইক (ইক, ঠন্)	”	শ্রমিক
মধু	র	”	মধুর
শীত	ল (ল, লচ্)	”	শীতল
ফেন	ইল (ইল, ইলচ)	”	ফেনিল

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
লোম	শ	অস্তি (আছে)	লোমশ
পুলক	ইত (ইত্, ইতচ)	জাত	পুলকিত
জল	ময় (ময়ট্)	ব্যাপ্তি	জলময়
স্বর্ণ	”	বিকার	স্বর্ণময়
কাষ্ঠ	”	অবয়ব	কাষ্ঠময়
দয়া	”	অভেদ	দয়াময়
বিন্দু	মাত্র (মাত্র, মাত্রচ্)	প্রমাণ	বিন্দুমাত্র

উদাহরণ

পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের ন্যায্য অধিকার।

সামুদ্রিক মৎস্য খাইতে সুস্বাদু।

শ্রমিক ধনীকে ঈর্ষ্যা করে।

শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পার্থিব বাসনা-ত্যাগ শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ কখনও কৃপণের আতিথ্য স্বীকার করে না।

মায়াবী রাক্ষসের মনে বিন্দুমাত্র দয়া নাই।

(গ) **সর্ব্বনাম হইতে সাধিত বিশেষ্য (Derivative Nouns)—**

বাঙ্গালা শব্দ

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
আমি	ত্ব	ভাব	আমিত্ব

সংস্কৃত শব্দ

মম	ত্ব	ভাব	মমত্ব
”	তা (তা, তল্)”		মমতা
অহম্	ইক, স্ত্রী আ	”	অহমিকা

BANGODARSHAN.COM

উদাহরণ

আমিত্ব ত্যাগ না করিলে কেহ যোগী হইতে পারে না। ধার্ম্মিকগণের সকল জীবের প্রতি মমতা থাকে।

(ঘ) **সর্ব্বনাম হইতে সাধিত বিশেষণ (Derivative Adjective)—**

সংস্কৃত

প্রকৃতি	প্রত্যয়	অর্থ	শব্দ
মদ্	ঈয় (ঈয়, ছ)	সম্বন্ধীয়	মদীয়
অস্মদ্	”	”	অস্মদীয়
ত্বদ্	”	”	তদীয়
যুষ্মদ্	”	”	যুষ্মদীয়।

উদাহরণ

ভরত তদীয় ভ্রাতা এবং মদীয় ভাগিনেয়।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশ কর এবং তাহাদের এক একটী লইয়া বাক্য রচনা কর :—হিন্দুয়ানি, চতুরালি, জাল্‌তি, রামায়ণ, বাৎস্য, বাদরায়ণ, আদিত্য, নৌকা, বালক, হেটো, পানসা, নৈয়ায়িক, বিশ্বজনীন, মেধাবী, ভবদীয়, কাঁচা।

২। এক একটী শব্দ গঠন কর :—ঢোল জীবিকা যাহার, ভিক্ষা জীবিকা যাহার, পায়ের সদৃশ, মধুরের ভাব, দুহিতার পুত্র, অশ্বলের প্রপৌত্র, বসন্তকালে উৎপন্ন, গোসম্বন্ধীয়, তাহাদের সম্বন্ধীয়, মধুদ্বারা ব্যাপ্ত।

বাক্য প্রকরণ (Syntax)

৪৭৮। বাক্য-প্রকরণে, বাক্য, বাক্যের বিশ্লেষণ, বাক্য পরিবর্ত্তন, বাক্য-রীতি, বাক্যের বা বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হয়।

বাক্য (Sentence)

৪৭৯। 'চাঁদ উঠিয়াছে' এখানে একটী সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য দুইটী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই দুইটী শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। "চাঁদ" কি করিয়াছে? না, "উঠিয়াছে"। "উঠিয়াছে" কি? না, "চাঁদ"। শুধু "চাঁদ", কি শুধু "উঠিয়াছে" বলিলে আকাঙ্ক্ষার শেষ হইত না, অর্থাৎ তা'হার পর কিছু জানিতে ইচ্ছা হইত এবং বক্তার মনের ভাবও সম্পূর্ণরূপে বুঝা যাইত না। "চাঁদ উঠিয়াছে" বলায় আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়াছে এবং বক্তার মনোভাব বুঝা যাইতেছে। অতএব "চাঁদ উঠিয়াছে" একটী বাক্য এবং "চাঁদ" ও "উঠিয়াছে" ইহারা এক একটী পদ। অতএব

একটী সম্পূর্ণ মনোভাব যে-সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহাদের সমষ্টিকে বাক্য (Sentence) বলে।

৪৮০। "চাঁদ উঠিয়াছে" এই বাক্যে "উঠিয়াছে" কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে? না, "চাঁদ"-কে। অতএব এই বাক্যে "চাঁদ"

BANGODARSHAN.COM

উদ্দেশ্য। অন্যপক্ষে, এই বাক্যে চাঁদ সম্বন্ধে কি বিধান বা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে? না, "উঠিয়াছে"। অতএব "উঠিয়াছে" বিধেয়।

কোন বাক্যে যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিছু বলা হয়, তাহা উদ্দেশ্য (Subject)।

উদ্দেশ্য বিষয়ে যাহা বিধান বা নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা বিধেয় (Predicate)।

অতএব দে'খা যাইতেছে উদ্দেশ্য ও বিধেয় লইয়া একটী বাক্য গঠিত হয়।

৪৮১। **কোন বাক্যে যাহা বিধেয়, তাহা সমাপিকা ক্রিয়া। উদ্দেশ্য ঐ ক্রিয়ার কর্ত্তা।**

৪৮২। কেবল অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা **বাক্যাংশ** গঠিত হয়, বাক্য হয় না। "আমি তাহাকে দেখিতে", "সে গিয়া", "রহীম আমাকে বলিলে", এইগুলি বাক্যাংশ।

৪৮৩। উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে অন্য পদ, বাক্য বা বাক্যাংশ দ্বারা প্রসারিত করা অর্থাৎ বাড়ান যাইতে পারে। এইগুলিকে উদ্দেশ্য বা বিধেয়ের প্রসারক বলা যায়। "সফীর ভাই যকী কাঁদিতেছে।" "সফীর ভাই যকী মাটিতে শুইয়া কাঁদিতেছে।" "সফীর ভাই যকী, সেই যে মায়ের আদুরে ছেলে, মাটিতে শুইয়া কাঁদিতেছে।" এই বাক্যগুলিতে "সফীর ভাই", "মাটিতে শুইয়া", "সেই যে মায়ের আদুরে ছেলে"—এইগুলির প্রত্যেকটী উদ্দেশ্যের প্রসারক। "যকী চেঁ'চাইয়া কাঁদিতেছে।" "যকী মিঠায়ের জন্য চেঁ'চাইয়া কাঁদিতেছে।" "যকী মিঠাই খাইতে পায় নাই বলিয়া মিঠাইয়ের জন্য চেঁ'চাইয়া কাঁদিতেছে।" "চেঁ'চাইয়া", "মিঠাইয়ের জন্য", "মিঠাই খাইতে পায় নাই বলিয়া" এইগুলির প্রত্যেকটী বিধেয়ের প্রসারক।

৪৮৪। **যে পদ বা পদসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য প্রসারিত হয়, তাহাকে উদ্দেশ্যের প্রসারক (Adjuncts to the Subject) বলে।**

৪৮৫। উদ্দেশ্যের প্রসারক নিম্নলিখিত প্রকারের হইতে পারে—

(১) বিশেষণ পদ—**ধীর** বাতাস বহিতেছে।

(২) সম্বন্ধ পদ—**করীমের** পিতা আসিয়াছেন।

(৩) সমকারক বিশেষ্য (**Noun in Apposition**)—ফিলিপের **পুত্র** মহান্ আলেকজান্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

(৪) অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বিশেষণস্থানীয় বাক্যাংশ—শ্যাম **বনে চলিতে চলিতে** একটী বাঘ দেখিতে পাইল; আমি **ফরাসী-দেশে বে'ড়াইয়া** আসিয়াছি।

৪৮৬। অকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া কিংবা সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত কর্ম্ম বা অন্য অর্থসঙ্গতিযুক্ত পদ বা পদসমষ্টি বাক্যের বিধেয় হইতে পারে। যথা,—

(১) অকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া—আমি **যাই।**

(২) বিশেষণীয় শব্দ—(**qualifying words**) বিহীন কিংবা বিশেষণীয় শব্দযুক্ত কর্ম্মের সহিত সমাপিকা ক্রিয়া—আমি **রবীন্দ্রনাথকে জানি**; আমি **কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথকে জানি**; আমি **ভারতের সুসন্তান রবীন্দ্রনাথকে জানি।**

(৩) সম্পূরক (**Complement**) পদ বা পদ-সমষ্টির সহিত সমাপিকা ক্রিয়া—আকবরের পর জাহাঁগীর **ভারতের সম্রাট্ হইলেন।**

(৪) কর্ম্ম এবং সম্পূরক পদের সহিত সমাপিকা ক্রিয়া—

BANGODARSHAN.COM

দস্যু তাহ'কে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল। প্রজাগণ গোপালকে রাজা করিয়াছিল।

টীকা। কতকগুলি ক্রিয়া পদের সহিত যে পদ বা পদসমষ্টি প্রযুক্ত হইয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে, তাহাকে সম্পূরক পদ (**Complement**) বলে। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণগুলিতে "সম্রাট্", "সর্ব্বস্বান্ত", "রাজা", এইগুলি সম্পূরক পদ।

৪৮৭। **যে পদ বা পদসমূহদ্বারা বিধেয় ক্রিয়া প্রসারিত হয়, তাহাকে বিধেয়ের প্রসারক (Adjuncts to the Predicate-verb) বলে।**

৪৮৮। নিম্নলিখিতগুলি বিধেয়ের প্রসারক হইতে পারে—

(১) ক্রিয়া-বিশেষণ—বাতাস **ধীরে** বহিতেছে। **আস্তে আস্তে** চল।

(২) অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় বাক্যাংশ—তিনি **বিফলমনোরথ হইয়া** চলিয়া আসিয়াছেন। সুশীল **আমাকে দেখিতে** আসিয়াছে; **সন্ধ্যা হইলে** আকাশে তারা দে'খা যায়।

(৩) করণ কারক—**ছুরী দিয়া** কলম কাট।

(৪) অপাদান কারক—সে **ঢাকা হইতে** আসিয়াছে।

(৫) অধিকরণ কারক—**কলিকাতায়** যাদুঘর আছে।

সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য

(Simple, Compound and Complex Sentences)

৪৮৯। কোন বাক্যে একটী সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে তাহা **সরল বাক্য** (**simple sentence**)। কোন বাক্যে এ'কের অধিক সমাপিকা ক্রিয়া থাকিলে, তাহা **যৌগিক বাক্য**

(**compound sentence**) কিংবা **জটিল বাক্য** (**complex sentence**) হইবে। **বাক্য এই তিন প্রকারের হয়।**

খাঁচার মধ্যে পাখী মধুর স্বরে গান করিতেছে।—সরল বাক্য।

খাঁচার মধ্যে পাখী মধুর স্বরে গান করিতেছে ; কিন্তু তাহার মনে সুখ নাই।—যৌগিক বাক্য।

ঐ শুন খাঁচার মধ্যে পাখী কে'মন মধুরস্বরে গান করিতেছে।—জটিল বাক্য।

৪৯০। **দুই বা ততোধিক স্বাধীন (Co-ordinate) বাক্য স্বাধীন যোজক অব্যয় (Co-ordinate Conjunction) দ্বারা সংযুক্ত হইলে যে একটী পূর্ণ বাক্য গঠিত হয়, তাহা যৌগিক বাক্য।**

পূর্ব্বোক্ত যৌগিক বাক্যের উদাহরণে দুইটী স্বাধীন বাক্য "কিন্তু" এই স্বাধীন যোজক-অব্যয়দ্বারা সংযুক্ত হইয়া একটী যৌগিক বাক্য হইয়াছে।

(১) যদু-বাবুর বড় ছেলে চাকরী করে **এবং** ছোটটী স্কুলে পড়ে।
—সংযোজক অব্যয়।

(২) সে স্কুলে যায়, **কিন্তু** লেখা-পড়ায় মন দে'য় না।
—সঙ্কোচক অব্যয়।

(৩) হয় আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, **নয়** আমি আর পড়িব না।
—বিকল্পবাচক অব্যয়।

(৪) ওলী ভাল ছেলে, **সুতরাং** সকলে তাহাকে ভালবাসে।
—হেতুবাচক অব্যয়।

৪৯১। পুনরুক্তি পরিত্যাগের জন্য যৌগিক বাক্যগুলি প্রায়ই সংক্ষিপ্ত (contracted) আকারে ব্যবহৃত হয়।

(ক) একই উদ্দেশ্যের কতকগুলি বিধেয় থাকিতে পারে। যথা,—

BANGODARSHAN.COM

(১) তিনি বিদ্বান্, কিন্তু (তিনি) চরিত্রহীন।

(২) আমরা সেখানে খাইব, (আমরা) বেড়াইব, (আমরা) খেলিব এবং (আমরা) আমোদ আহ্লাদ করিব।

(খ) একই বিধেয়ের কতগুলি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে যথা,—

(১) হয় যদু নয় তাহার ভাই এই কাজ করিয়াছে (=হয় যদু এই কাজ করিয়াছে, নয় তাহার ভাই এই কাজ করিয়াছে)।

(২) রাম, শ্যাম ও যদু বে'ড়াইতে গিয়াছে (=রাম বে'ড়াইতে গিয়াছে ও শ্যাম বে'ড়াইতে গিয়াছে ও যদু বে'ড়াইতে গিয়াছে)।

কয়েকটী বিধেয় বা উদ্দেশ্য সংযোজক অব্যয়দ্বারা যুক্ত হইলে অব্যয়টী কেবল শেষের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় ; যে'মন ক (২) এবং খ (২) উদাহরণে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪৯২। আমি দেখিলাম যে মাঠে একটী বাছুর খে'লা করিতেছে। এই পূর্ণ বাক্য দুইটী বাক্য লইয়া গঠিত হইয়াছে—(১) আমি দেখিলাম, (২) মাঠে একটী বাছুর খে'লা করিতেছে। আমরা এই দুইটী বাক্যকে খণ্ডবাক্য (clause) বলিব। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডবাক্যটী প্রথম খণ্ডবাক্যের অধীন। আমি কি দেখিলাম ? মাঠে একটী বাছুর খে'লা করিতেছে। অতএব দ্বিতীয় খণ্ডবাক্যটী প্রথম খণ্ডবাক্যের ক্রিয়ার বিশেষ্যস্থানীয় কর্ম্ম। আমরা প্রথম বাক্যটীকে প্রধান খণ্ডবাক্য (Principal Clause) এবং দ্বিতীয় বাক্যটীকে অধীন খণ্ডবাক্য (Subordinate Clause) বলিব এবং পূর্ণ বাক্যটীকে জটিল বাক্য (Complex Sentence) বলিব। অতএব

ক। **যে বাক্যে একটী প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা ততোধিক অধীন খণ্ডবাক্য থাকে, তাহা জটিল বাক্য (Complex Sentence)**

খ। যে বাক্যগুলি লইয়া একটি জটিল বাক্য গঠিত হয়, তাহাদের প্রত্যেককে খণ্ড-বাক্য (**Clause**) বলে।

গ। যে খণ্ডবাক্যে প্রধান বিধেয় থাকে, তাহা প্রধান খণ্ডবাক্য (**Principal Clause**)।

ঘ। যে খণ্ডবাক্য অপর খণ্ডবাক্যের অংশ-রূপে বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণের কার্য্য করে, তাহা অধীন খণ্ডবাক্য (**Subordinate Clause**)।

বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় খণ্ডবাক্য
(Noun, Adjective and Adverbial Clauses)

৪৯৩। খণ্ডবাক্য ত্রিবিধ—বিশেষ্য-স্থানীয় (**Noun-Clause**), বিশেষণ-স্থানীয় (**Adjective-Clause**) এবং ক্রিয়া-বিশেষণ স্থানীয় (**Adverb-Clause**).

ক। যে খণ্ডবাক্য অন্য খণ্ডবাক্যের কোন পদের সহিত অন্বিত হইয়া বিশেষ্যের ন্যায় কর্য্যে করে, তাহাকে বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য (Noun-Clause) বলে। তুমি খাইবে কি না বল। এই জটিল বাক্যে "তুমি খাইবে কি না" বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য। ইহা "বল" ক্রিয়ার কর্ম্ম।

খ। যে খণ্ডবাক্য অন্য খণ্ডবাক্যের কোন পদের সহিত অন্বিত হইয়া বিশেষণের ন্যায় কার্য্য করে, তাহাকে বিশেষণস্থানীয় খণ্ড-বাক্য (Adjective Clause) বলে। যে মিথ্যা কথা বলে সকলে

BANGODARSHAN.COM

তাহাকে ঘৃণা করে। এই জটিল বাক্যে "যে মিথ্যা কথা বলে" বিশেষণ-স্থানীয় খণ্ড বাক্য। ইহা "তাহাকে" এই সর্ব্বনামের বিশেষণ।

গ। যে খণ্ডবাক্য অন্য খণ্ডবাক্যের কোন পদের সহিত অন্বিত হইয়া ক্রিয়া-বিশেষণের ন্যায় কার্য্য করে, তাহাকে ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় খণ্ডবাক্য (Adverb-Clause) বলে। সে এরূপ দে'খাইতে লাগিল যে'ন সে অন্ধ। এই জটিল বাক্যে "যে'ন সে অন্ধ" ক্রিয়া-বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য। ইহা "লাগিল" এই ক্রিয়ার বিশেষণ।

ক। বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য (Noun-Clause)

৪৯৪। বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য বিশেষ্যের ন্যায় নিম্নলিখিত প্রকারে অন্য পদের সহিত অন্বিত হইতে পারে—

(১) ক্রিয়ার কর্ত্তা।
(২) ক্রিয়ার কর্ম্ম।
(৩) ক্রিয়ার সম্পূরক।
(৪) অন্য বিশেষ্যের সহিত সমকারক।

(১) **ক্রিয়ার কর্ত্তা,**
যাহা ঘটে ঘটুক।
যাহা হইবার ছিল, হইয়াছে।

(২) **ক্রিয়ার কর্ম্ম,—**
আমি জানি **যে সত্যবাদিতা একটী মহৎ গুণ।**
তুমি খাইবে কি না বল।
জানি না **কবে সে আসিবে।**

(৩) **ক্রিয়ার সম্পূরক,—**

বোধ হইল **সে মনে মনে হাসিতেছে।**

(৪) **অন্য বিশেষ্যের সহিত সমকারক,—**

তুমি পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছ সংবাদে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম।

সে অঙ্গীকার করিয়াছে **যে সে কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না।**

৪৯৫। উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে আমরা দেখিলাম যে বিশেষ্য-স্থানীয় খণ্ডবাক্যের যোজক শব্দ কতকগুলি থাকে, যথা,—'যাহা', 'যে' 'কে', 'কি', 'কবে', 'কখন্' এবং কখনও কখনও যোজক শব্দ উহ্যও থাকে

খ। বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য

(Adjective-Clause)

৪৯৬। বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্য বিশেষণের ন্যায় অন্য বিশেষ্য বা সর্ব্বনামকে বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করে। যথা,—

(১) আমি সে ছেলেটাকে জানি **যে আমার বাগানে ফুল তুলিয়াছে।**

(২) **যে মিথ্যা কথা বলে** সকলে তাহাকে ঘৃণা করে।

প্রথম উদাহরণে খণ্ডবাক্যটী "ছেলেটীকে" এই বিশেষ্যের বিশেষণ। দ্বিতীয় উদাহরণে খণ্ডবাক্য "তাহাকে" এই সর্ব্বনামের বিশেষণ।

৪৯৭। 'যে,' 'যিনি,' 'যাহা,' এই সর্ব্বনামগুলি বিশেষণস্থানীয় খণ্ডবাক্যের যোজক-রূপে ব্যবহৃত হয়।

BANGODARSHAN.COM

গ। ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় খণ্ডবাক্য

(Adverb-Clause)

৪৯৮। ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় খণ্ডবাক্যের যোজক 'যে' ব্যতীত যে কোন অধীন যোজক অব্যয় হইতে পারে; যথা,—যদি, যদিও, যেন যেহেতু, যখন, যে'মন, যত, যেখানে, ইত্যাদি।

(১) **যদি সে আসে,** তবে আমি খুব খুশী হই।

(২) **যদিও তিনি দরিদ্র,** তাঁহার অন্তঃকরণ অতি মহৎ।

(৩) ভিখারীটী এরূপ দেখাইতে লাগিল **যে'ন সে অত্যন্ত পীড়িত।**

(৪) আমি তাহাকে পছন্দ করি না, **যে হেতু সে গর্ব্বিত।**

(৫) **যখন শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে প্রবেশ করিলেন,** ছাত্রেরা দাঁড়াইয়া উঠিল।

(৬) **যে'মন কর্ম্ম করিবে** তে'মন ফল পাইবে।

(৭) **যত গর্জ্জে,** তত বর্ষে না।

(৮) **যেখানে ইচ্ছা হয়,** চলিয়া যাও।

প্রশ্ন

ক। বাক্য কয় প্রকার? তাহাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে, স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দাও।

খ। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি হইতে অধীন খণ্ডবাক্যগুলি পৃথক্ করিয়া লিখ এবং অন্য পদের সহিত তাহার অন্বয় নির্দ্দেশ কর:—

(১) হঠাৎ সরকার হইতে জরুরি তার আসিল, তাহাকে সেই দিনই রওয়ানা হইতে হইবে।

(২) মেয়েটী ডাকঘরে রোজই যায়, যদি তাহার বাপের পত্র আসিয়া থাকে।

(৩) সে ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, পত্রে কি লেখা আছে।

(৪) ছেলেটী যখন জানিল বাপ আর আসিবে না, তখন সে মায়ের চিবুকখানি ধরিয়া বলিল, "মা, মা, বাবাকে আসিতে বল; আমি আর রাগ করিয়া থাকিব না।"

(৫) সীতা চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া এত আকুল হইলে কে'ন? কি বলিবে ত্বরায় বল।

(৬) আলস্যের সহিত সমাজদ্রোহের কিরূপ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, আলস্যের সহিত বিশ্বদ্রোহিতার কিরূপ সম্পর্ক আছে, তাহা তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

(৭) যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি;
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশিতে প্রদীপ-ভাতি।

(৮) যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

সরল বাক্যের বিশ্লেষণ
(Analysis of Simple Sentences)

৪৯৯। **যে বাক্যে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (উক্ত বা অনুক্ত) থাকে, তাহাকে সরল বাক্য বলে।** যথা,—

বৃষ্টি পড়িতেছে। ফুলটী সুন্দর (হয়)।

BANGODARSHAN.COM

৫০০। একটী সরল বাক্যে একটী উদ্দেশ্য ও একটী বিধেয় অবশ্য থাকে; ইহার অতিরিক্ত, উদ্দেশ্যের প্রসারক ও বিধেয়ের প্রসারক থাকিতে পারে। কোন সরল বাক্যকে তাহার চারি প্রধান অংশে বিভাগ করার নাম **বিশ্লেষণ (Analysis)**।

সরল বাক্যের বিশ্লেষণের উদাহরণ—

(ক) এ'কদা এ'ক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।

(খ) সন্ন্যাসী নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(গ) আমার পিতা অতিযত্নসহকারে আমাদের সকলকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন।

(ঘ) সুবিখ্যাত আক্‌বর অল্প বয়সেই ভারতের সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

(ঙ) আমি তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী কোথাও দেখি নাই।

(চ) তিনি পরম ধার্ম্মিক।

সরল বাক্যের বিশ্লেষণ

বাক্য সংখ্যা	১। উদ্দেশ্য	২। উদ্দেশ্যের প্রসারক	৩। বিধেয়			বিধেয়ের ক্রিয়ার প্রসারক
			কর্ম্ম (বিশেষণীয় পদ সহ)	সম্পূরক (বিশেষণীয় পদ সহ)	সমাপিকা ক্রিয়া	
ক	হাড়				ফুটিয়াছিল	(১) একদা, (২) বাঘের গলায়
খ	সন্ন্যাসী	(১) নানা দেশভ্রমণ করিয়া (২) অবশেষে কাশীতে আসিয়া		উপস্থিত	হইলেন	
গ	পিতা	আমার	(১) আমাদের সকলকে (২) লেখাপড়া		শিখাইয়াছিলেন	অতি যত্ন সহকারে
ঘ	আক্‌বর	সুবিখ্যাত		ভারতের সম্রাট্‌	হইয়াছিলেন	অতি অল্প বয়সেই
ঙ	আমি		তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী		দেখি নাই	কোথায়ও
চ	তিনি			পরম ধার্ম্মিক	হন (উহ্য)	

BANGODARSHAN.COM

প্রশ্ন

ক। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির উদ্দেশ্যের প্রসারণ কর—

(১) রাখালেরা খে'লা করিতেছে।

(২) ঈশ্বর পরম দয়াময়।

(৩) সে যাইতেছে।

খ। উদ্দেশ্যের যত প্রকার প্রসারক হইতে পারে, তাহাদের প্রত্যেকটীর উদাহরণ দাও।

গ। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারণ কর—

(১) চারু হাসিতেছে।

(২) বালকটী চন্দ্র দেখিতেছে।

(৩) তিনি শিক্ষক হইয়াছেন।

ঘ। বিধেয় কত প্রকারের হইতে পারে? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

৮। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলির বিশ্লেষণ কর :—

(১) হাজী মুহম্মদ মুহ্‌সিন পরের হিতের জন্য আপনার সমস্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

(২) দিল্লীর সম্রাট নসারুদ্দীন অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন।

(৩) অন্যায়দ্বারা ধনী হওয়া অপেক্ষা ন্যায়-পথে চিরদুঃখী থাকা ভাল।

(৪) "চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন্
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?"

(৫) কেবল অর্থ সংগ্রহের জন্য নিরন্তর চেষ্টিত থাকা মানুষের প্রকৃত কর্ত্তব্য নহে।

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ

(Analysis of Complex sentences.)

৫০১। জটিল বাক্যকে বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমে প্রধান খণ্ডবাক্য ও অধীন খণ্ডবাক্যগুলিকে পৃথক্ করিতে হয় এবং অধীন খণ্ডবাক্যগুলিকে অন্য খণ্ডবাক্যের সহিত কিরূপে অন্বিত তাহা বলিতে হয়। তৎপরে এক একটি খণ্ডবাক্যের বিশ্লেষণ করিতে হয়।

শুন, পাখী কি মধুর গান করিতেছে! এই জটিল বাক্যকে এই রূপে বিশ্লেষণ করিবে—

(১) খণ্ডবাক্যগুলি—

(ক) শুন—প্রধান খণ্ডবাক্য (সরল বাক্য)

(খ) পাখী কি মধুর গান করিতেছে—বিশেষ্যস্থানীয় সরল বাক্য, "শুন" এই ক্রিয়ার কর্ম্ম।

BANGODARSHAN.COM

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ

বাক্য সংখ্যা	১। উদ্দেশ্য	২। উদ্দেশ্যের প্রসারক	৩। বিধেয় কর্ম্ম, বিশেষণীয় পদ সহ)	সম্পূরক বিশেষণীয় পদ সহ	সমাপিকা ক্রিয়া	বিধেয়ের ক্রিয়ার প্রসারক
ক	তুমি (উহ্য)	×	পাখী কি মধুর গান করিতেছে	×	শুন	×
খ	পাখী	×	কি মধুর গান	×	করিতেছে	×

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ
(Analysis of Compound Sentences).

৫০২। যৌগিক বাক্যকে প্রথমে তাহার উপাদানস্বরূপ স্বাধীন বাক্যে বিশ্লেষণ কর। তৎপরে পৃথক্ রূপে স্বাধীনবাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ করিবে, সরল বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায়, জটিল বাক্যকে জটিল বাক্যের ন্যায়।

তুমি যাহাকে ঘৃণা করিতেছ সে দরিদ্র বটে, কিন্তু সে লোভী নয়। এই যৌগিক বাক্যকে এইরূপে বিশ্লেষণ করিবে—

(১) উপাদানস্বরূপ স্বাধীন বাক্য—

(ক) তুমি যাহাকে ঘৃণা করিতেছ সে দরিদ্র বটে।—জটিল বাক্য।

(খ) সে লোভী নয়।—সরল বাক্য।

(২) কিন্তু।—স্বাধীন যোজক অব্যয়।

ইহার পর (ক) জটিল বাক্যকে জটিল বাক্যের ন্যায় এবং (খ) সরল বাক্যকে সরল বাক্যের ন্যায় বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বিশ্লেষণ কর—

(১) এবার বালক ভূদেব উত্তর দিল, "যে শাস্ত্র পাঠ করিলে বাপকে এত নিষ্ঠুর করে, সে শাস্ত্র আমি কিছুতেই পড়িব না।"

(২) জীবনের লক্ষ্য-ভ্রংশ যদি পাপ, জীবনের কর্ত্তব্য-বিষয়ে আলস্য ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ।

(৩) বাবুরাম বাবু সাহস পাইলেন বটে, তথাপি অস্থির হইতে লাগিলেন।

(৪) ব্রাহ্মণ বলাকা নিহত হইয়াছে দেখিয়া কারুণ্যরসপরতন্ত্র হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং আমি রোষবশীভূত হইয়া অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

BANGODARSHAN.COM

বাক্যের প্রকার পরিবর্ত্তন
(Conversion of sentences from one form to another)

৫০৩। সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।
আমি তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়াছি।

ইহা আমার বিশ্বাস।
আমি যাহা বিশ্বাস করি, তাহা এই।

সে তাহার পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছে।
তাহার পিতা যে ঋণ করিয়াছিলেন, সে তাহা পরিশোধ করিয়াছে।

৫০৪। জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে; যথা,—

আমরা আনন্দিত হইয়াছি যে তিনি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন।
তাঁহার উচ্চ সম্মান লাভে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

তোমার নাম কি, বল।
তোমার নাম বল!

সে যাহা বলিল তাহার এক বর্ণও সত্য নহে।
তাহার কথার এক বর্ণও সত্য নহে।

যে বালক মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না।
মিথ্যাবাদী বালককে কেহ ভালবাসে না।

উক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে দে'খা যাইতেছে যে খণ্ডবাক্যকে বিশেষ্য প্রভৃতি পদে পরিবর্ত্তিত করিলে, জটিল বাক্য সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত হয়।

৫০৫। সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যায়। যথা,—

{ আমরা আহার শেষ করিয়া তামাশা দেখিতে গেলাম।
{ আমরা অগ্রে আহার শেষ করিলাম; পরে তামাশা দেখিতে গেলাম।

{ আমি তোমা বৈ আর কাহাকেও মানি না।
{ আমি কেবল তোমাকে মানি, আর কাহাকেও মানি না।

{ বৃষ্টি সত্ত্বেও সে স্কুলে আসিয়াছে।
{ বৃষ্টি হইতেছে; তবুও সে স্কুলে আসিয়াছে।

৫০৬। যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

{ রাত্রি প্রভাত হইল; সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।
{ রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

{ সে পড়ুক, নয় ত আমি তাহাকে ভালবাসিব না।
{ সে না পড়িলে, আমি তাহাকে ভালবাসিব না।

{ ছেলেটীর জ্বর হইয়াছে, তবুও সে খে'লা করিতেছে।
{ ছেলেটী জ্বর সত্ত্বেও খে'লা করিতেছে।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে দে'খা যাইতেছে সমাপিকা ক্রিয়াকে অসমাপিকা ক্রিয়ায় কিংবা খণ্ডবাক্যকে একটী বাক্যাংশে (phrase) বা পদে পরিবর্ত্তন দ্বারা যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তন করা যায়।

৫০৭। যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

BANGODARSHAN.COM

{ দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার কোন শাস্তি হইবে না।
{ যদি দোষ স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার কোন শাস্তি হইবে না।

{ আমার কথা শুন; নয় ত আমি রাগ করিব।
{ যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে আমি রাগ করিব।

{ সে দরিদ্র কিন্তু চরিত্রবান্।
{ যদিও সে দরিদ্র, তথাপি (তবুও) সে চরিত্রবান্।

{ সে কখনও মিথ্যা বলে না; এই জন্য (সুতরাং, অতএব) সে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।
{ সে কখনও মিথ্যা বলে না বলিয়া আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে দে'খা যাইতেছে যে যৌগিক বাক্যের প্রথম বাক্যকে অধীন খণ্ডবাক্যে এবং দ্বিতীয় বাক্যকে প্রধান খণ্ডবাক্যে পরিণত করিলে জটিল বাক্য গঠিত হয়।

৫০৮। জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

{ তাহার অর্থ আছে বলিয়া সে অত্যন্ত গর্ব্বিত।
{ তাহার অর্থ আছে; এই জন্য সে অত্যন্ত গর্ব্বিত।

{ আমি যে কলমটী হারাইয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি।
{ আমি একটী কলম হারাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা পুনরায় পাইয়াছি।

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে দে'খা যাইতেছে যে, জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্ত্তিত করিলে, বাক্যগুলির ক্রম (order) একই থাকে, কিন্তু জটিল বাক্যের অধীন খণ্ডবাক্য (subordinate clause) স্বাধীন খণ্ডবাক্যে (co-ordinate clause) পরিবর্ত্তিত হয়।

প্রশ্ন

১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর—

(ক) আমি রবিবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া বোলপুরে গিয়াছিলাম।

(খ) যদি বৃষ্টি না হয়, তবে দেশে দুর্ভিক্ষ হইবে।

(গ) যে সদা সত্য কথা বলে, সকলে তাহাকে ভালবাসে।

(ঘ) যে পথ সত্য ও সরল সেই পথে থাকিয়াই লোকে ভাগ্যবান্ হইতে পারে।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে জটিল বাক্যে পরিণত কর—

(ক) আমি তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি।

(খ) ইহা আমার বিশ্বাস।

(গ) হীনচরিত্র মানব পশু হইতেও অধম।

(ঘ) সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন, অতএব আমি কোনক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

(ঙ) কিছু খাও; নয় ত আমি রাগ করিব।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে পরিণত কর—

(ক) সমস্ত দিন কাজকর্ম্ম করিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রী ও মেয়ের কাছে বসিয়া সে সমুদ্রের বর্ণনা করিত।

(খ) একটা পুকুর খুঁড়িবার চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

(গ) ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্বে সমস্তই নশ্বর।

(ঘ) যদিও সে দরিদ্র তবুও তাহার মন উন্নত।

BANGODARSHAN.COM

বিবিধ প্রকারে বাক্যের ভাবপ্রকাশ

(Expression of ideas in a sentence in different ways)

৫০৯। অর্থের পরিবর্ত্তন না করিয়া এক প্রকারের বাক্যকে অন্যপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। বাচ্য-পরিবর্ত্তন এইরূপ বাক্য পরিবর্ত্তনের একটী উদাহরণ-স্থল। তদ্‌ভিন্ন বক্ষ্যমাণরূপে বাক্যের পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

৫১০। বিভিন্নরূপে বাক্যের সাপেক্ষতা (Condition) প্রকাশ করা যাইতে পারে। যথা,—

যদি তুমি আমাকে মার, তবেই আমি এখান হইতে নড়িব।
যে পর্য্যন্ত না তুমি আমাকে মার, সে পর্য্যন্ত আমি এখান হইতে কিছুতেই নড়িব না।

যদি তুমি প্রাতে ভ্রমণ কর, তবে নিশ্চয়ই তোমার স্বাস্থ্য ভাল হইবে।
প্রাতে ভ্রমণ কর; নিশ্চয়ই তোমার স্বাস্থ্য ভাল হইবে।

যদি তুমি আমার বন্ধু হও, তবে আমায় সাহায্য কর।
তুমি কি আমার বন্ধু? তবে আমায় সাহায্য কর।

৫১১। বিভিন্নরূপে তুলনা (Comparison) প্রকাশ করা যাইতে পারে; যথা,—

সে গাধার মত বোকা।
গাধা তাহার চেয়ে বেশী বোকা নহে।

রাম অপেক্ষা শ্যাম ভাল।
রাম শ্যামের মত ভাল নহে।

{ পৃথিবীর মধ্যে প্যারিস সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর শহর।
পৃথিবীর অন্যান্য শহর অপেক্ষা প্যারিস সুন্দর।
পৃথিবীর কোন শহর প্যারিসের ন্যায় সুন্দর নহে।

৫১২। খেদ বা বিস্ময়-সূচক বাক্য সাধারণ বাক্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা,—

{ হায়! তাহার কি অধঃপতন!
তাহার শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে।

{ আমি যদি কবি হইতাম!
আমি কবি হইতে ইচ্ছা করি।

{ সে কি সুন্দরী!
সে পরমা সুন্দরী।

৫১৩। প্রশ্ন-সূচক বাক্যকে সাধারণ বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

{ স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?
স্বাধীনতা-হীনতায় কেহই বাঁচিতে চায় না।

{ কে না সুন্দরকে ভালবাসে?
সকলেই সুন্দরকে ভালবাসে।

৫১৪। নিষেধার্থ বাক্যকে সাধারণ বাক্যে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

{ গুণী ভিন্ন কেহই যশোলাভ করে না।
কেবল গুণিগণই যশোলাভ করেন।

BANGODARSHAN.COM

{ তাঁহার অদৃষ্ট ভাল নহে।
তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ।

৫১৫। বাক্যের বিশেষ্য, বিশেষণ আদি পদ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। যথা,—

{ ধীর সমীরণ বহিতেছে।
সমীরণ ধীরে বহিতেছে।

{ সকলে তাহাকে ভালবাসে।
সে সকলের ভালবাসার পাত্র।

৫১৬। প্রতিশব্দ প্রভৃতি দ্বারা একই ভাবকে নানারূপে প্রকাশ করা যায়। যথা,—

তিনি মরিয়াছেন।
তিনি মারা গিয়াছেন।
তিনি মৃত হইয়াছেন।
তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।
তিনি মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াছেন।
তিনি গত হইয়াছেন।
তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন।
তাঁহার কাল হইয়াছে।
তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।
তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।
তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।
তিনি লোকান্তর গমন করিয়াছেন।
তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।
তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।
তিনি স্বর্গবাসী হইয়াছেন।
তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন।
তাঁহার তিরোভাব হইয়াছে (মহাপুরুষ সম্বন্ধে)
তাঁহার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে (")।
ইত্যাদি।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে বাক্যান্তরে পরিবর্ত্তিত কর—(১) আহা! পাপীর কি অশেষ দুঃখ। (২) ঈশ্বর পরম করুণাময়। (৩) তিনি দরিদ্র! (৪) আকাশের তারা কে গণিতে পারে? (৫) কৃপণকে সকলে ঘৃণা করে। (৬) তিনি বিবাহ করিয়াছেন!

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উক্তি
(Indirect and Direct Narration)

৫১৭। যে উক্তিতে বক্তার কথা যথাযথ বর্ণিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ উক্তি (**Direct Narration**)। এতদ্ভিন্ন অন্য প্রকারের উক্তিকে পরোক্ষ উক্তি (Indirect Narration) বলা যায়।

৫১৮। প্রত্যক্ষ উক্তিকে (Direct Narration) পরোক্ষ উক্তিতে (Indirect Narration) পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। যথা,—

BANGODARSHAN.COM

{ বৃদ্ধ লোকটী বালকটীকে বলিলেন, "তোমার পিতার নাম কি?"
বৃদ্ধ লোকটী বালকটীকে তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

{ ভিখারী তাহাকে বলিল, "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।"
ভিখারী ভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিল।

৫১৯। ইংরেজীতে প্রত্যক্ষ উক্তি উদ্ধারচিহ্নের (Quotation mark) মধ্যে ব্যবহার করিতে হয়। যে'মন,—He says, "I shall not go there." ইংরেজীর অনুকরণে আমরা লিখিতে পারি,—সে বলিল, "আমি সেখানে যাইব না।" ইংরেজী হইতে বাঙ্গালায় এই চিহ্নের ব্যবহার-প্রথা যদিও চলিয়াছে, তথাপি অনেক লেখক প্রত্যক্ষ উক্তি বুঝাইতে উদ্ধারচিহ্ন ব্যবহার করেন না।

৫২০। প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, ইংরেজীতে that (যে) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ বক্তার উক্তির পূর্ব্বে বসাইতে হয়। যে'মন—Hari says, "I am ill." ইহাকে পরোক্ষ উক্তিতে লইলে Hari says that he is ill এই প্রকার হইবে। বাঙ্গালাতে "যে" প্রভৃতি শব্দ পরোক্ষ উক্তিতে ব্যবহার করিতেই হইবে এইরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। উপরিলিখিত উদাহরণটীকে আমরা (ক) হরি বলে যে সে অসুস্থ, অথবা (খ) হরি বলে সে অসুস্থ, এইরূপ দুই প্রকারেই বলিতে পারি।

৫২১। ইংরেজীতে প্রত্যক্ষ উক্তির প্রধান বাক্যে যদি অতীত-কাল-বোধক ক্রিয়া পদ থাকে, তাহা হইলে পরোক্ষ বাক্যে সমস্ত ক্রিয়াপদ গুলিকেই অতীত কালে পরিবর্ত্তন করিতে হয়। যথা—Hari said that he had done it. বাঙ্গালায় খণ্ড বাক্যের ক্রিয়া প্রধান বাক্যের ক্রিয়াপদের কাল অনুসারে সকলস্থলে পরিবর্ত্তিত হয় না। যথা,—তিনি বলিয়াছেন যে তিনি কলিকাতায় যাইবেন।

৫২২। বাক্যের অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উক্তি-পরিবর্ত্তন-কালে পরোক্ষ উক্তিতে সর্ব্বনামগুলির পুরুষ (person) পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সর্ব্বনামের পুরুষের পরিবর্ত্তন বাঙ্গালাতে ইংরেজীর মতনই হইয়া থাকে। যথা,—

প্রত্যক্ষ—তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এই কাজ করিয়াছ।"

পরোক্ষ—তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমি সেই কাজ করিয়াছি।

৫২৩। প্রত্যক্ষ উক্তিতে যদি আদেশ, অনুরোধ, জিজ্ঞাসা প্রভৃতি বুঝায়, তাহা হইলে, যাহা আদেশ, অনুরোধ বা জিজ্ঞাসা করা হইল তাহার ভাবার্থ লইয়া পরোক্ষ উক্তিতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বাক্যে অর্থ প্রকাশ করিতে হয়। যথা,—

প্রত্যক্ষ—তিনি রামকে বলিলেন, "আপনি কবে আসিলেন ?"

পরোক্ষ—রাম কবে আসিলেন তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রত্যক্ষ—তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি এখান হইতে যাও।"

পরোক্ষ—তিনি আমাকে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিলেন।

৫২৪। প্রত্যক্ষ হইতে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ইংরেজীর ন্যায় বাঙ্গালাতেও কতকগুলি শব্দ সাধারণতঃ পরিবর্ত্তন করিয়া লেখা হয়। যথা :—

প্রত্যক্ষ	পরোক্ষ
এই	সেই
আসা	যাওয়া
এখন	তখন
আগামী কাল	পরের দিন
এইরূপে	সেইরূপে

BANGODARSHAN.COM

আজ	সেই দিন
ইহা	তাহা
এই সকল	সেই সকল

৫২৫। প্রত্যক্ষ উক্তি হইতে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্ত্তন করিলে যদি দুই প্রকার অর্থ বুঝায়, তাহা হইলে যাহাতে ঠিক অর্থ বুঝিতে পারা যায় সেই জন্য বন্ধনীর মধ্যে তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। যথা,—

রাম বলিলেন যে তিনি (রাম) ভাত খান নাই।

টীকা। বাঙ্গালায় প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহার অধিক। পরোক্ষ উক্তি অল্পই ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্ত্তিত কর—

(ক) লক্ষ্মণ বলিলেন, হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল ?

(খ) সদর্পে সীমার বলিয়া উঠিল, "দেখিলাম তোমার বীরত্ব!"

(গ) হোসেন বলিতে লাগিলেন, "সীমার! আমার প্রাণ এখনই বাহির হইবে, একটু বিলম্ব কর।" (ঘ) মোক্ষদা সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, 'ঠাকুরমা, কাকা-বাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন, তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি ?"

পদক্রম

(Collocation of Parts of Speech)

৫২৬। একটী বাক্যের অংশীভূত পদগুলিকে এক বিশেষ নিয়মে স্থাপন করিতে হয়। অন্যথায় মনোভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না, এবং এইরূপ বাক্য ভাষার রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া সকলের নিকট নিন্দিত হয়। "আমি চারিটী মিষ্ট আম খাইয়াছি।" এই বাক্যটী—খাইয়াছি আমি মিষ্ট আম চারিটি, কিংবা, চারিটি খাইয়াছি মিষ্ট আমি আম ইত্যাদি রূপ প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষার রীতি বিরুদ্ধ। অতএব

কোন ভাষায় যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পদ-বিন্যাস করিয়া বাক্য গঠিত হয়, তাহাকে পদক্রম বলে।

৫২৭। বিশেষ্যপদ (Nouns)

(১) সাধারণতঃ কোন বাক্যে প্রথমে অধিকরণ কারক, পরে কর্ত্তা বসে। যথা,—বনে বাঘ থাকে।

(২) অধিকরণ কর্ত্তার পরে ক্রিয়ার পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইতে পারে। যথা,—কুম্ভীর জলে বাস করে। কালাধিকরণ দেশবাচক অধিকরণের পূর্ব্বে বসে। যথা,—প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন।

(৩) অপাদান তাহা হইতে উৎপন্ন পদার্থের পূর্ব্বে বসে। যথা,—মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। বৃক্ষ হইতে ফল পড়ে। এই দুই

BANGODARSHAN.COM

বাক্যে মেঘ হইতে উৎপন্ন বৃষ্টি, এবং বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন ফল, এইজন্য "মেঘ হইতে" "বৃষ্টি" পদের পূর্ব্বে, এবং "বৃক্ষ হইতে" "ফল" পদের পূর্ব্বে বসিয়াছে।

(৪) সম্বন্ধ পদ, যাহার সহিত সম্বন্ধ তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—রামের ঘোড়া। আমার বাড়ী। কিন্তু যখন সম্বন্ধ পদটি বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন পরে বসে। যথা,—এই ঘোড়াটী রামের। বাড়ীটী আমার।

(৫) সম্বোধন পদের সহিত ব্যবহৃত হইলে সাধারণতঃ সম্বন্ধ পদ পরে বসে। যথা,—বাছা আমার, এদিকে আয়।

(৬) কর্ত্তা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—বশীর আসিয়াছে। তিনি আহার করিয়াছেন।

(৭) অনুজ্ঞায় কর্ত্তা উহ্য থাকে। যথা,—এস। দূর হ'।

(৮) দৃঢ়তা (emphasis), বিস্ময়, প্রশ্ন ইত্যাদি সূচনা করিলে কর্ত্তা ক্রিয়ার পরে বসে। যথা,—গিয়াছে সে? মিথ্যা বলিব আমি!

(৯) কর্ম্ম কর্ত্তার পরে ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—আমি ফল খাইয়াছি। বিশেষরূপে জোর দিয়া বলিতে গেলে কখনও কর্ম্ম কর্ত্তার পূর্ব্বে, কখনও ক্রিয়ার পরে বসে। যথা,—তোমাকেই আমি ভালবাসি। মার্ বেটাকে। গৌণ কর্ম্ম মুখ্য কর্ম্মের পূর্ব্বে বসে। যথা,—তাঁহাকে আমার কথা বলিও।

(১০) করণ কারক সাধারণতঃ কর্ম্মের পূর্ব্বে বসে। যথা,—সে দা দিয়া গাছ কাটিতেছে। লোক দ্বারা তাহাকে ডাক।

(১১) সম্প্রদান কারক কর্ম্মের পূর্ব্বে বসে। যথা,—ভিখারীকে একটী পয়সা দে'ও।

(১২) সম্বোধন পদ সাধারণতঃ বাক্যের পূর্ব্বে বসে। যথা,—জগদীশ্বর, আমাদিগকে রক্ষা কর।

(১৩) সমাপিকা ক্রিয়া পদ সাধারণতঃ বাক্যের শেষে বসে। যথা,—"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

(১৪) কয়েকটী পদ যোজক অব্যয় "ও" অথবা "এবং" দ্বারা সংযুক্ত হইলে সর্ব্বশেষ পদের পূর্ব্বে সেই "ও" বা "এবং" বসে। যথা,—রাম, শ্যাম, যদু ও মধু এখানে আসিয়াছিল।

এরূপ স্থলে কারক-বিভক্তি শেষ পদের সহিত ব্যবহৃত হয়। যথা—রাম, শ্যাম, যদু এবং মধুকে ডাকিয়া আন। তিনি তাঁহার ভাই ও ছেলেদিগের শিক্ষার জন্য সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

(১৫) সংখ্যাবাচক বিশেষণের সহিত বিশেষ্যে বহুবচনের কোন চিহ্ন থাকে না। যথা—দশ জন লোক আসিয়াছে।

৫২৮। বিশেষণ (Adjectives)

(১) বিশেষণ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে। যথা,—
বড় গাছ। লাল ফুল। ছোট ছেলে।

(২) বিধেয় বিশেষণ বিশেষ্যের পরে বসে। যথা,—
গাছটী বড়। জবাফুল লাল। ছেলেটী ছোট।

(৩) বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণও স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা,—সুন্দরী ভার্য্যা। স্নেহশীলা মাতা। সরলা বালিকা। অন্ধকারময়ী রজনী। ফলবতী আশা।

(৪) বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে তাহার বিধেয় বিশেষণ প্রায় স্ত্রীলিঙ্গ

BANGODARSHAN.COM

হয়। যথা,—"সীতাও শ্রবণ মাত্র হতচেতন হইয়া বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন।"—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

(৫) সাধারণতঃ সর্ব্বনামের বিশেষণ পরে বসে। যথা,—আমি দুঃখিত। তিনি সুখী।

(৬) সর্ব্বনাম দ্বারা স্ত্রীজাতি বুঝাইলে তাহার বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা,—সীতা বলিলেন "হায়, আমি কি হতভাগিনী!"

(৭) কোন কোন স্থলে শ্রুতিকটুতা দোষের জন্য বিশেষণে স্ত্রী প্রত্যয় হয় না। যথা,—"জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণ-নাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

"বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন।"—(ঐ) "সীতা কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

(৮) ছোট, বড়, কাল, লম্বা প্রভৃতি কতকগুলি খাঁটি বাঙ্গালা বিশেষণ শব্দে স্ত্রীপ্রত্যয় হয় না। যথা,—ছোট মেয়ে। লম্বা স্ত্রীলোক। বড় দিদি।

(৯) বিশেষণে বিশেষ্যের বচন ও কারক বিভক্তি হয় না। যথা,—সুন্দরী বালিকাদিগকে দে'খ। সুন্দর বালকটীকে দে'খ।

(১০) সাধারণতঃ সংখ্যাবাচক বিশেষণ বিশেষ্যের সহিত একাকী ব্যবহৃত হয় না। দশ লোক, দুই বালক এইরূপ প্রয়োগ অশুদ্ধ। দশজন লোক, দুইটী বালক এইরূপ শুদ্ধ।

(১১) সমাহার বুঝাইলে সংখ্যাবাচক বিশেষণ একাকী বিশেষ্যের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। তাঁহার দুই ছেলে আসিয়াছে। ইহার অর্থ—তাঁহার যে দুইটী মাত্র ছেলে তাহারা আসিয়াছে। তাঁহার দুইটী ছেলে আসিয়াছে। ইহার অর্থ—তাঁহার অনেক ছেলের মধ্যে দুইটী আসিয়াছে।

৫২৯। সর্ব্বনাম (Pronoun)

(১) কোন ক্রিয়ার কর্ত্তা উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথম-পুরুষ হইলে ক্রিয়া উত্তমপুরুষের সহিত অন্বিত হয়। যথা,—আমি, তুমি ও রাম সেখানে গিয়াছিলাম। তুমি এবং আমি সেখানে গিয়াছিলাম। আমি এবং রাম সেখানে গিয়াছিলাম।

(২) মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ কোন ক্রিয়ার কর্ত্তা হইলে ক্রিয়াটী মধ্যম পুরুষের সহিত অন্বিত হয়। যথা,—তুমি এবং রাম এই কাজ করিয়াছ। আপনি এবং রাম এই কাজ করিয়াছেন। তুই আর রাম এই কাজ করিয়াছিস্। তিনি এবং তুমি এই কাজ করিয়াছ।

(৩) তুচ্ছার্থ এবং মান্যার্থ প্রথমপুরুষ কর্ত্তা হইলে, ক্রিয়া মান্যার্থের সহিত অন্বিত হয়। যথা—সে (রাম) এবং তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। এরূপ স্থলে সাধারণতঃ মান্যার্থ কর্ত্তা তুচ্ছার্থ কর্ত্তার পরে বসে।

৫৩০। ক্রিয়া-বিশেষণ (Adverb)

(১) ক্রিয়া-বিশেষণ সাধারণতঃ কর্ম্ম ও ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—আমি আস্তে আস্তে ভাত খাই। যদু দ্রুত চলে।

(২) ক্রিয়াবিশেষণের বিশেষণ তাহার পূর্ব্বে বসে। যথা,—তকী অত্যন্ত বিনয়সহকারে বলিল।

(৩) কোন বাক্যে "যদি" থাকিলে, সহযোগী শব্দ-(Correlative) রূপে "তবে" ব্যবহৃত হইবে। যথা,—তিনি যদি আসেন, তবে আমি যাইব।

BANGODARSHAN.COM

কতকগুলি সহযোগী শব্দ; যথা,—যদিও—তবুও, যদ্যপি—তথাপি, বরং—তবু (তথাপি), যে'মন—তে'মন, যখন—তখন, হয়—নয়, যিনি—তিনি, যে—সে, যেরূপ—সেরূপ, যত—তত, যাহা—তাহা, যাবৎ—তাবৎ।

৫৩১। ক্রিয়া (Verb)

(১) সাধারণতঃ সমাপিকা ক্রিয়া বাক্যের শেষে বসে। যথা,—"অভিষেক সামগ্রী সমাহৃত হইলে অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত রাজা শুভ দিনে শুভ লগ্নে তীর্থ, নদী ও সাগর হইতে আনীত মন্ত্রপূত বারি দ্বারা রাজকুমারের অভিষেক করিলেন।" (তারাশঙ্কর তর্করত্ন)

(২) অসমাপিকা ক্রিয়া সমপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—"বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া জোড়া দিয়া খে'লার নৌকা তৈরি করিলেন।" (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(৩) কোন পদকে জোর দিয়া বলিতে হইলে, বিশেষতঃ কথ্য ভাষায়, তাহা ক্রিয়ার পরে বসে। যথা,—'বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কী হ'চ্চে তোমাদের" ?' (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫৩২। জটিল বাক্য (Complex Sentence)

(১) জটিল বাক্যে সাধারণতঃ প্রথমে অধীন খণ্ডবাক্য তৎপরে প্রধান খণ্ডবাক্য ব্যবহৃত হয়। যথা,—আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব বলিয়া বসিয়া আছি।

(২) বিশেষ্যস্থানীয় অধীন খণ্ডবাক্য, বিধেয়ের ক্রিয়ার কর্ম্ম হইলে, পরে বসে। যথা,—আমি দেখিলাম একটী বালক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

(৩) যে'ন, যেহেতু, কে'ননা প্রভৃতি অব্যয়যুক্ত ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় অধীন খণ্ড বাক্য প্রধান খণ্ড বাক্যের পরে বসে। যথা,—সে এ'মন ভাব দেখাইল যে'ন সে কিছুই জানে না। আমি তাহাকে ঘৃণা করি, যেহেতু (কে'ননা) সে অধার্ম্মিক।

প্রশ্ন

১। পদক্রম কাহাকে বলে দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বাক্যমধ্যে অপাদান ও অধিকরণের অবস্থানের ক্রম কি, বাক্য রচনা করিয়া দে'খাও।

৩। কয়েকটী বাক্য রচনা করিয়া বিশেষণের প্রয়োগ প্রদর্শন কর।

৪। অশুদ্ধি সংশোধন কর,—

(ক) তাহার চেষ্টা ফলবান্ হইয়াছে। (খ) আমাদের বঙ্গদেশ কেমন সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা। (গ) ছিপ দিয়া সুশীল একটি মৎস্য নদী হইতে সন্ধ্যাকালে ধরিয়া আনিয়াছে। (ঘ) চারু দুঃখিনী তাহাকে দিল কাপড় একটি। (ঙ) আমি এবং আমার পিতা নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। (চ) শিক্ষক মহাশয় ও তিনটি ছাত্র ক্লাসে ছিল। (ছ) শিষ্য প্রণাম গুরুকে নম্রভাবে করিল।

BANGODARSHAN.COM

পদদ্বৈত

(Repitition of words)

৫৩৩। বাঙ্গালা ভাষায় কখনও কখনও বাক্য মধ্যে একটী পদের পুনরাবৃত্তি হয়। ইহাকে **পদদ্বৈত** বলে। যথা,—**ঘণ্টায় ঘণ্টায়** ঔষধ খাওয়াইবে। **"রাজায় রাজায়** যুদ্ধ হয়।" তিনি **মনে মনে** ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। **কে কে** এখানে আসিয়াছে দে'খ। তিনি **হাসিয়া হাসিয়া** বলিলেন।

বিশেষ্য-দ্বৈত

৫৩৪। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অর্থে বিশেষ্যপদের দ্বিত্ব হয়।—

(ক) **ব্যাপ্তি**—পথে, পথে, গ্রামে গ্রামে, হাড়ে হাড়ে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

(খ) **সংযোগ**—গায়ে গায়ে, পাশে পাশে, বুকে বুকে।

(গ) **বহুত্ব**—ফোঁটা ফোঁটা, খণ্ড খণ্ড, টুকরা টুকরা, বিন্দু বিন্দু।

(ঘ) **ঈষদূনতা**—জর জর, ভয় ভয়, মেঘ মেঘ, বমি বমি, মানে মানে, ভাগ্যে ভাগ্যে।

(ঙ) **প্রকর্ষ**—সকাল সকাল, গলায় গলায় (আহার), কানে কানে (কথা)। "জল জল ইন্দ্রের জল, বল বল বাহুর বল।"

দ্রষ্টব্য :—তাড়াতাড়ি, বাড়াবাড়ি, পাড়াপীড়ি, ডাকাডাকি, লম্বালম্বি প্রভৃতি শব্দে পরপদে "ই" প্রত্যয় হয়।

(চ) **কর্ম্মব্যতীহার**—কানাকানি, হাতাহাতি, দে'খাদেখি।

(ছ) **পৌনঃপুন্য**—ভয়ে ভয়ে, আশায় আশায়, মনে মনে।

(জ) **খে'লা**—ঘোড়া-ঘোড়া, চোর-চোর।

বিশেষণ-দ্বৈত

৫৩৫। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অর্থে বিশেষণ এবং ক্রিয়া-বিশেষণের দ্বিত্ব হয়।—

(ক) **বহুত্ব**—নূতন নূতন, ভাল ভাল, কাল কাল, শত শত, কত কত, যখন যখন। "বড় বড় বানরের বড় বড় পেট"।

(খ) **ঈষদূনতা**—কাঁদ' কাঁদ', মর' মর', ডুব্ ডুব্, নিবু নিবু পাগল পাগল, রোগা রোগা।

(গ) **প্রকর্ষ**—শক্ত শক্ত, গরম গরম, টাট্‌কা টাট্‌কা, ঠিক ঠিক, ধীরে ধীরে, মন্দ মন্দ, আস্তে আস্তে।

(ঘ) **বিভাগ**—নিজ নিজ, দুই দুই, আপন আপন, একটু একটু, পরে পরে, স্তরে স্তরে, সারি সারি।

সর্ব্বনাম-দ্বৈত

৫৩৬। প্রধানতঃ **বহুত্ব** অর্থে সর্ব্বনামের দ্বিত্ব হয়। যথা,—যে যে, কে কে, যাহারা যাহারা, কি কি।

ক্রিয়া-দ্বৈত

৫৩৭। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত অর্থে ক্রিয়া পদের দ্বিত্ব হয়।—

(ক) **আসন্ন সম্ভাবনা**—যাব যাব, হ'ল' হ'ল, মরে মরে, হ'তে হ'তে (হ'তে হ'তে হ'লাম না), মরিতে মরিতে (মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল)।

দ্রষ্টব্যঃ—ভবিষ্যৎকালে প্রথম ক্রিয়া পদের পরে একক অব্যয় "ই" ব্যবহৃত হইলে অর্থের দৃঢ়নিশ্চয়তা বুঝায়। যথা,—হইবেই হইবে, যাইবই যাইব।

ভবিষ্যৎকালে প্রথম ক্রিয়া পদের পরে অব্যয় "ত" এবং দ্বিতীয় ক্রিয়া পদের পরে অব্যয় "ই" ব্যবহৃত হইলে "যদি করে তবে অবশ্য করিবে" এইরূপ অর্থ হয়। যথা,—সে যাইবে ত, যাইবেই।

অতীতকালে এইরূপে ক্রিয়ার পরে "ত" ও "ই" ব্যবহৃত হইলে প্রকর্ষ অর্থ বুঝায়। যথা,—সে গেল' ত গেলই।

অতীতকালে দ্বিতীয় ক্রিয়া পদের পর "ই" অব্যয় বসিবে, উদাসীনতা অর্থ বুঝায়। যথা,—সে গে'ল' গে'ল'ই।

(খ) আদেশভাবে **দৃঢ়তা বা আগ্রহ** অর্থে—যাও, যাও। আসুন, আসুন। দেখ, দেখ। সর্ সর্। "ছুঁয়ো না ছুঁয়োনা উটী লজ্জাবতী লতা।"

দ্রষ্টব্যঃ—"যাও যাও, না যাও না যাও" এইরূপ প্রয়োগে কার্য্য সম্বন্ধে বক্তার উদাসীনতা বুঝায়।

(গ) অসমাপিকা ক্রিয়ার **পৌনঃপুন্য** অর্থে—আমি **হাঁটিয়া হাঁটিয়া** ক্লান্ত হইয়াছি। **লিখিতে লিখিতে** হাতের লেখা সুন্দর হইবে। "ছিল ঢেঁকী হ'ল তুল। **চাঁচ্‌তে চাঁচ্‌তে** নির্ম্মূল।"

(ঘ) —ইতে-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ায় **তৎক্ষণাৎ** অর্থে—"সেঁউতীতে পদ দেবী **রাখিতে রাখিতে**। সেঁউতী হইল সোনা **দেখিতে দেখিতে**।" (ভারতচন্দ্র)।

(ঙ) —ইতে-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া সমাপিকা ক্রিয়ার সহিত **সমকালীনতা** অর্থে—সে গান **গাহিতে গাহিতে** চলে।

দ্রষ্টব্য।—"হইলেও হইতে পারে" এইরূপ প্রয়োগে কার্য্যের সন্দেহ বুঝায়। "হইতে না হইতে" ইত্যাদি প্রয়োগে কার্যের অসম্পূর্ণতা বুঝায়।

টীকা—ক্রিয়ার সহিত অনুশব্দ বসিয়া থাকে। যথা,—(কথ্যভাষায়) তেড়ে মেড়ে, রেগে মেগে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে, মরে টরে, শুকিয়ে টুকিয়ে, বেড়ায় টেড়ায়, নড়ে চড়ে।

ক্রিয়ার সহিত সহশব্দ বসিয়া উৎকর্ষ অর্থ প্রকাশ করে। যথা,—বলিয়া কহিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, মারে ধরে, খায় দায়।

BANGODARSHAN.COM

শব্দ এবং বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ

(Idiomatic use of common words and Phrases)

শব্দের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ—

৫৩৮। হাত—

(১) ভাত রাঁধিতে তাহার হাত পুড়িয়া গিয়াছে।

(২) চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে কাজে হাত আসিবে।

(৩) লোকটাকে হাত কর, নতুবা বিপদে পড়িতে পার।

(৪) রাগে, ক্ষোভে, অপমানে তিনি হাত কামড়াইতে লাগিলেন।

(৫) হাতকড়ী লাগাইয়া পুলিশ তাহাকে চালান দিয়াছে।

(৬) আমি হাত খরচের জন্য মাসে দশ টাকা পাই।

(৭) কাজটা হাত ছাড়া করিও না, হাতে রাখিয়া অন্য চেষ্টা করিও।

(৮) আমি আজ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট হাত পাতি নাই।

(৯) তাহার হাতযশ আছে, নহিলে এত অল্প বিদ্যায় এত রোজগার করিতে পারে ?

(১০) অনুপমের হাতে খড়ি হইয়াছে।

(১১) আপনার হাতে ধরিতেছি, আমাকে দশটী টাকা দি'ন।

(১২) আমার হাতে থাকিলে আমি তোমাকে অবশ্য টাকাটা দিতাম।

(১৩) সিঁধ কাটিবার সময় আমাদের চাকর চোরটাকে হাতে নাতে ধরিয়াছে।

(১৪) কাঁচা হাতে এ'ত বড় কাজে হাত দিয়া তিনি এখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন।

(১৫) গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিলে কি হইবে, নূতন করিয়া আবার কাজে লাগ।

BANGODARSHAN.COM

(১৬) এই কার্য্যে আমার কোন হাত নাই।

(১৭) তিনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া এখন আকাশপাতাল ভাবিতেছেন।

(১৮) হাতে চাঁদ দিয়া ছেলের আব্দার বাড়াইয়াছে, এখন তাহার ফল ভোগ কর।

(১৯) হাত ছানি দিয়া ঐ লোকটাকে ডাক।

(২০) হাতে কলমে শিক্ষা না করিলে কোন জ্ঞানই হয় না।

(২১) টাকা খরচের ভয়ে ক্ষিতীশ বাবু মেয়েটাকে হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়াছেন।

(২২) তাহার যে'মন মুখ চলে, তে'মন হাত চলে।

(২৩) এ'কবার হাতে পাইলে দেখিতাম সে কি রকম লোক।

(২৪) বৃষ্টি আসিতেছে, হাত চালাইয়া কাজ কর।

(২৫) আজ সকালে হাতচালা দেখিতে গিয়াছিলাম।

(২৬) গুরুজনের উপর হাত তুলিও না।

(২৭) তাঁহার হাত দিয়া জল গলে না।

(২৮) তিনি বড় হাত-ভারী লোক।

(২৯) তাঁহার হাত বড় দরাজ।

(৩০) লোকটার একটু হাত টান আছে।

৫৩৯। মুখ—

(১) এই যে ব্যাপার ঘটিয়া গে'ল, ইহাতে আমার আর মুখ রহিল না।

(২) লেখা পড়া শিখিয়াও লোকটার মুখ বড় খারাপ।

(৩) আশা করা যায় এই ছেলেটী দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে!

(৪) "পরের বেটী মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।
দুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে।"

(৫) এত মুখ চালাইলে ভাল হইবে না!

(৬) আমি তোমার মুখ চাহিয়া বসিয়া আছি।

(৭) লজ্জায় তাহার মুখ চূণ হইয়াছে।

(৮) আজকাল মুখচোরা হইয়া থাকিলে লোক সমাজে নিজের প্রভাব বিস্তার করা যায় না।

(৯) ভগবান্ নিশ্চয়ই তোমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

(১০) তোমাকে কাজে পাঠাইলাম, দেখিও যেন আমার মুখ থাকে।

(১১) দেখ্ মুখপোড়া, যদি এদিকে আস্‌বি তবে ভাল হবে না।

(১২) মুখ বুঁজে থাকিও না, যাহা পার উত্তর দাও।

(১৩) কি, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

(১৪) মনে হইল যেন ছেলেটীর মুখে খই ফুটিতেছে।

(১৫) আমি বড় মুখ করিয়া চাহিলাম।

(১৬) লজ্জায় তাহার মুখ দে'খান' ভার হইযাছে।

(১৭) মুখ খিস্তি করা নিতান্ত ছোট লোকের স্বভাব।

(১৮) সে বড় মুখ ফোঁড়।

(১৯) মুখ লাগা ওল।

(২০) খবরদার! মুখ সামলাইয়া কথা বলিও।

৫৪০। পাকা—

(১) পাকা আম খাইতে সুস্বাদ।

(২) পাকা কথা বলিয়া যাও, আমি আর সময় দিতে পারি না।

(৩) মুন্সেফ পাকাখাতা আদালতে হাজির করিতে আদেশ দিয়াছেন।

BANGODARSHAN.COM

(৪) তাহার বিবাহের পাকা দেখা হইয়াছে।

(৫) আজকালের ছেলে কিনা, তাই এই বয়সেই পাকা পাকা কথা!

(৬) আশীর্ব্বাদ করি তুমি পাকা মাথায় সিন্দুর পর।

(৭) পাকা বয়স না হইলে পাকা বুদ্ধি হয় না।

(৮) আমি এই কাজে চুল পাকাইয়াছি।

(৯) এই ছেলেটি এঁচোড়ে পাকা।

(১০) আমি কাহার পাকা ধানে মই দিয়াছি যে ভয় পাইব?

(১১) এই কাজে তাঁহার পাকা হাত।

(১২) পাকা কাজ, দোষ ধরিবার কিছুই নাই।

(১৩) পাকা হাড়ে অনেক কিছু সহ্য হয়।

৫৪১। লাগা—

(১) এক স্থানে বেশীদিন আমার ভাল লাগে না।

(২) গতকল্য দোকানে আগুন লাগিয়াছিল।

(৩) উঠিয়া পড়িয়া লাগ নতুবা পরীক্ষায় ভাল ফল করিতে পারিবে না।

(৪) ইটালি ও আবিসিনিয়ায় বড় যুদ্ধ লাগিয়াছে।

(৫) ঘাটে জাহাজ লাগিয়াছে।

(৬) যদি এই কাজ কর, তবে মুখে চূণ কালি লাগিবে।

(৭) বাজীকরের খে'লা দেখিয়া সকলেরই তাক লাগিয়াছিল।

(৮) তুমি রোজ আমার পিছনে লাগ কেন বল ত?

(৯) তাহার তিরস্কার আমার বড় অন্তরে লাগিয়াছে।

(১০) এখনও অনেক স্ত্রীলোক চোখলাগা বিশ্বাস করে।

(১১) লাগে টাকা, দিবে গৌরী সেন।

(১২) বুদ্ধিতে তোমার কাছে সে কোথায় লাগে?

৫৪২। **ধরা—**

(১) গাছে অনেক ফল ধরিয়াছে।
(২) তিনি সকলের বিরুদ্ধে কলম ধরিয়াছেন।
(৩) একটু সাধিতেই তিনি গান ধরিলেন।
(৪) তিনি প্রত্যেক কাজের খুঁত ধরিয়া বেড়ান।
(৫) তিনি একজন ধামাধরা বলিয়া পরিচিত।
(৬) আজকাল বাড়ীতে ধরা-বাঁধা নিয়মে চলিতে হয়।
(৭) গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকিও না।
(৮) নূতন দালানে কি করিয়া লোনা ধরিল বুঝিতে পারিলাম না।
(৯) বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে।
(১০) মুখে যে তোমার হাসি ধরে না।
(১১) এই কাজটা আমার মনে ধরিতেছে না।
(১২) ছেলেটীকে এখনও ভাত ধরান হয় নাই।
(১৩) সে আমার হাতধরা লোক।
(১৪) আমার মাথা ধরিয়াছে।
(১৫) উনান ধরাও।

বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ—

৫৪৩। "হালে পানি পায় না।" ইহার বিশেষ অর্থ সমস্ত উপায় ব্যর্থ হওয়া। এইরূপ বিশেষ বিশেষ অর্থে নিম্নলিখিত বাক্য বা বাক্যাংশ গুলি ব্যবহৃত হয়।—

(১) তেলা মাথায় তেল দেওয়া।
(২) দা কুমড়া সম্বন্ধ।
(৩) ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।
(৪) রথ দে'খা কলা বে'চা।

BANGODARSHAN.COM

(৫) কথার হাত পা বাহির করা।
(৬) সোনার চাঁদ।
(৭) মাথা খাওয়া।
(৮) গোল্লায় যাওয়া।
(৯) গায়ের ঝাল ঝাড়া।
(১০) গা মাটি মাটি করা।
(১১) আদা জল খাইয়া লাগা।
(১২) গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি।
(১৩) পরের ধনে পোদ্দারী।
(১৪) মুখের উপর রাগ করিয়া নাক কাটা।
(১৫) নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করা
(১৬) চোখের মাথা খাওয়া।
(১৭) পরের মাথায় হাত বুলান।
(১৮) অনুরোধে ঢেঁকি গেলা।
(১৯) মাথা ঘুরাইয়া নাক দে'খান'।
(২০) আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়া।
(২১) তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠা।
(২২) কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া।
(২৩) মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।
(২৪) উলু বনে মুক্তা ছড়ান'।
(২৫) বানরের গলায় মুক্তার হার।
(২৬) ধান ভানিতে শিবের গীত।
(২৭) পাঁপড়ার পাখা উঠা।
(২৮) বোঝার উপর শাকের আঁটি।

(২৯) তিলকে তাল করা।
(৩০) ডুবে ডুবে জল খাওয়া।
(৩১) দুধের পিপাসা ঘোলে মিটান।
(৩২) মরণ কালে হরিনাম।
(৩৩) মাছি মেরে হাত কাল' করা।
(৩৪) সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙ্গে।
(৩৫) গরু মারিয়া জুতা দান।
(৩৬) কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা।
(৩৭) পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া
(৩৮) ধরি মাছ, না ছুঁই পানি।
(৩৯) ছেলের হাতের মোয়া।
(৪০) বরের পিসী ক'নের মাসী।
(৪১) উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।
(৪২) খইয়ে বন্ধনে পড়া।
(৪৩) বামন হইয়া চাঁদে হাত।
(৪৪) বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।
(৪৫) কালনেমির লঙ্কা ভাগ।
(৪৬) দুই নৌকায় পা দেওয়া।
(৪৭) জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।
(৪৮) পড়িয়া পাওয়া চৌদ্দ আনা লাভ।
(৪৯) ঘরের ঢেঁকি কুমীর।
(৫০) লক্ষ্মী আসিতে দোরে আগড়।
(৫১) গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল।
(৫২) ঘোড়ার ডিম।

BANGODARSHAN.COM

(৫৩) কলুর বলদ।
(৫৪) অরণ্যে রোদন।
(৫৫) খাল কেটে কুমীর আনা।
(৫৬) মাণিক জোড়।
(৫৭) গোবর গাদায় পদ্মফুল।
(৫৮) আলালের ঘরের দুলাল।
(৫৯) আষাঢ়ে গল্প।
(৬০) ননীর পুতুল।
(৬১) বিড়াল তপস্বী।
(৬২) বক ধার্ম্মিক।
(৬৩) ঢাল নাই তরোয়াল নাই, নিধিরাম সর্দ্দার।
(৬৪) গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
(৬৫) ঘটী ডোবে না, নামে তাল পুকুর।
(৬৬) কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন।
(৬৭) গেঁয়ার গোবিন্দ।
(৬৮) এলাহি কাণ্ড।
(৬৯) নরক গুলজার।
(৭০) শকুনি মামা।
(৭১) শাপে বর।
(৭২) মেঘ না চাইতে জল।
(৭৩) সোনায় সোহাগা।
(৭৪) চোখে ধূলা দেওয়া।
(৭৫) কূপমণ্ডূক।
(৭৬) গড্ডালিকা-প্রবাহ।

(৭৭) ঢেঁকীর রক্ত।
(৭৮) ডুমুরের ফুল।
(৭৯) শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মেশা।
(৮০) মগের মুল্লুক।
(৮১) দুধ কলা দিয়া কালসাপ পোষা।
(৮২) ভিজে বিড়াল।
(৮৩) কারও পৌষ মাস, কারও সর্ব্বনাশ।
(৮৪) হাটের দোরে কপাট।
(৮৫) মাছের মা'র পুত্রশোক।
(৮৬) সবে ধন নীলমণি।
(৮৭) বার' হাত কাঁকুড়ের তের' হাত বীচি।
(৮৮) বউকে মারিয়া ঝীকে শিখান'।
(৮৯) অন্ধের নড়ি।
(৯০) রাজার নন্দিনী পেয়ারী, যা কর তাই শোভা পায়।
(৯১) কাঙ্গালকে শাকের ক্ষেত দে'খান'।
(৯২) সানকিতে খাইয়া কর্ত্তব্য বিচার।
(৯৩) কেঁচো খুঁড়িতে সাপ।
(৯৪) এ'কে রামানন্দ, তায় ধুনার গন্ধ।
(৯৫) ধনুকভাঙ্গা পণ।
(৯৬) নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা।
(৯৭) পোয়া বার'।
(৯৮) ভাগাড় ফলা।
(৯৯) ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।
(১০০) মণিহারা ফণি।

BANGODARSHAN.COM

যুগল শব্দ।

৫৪৪। কতকগুলি শব্দ যোড়া যোড়া ব্যবহৃত হয়, অন্যরূপে তাহাদিগকে বসাইলে ভাষার রীতি-বিরুদ্ধ হয়। ইহাদিগকে যুগল শব্দ বলে। "টাকাকড়ি" ইহা যুগল শব্দ। "কড়িটাকা" ব্যবহার অপ্রচলিত ও অশুদ্ধ।

কতকগুলি যুগল শব্দ এই ;—

হাতপা, নাককান চোখমুখ, নাকমুখ, হাড়মাস, রক্তমাংস, নখচুল, নদনদী, খেলাধূলা, আকাশপাতাল, স্বর্গমর্ত্ত্য, চাঁদসূর্য্য, মাবাপ, বাপখুড়া, মাসীপিসী, ছোট'বড়', লালকাল', উঁচুনীচু, দুধভাত, জলকাদা, জলবাতাস, রাতদিন, আগুনজল, স্বামিস্ত্রী, ছেলেমেয়ে, মাবোন, মা-মাসী, ভাইবোন, তালাচাবি, টাকাকড়ি, দাকুড়ুল, ছুরি-কাঁচি, জামাকাপড়, ঘটীবাটী, ঘরদোর, দোরজানালা, খাটপালং, সোনারূপা, রাজাপ্রজা, গরুছাগল, পশুপক্ষী, হাতীঘোড়া, সাপব্যাঙ, বাঘভালুক, তীরধনুক, মাছমাংস, ঝড়বৃষ্টি, দুঃখকষ্ট, রোগশোক, পাপ-তাপ, মুনিঋষি, লঘুগুরু, জ্ঞানিগুণী, ধনিমানী, চা'লডা'ল, ডালপালা, গাছপালা, পাঁজীপুথি, দোয়াতকলম, কালিকলম, টেবিলচেয়ার, দে'খা-শোনা, লেখাপড়া, গানবাজনা, নাচগান, হাসিঠাট্টা, আসাযাওয়া, খাওয়াশোওয়া, খাওয়াপরা, কুকুরবিড়াল, মরাবাঁচা, ঢালতলোয়ার, রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, রামলক্ষ্মণ, লেখাজোকা, মাছশাক, হা'রজিত, লেনদেন, দেনাপাওনা, ছেলেবুড়া, রাজারাণী, বুড়াবুড়ী, গাড়ীঘোড়া, পিতলকাঁসা, হীরামাণিক, মণিমুক্তা, সুঁইসুতা, নাওয়াখাওয়া, নাওয়া-ধোওয়া, মেয়েমরদ, আগাগোড়া, বাড়ীঘর, নাতিপুতি, শীতগ্রীষ্ম, ফলফুল, ধানচা'ল, পানতামাক, সুখদুঃখ, খালবিল, নদীনালা,

চালচুলা, ভালমন্দ, জলস্থল, জন্মমৃত্যু, হাসিকান্না, হাঁড়ীকলসী, দুধঘি, পাপপুণ্য, বউঝী, শত্রুমিত্র, ভাইবন্ধু, চোরডাকাত, লালনীল, দয়ামায়া, জানাশোনা, চেনাশোনা, বামুনকায়েত, বে'চাকেনা, সাদাকাল', ধল'কাল', লম্বাচৌড়া, আমজাম, কাদামাটী, ধূলাবালি, চূণসুরকী, ইটকাঠ, কলামূলা, ধোপানাপিত, বরক'নে, পেয়াজরসুন, সরুমোটা, কামারকুমার, শিয়ালকুকুর, গরুবাছুর, কাঁটাখোঁচা, কালাবোবা, কানা-খোঁড়া, ভাঙ্গাচোরা, খড়কুটা, লেখাপড়া, আলোবাতাস, ননদভাজ, দাঁড়ীমাঝী, গুরুশিষ্য, ওঠানামা, মাথামুণ্ড, চূণকালি, লাখিকিল, কিলচড়, মারধর, লাঠিঠেঙ্গা, ধুতিচাদর, কোটপাণ্টলুন, হ্যাট-কোট, রাস্তাঘাট, দেশগাঁ, দীনদুনিয়া, আইনকানুন, আদবকায়দা, মুটে-মজুর, নানীদাদী, গাড়াপালকী, খাদাবোঁচা, পথঘাট, লাঠিসোটা, বাধাবিঘ্ন, পাড়াগাঁ, চুনাপুঁঠি, মালমসলা, খানাখন্দ, হাটবাজার, গরীব-কাঙ্গাল, মোটাতাজা, হৃষ্টপুষ্ট, গোলমাল, আদানপ্রদান, জীর্ণশীর্ণ, বন্ধুবান্ধব, জীবজন্তু, মায়ামমতা, ভাবভঙ্গী, সাধুসন্ন্যাসী, ভরণপোষণ, ভূতভবিষ্যৎ, কালিকলম, টাকাপয়সা, ক্রিয়াকাণ্ড, যুদ্ধবিগ্রহ, অগ্রপশ্চাৎ, ক্ষতিবৃদ্ধি, দিল্লীলাহোর, লাভক্ষতি, শুভাশুভ, আপদবিপদ, দড়িদড়া।

দ্রষ্টব্য। যুগলশব্দ গুলির কতকগুলি একার্থক, কতকগুলি বিপরীতার্থক এবং কতকগুলি ভিন্নার্থক।

BANGODARSHAN.COM

ছন্দঃ-প্রকরণ (Prosody)

৫৪৫। ছন্দঃ-প্রকরণে ছন্দের নিয়ম বর্ণিত হয়।

৫৪৬। বাঙ্গালা ছন্দ তিন প্রকার। (১) **অক্ষর বৃত্ত**। ইহাতে সংযুক্ত বা অসংযুক্ত অক্ষর, স্বরান্ত বা হসন্ত বর্ণ সকলকে সমান ধরা হয়। যথা—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
"প র ম প বি ত্র ধা ম ধা র্ম্মি ক অ ন্ত র।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
পা পী র অ ন্ত র ঘো র ন র ক সো স র॥'

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

এখানে প্রত্যেক চরণে ১৪ অক্ষর আছে।

(২) **মাত্রা বৃত্ত**। ইহাতে সংযুক্ত অক্ষরকে দুই মাত্রা ধরা হয়। যথা,—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২+৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ভূ তে র ম ত ন চে হা রা যে ম ন নি র্ব্বো ধ অ তি ঘো র,

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২+৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২+৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
যা কি ছু হা রা য় গি ন্নি ব লে ন, "কে ষ্টা বে টা ই চো র।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এখানে প্রত্যেক চরণে ২০ মাত্রা আছে। এই গণনায় "নির্ব্বোধ" ৪ মাত্রা, "গিন্নি" ৩ মাত্রা ও "কেষ্টা" ৩ মাত্রা ধরা হইয়াছে।

(৩) **স্বর বৃত্ত**। ইহাতে কেবল স্বর (syllable) গণনা করা হয়। যথা,—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
"না গের বা ঘের পা হা রা তে

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
হ চ্ছে ব দল দি নে রা তে,

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
পা হাড় তা রে আ ড়াল ক রে,

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
সা গর সে তার ধো য়ায় পা' টি।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

এখানে প্রত্যেক পদে ৪টী স্বর আছে।

৫৪৭। কবিতা পাঠকালে অল্পক্ষণের জন্য বিরামকে যতি (cesura) বলে। যথা,—

"মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্।"

এখানে প্রত্যেক লাইনে ৮ এবং ১৪ অক্ষরের পর যতি আছে।

৫৪৮। কবিতার যেখানে যতির নিয়ম, সেখানে যতি না হইলে যতিভঙ্গ দোষ হয়।

৫৪৯। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর, মাত্রা বা স্বর যথানির্দ্দিষ্ট যতি-সহকারে বিন্যস্ত হইলে, তাহাকে কবিতার চরণ বলে। কয়েকটী চরণ লইয়া একটী শ্লোক হয়। একটী চরণে কয়েকটী পদ থাকিতে পারে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "মহাভারতের কথা অমৃত সমান" এবং "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্" এই দুই চরণ আছে এবং প্রত্যেক চরণে

BANGODARSHAN.COM

দুই পদ আছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশে "মহাভারতের কথা," "অমৃত সমান," "কাশীরাম দাস কহে," "শুনে পুণ্যবান্" ইহারা প্রত্যেকে এক একটী পদ।

৫৫০। কবিতার দুই পদের বা দুই চরণের শেষ অক্ষর ও তাহার পূর্ব্ব-স্বর একই হইলে মিল (rhyme) হয়। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে "সমান" ও "পুণ্যবান্" এই দুই শব্দের "আন" মিল।

কেবল শেষ ব্যঞ্জন এক হইলে মিল হয় না। "তিল" এবং "তাল" এখানে "ইল" "আল" মিল হইল না। এইরূপ "শতেক" এবং "কতক," "নয়ন" এবং "নবীন", "ফুল", এবং "ফল" এই দুই দুই শব্দে মিল নাই। কখনও কখনও চরণান্তে না হইয়া চরণ মধ্যে মিল হয়। ইহাকে মধ্যমিল বলা হয়। দৃষ্টান্ত পরে পাওয়া যাইবে। কখনও কখনও চরণান্তে বিভিন্নার্থক একই শব্দ বসে। ইহাকে অন্ত্যযমক বলে। পরে উদাহরণ দ্রষ্টব্য।

৫৫১। কবিতা পাঠকালে প্রত্যেক পদের কোন স্থানে জোর দিতে হয়। ইহাকে স্বরাঘাত (accent)। যথা,—

* * * *
"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান

* * * *
শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান।

এখানে * চিহ্নিত স্থানে স্বরাঘাত হইয়াছে।

৫৫২। সাধারণতঃ দুই চরণে একটী শ্লোক (verse) হয়। যথা,—

"ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়।
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৫৩। নানা প্রকার মিলবিশিষ্ট দুইয়ের অধিক কয়েকটী চরণ লইয়া একটী ভাব পূর্ণ হইলে, একটী স্তবক (stanza) হয়। একটী কবিতার সকল স্তবকের মিলের ধারা একই হয়। যথা,—

"নিশা শেষে ঝ'রে পড় বসুধা-উপরে,
শিউলি সুন্দরি !
ঝুর ঝুর বহে বায় সৌরভ মিশায় তায় ;
নিতি নিতি পূজা তুমি কি কর উষারে ?
কেন এই আচরণ, কহ লো আমারে ?"

(দেবেন্দ্রনাথ সেন)

৫৫৪। একই ব্যঞ্জনবর্ণের বারংবার উল্লেখকে অনুপ্রাস (alliteration) বলে। যথা।—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?"

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

এখানে ন (ণ), শ (স), র, ম, ত, ন, ব, ল এই ব্যঞ্জন গুলি বারংবার উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্য এখানে অনুপ্রাস হইয়াছে।

৫৫৫। শ্রুতি-মাধুর্য্য ছন্দের প্রাণ। তজ্জন্য ছন্দে যতি (cesura) এবং মিলের (rhyme) প্রয়োজন। স্বরাঘাত (accent) ছন্দের

BANGODARSHAN.COM

তাল (rhythm) উৎপন্ন করে। যতি-বিন্যাস ছন্দের সঙ্গীতি (melody or cadence) সৃষ্টি করে। কোন কোন ছন্দে মিলের পরিবর্ত্তে অনুপ্রাস (alliteration) ব্যবহৃত হয়।

টীকা। বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ছন্দের এত বৈচিত্র্য দে'খা যাইতেছে যে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এই পুস্তকে অসম্ভব। ছন্দ সম্বন্ধে ছাত্রগণের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় মাত্র এস্থানে প্রদত্ত হইবে।

পয়ার

৫৫৬। যাহার প্রত্যেক চরণে ১৪ অক্ষর এবং ৮ ও ১৪ অক্ষরের পর যতি থাকে, তাহাকে **পয়ার** বলে। পয়ারে সাধারণতঃ প্রত্যেক দুই দুই চরণের শেষে মিল থাকে এবং তাহাতে একটী সম্পূর্ণ বাক্যযুক্ত শ্লোক হয়। যথা,—

"যে নিত্য উদ্যানে এই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু ! তাহার তুমি শরণি নিশ্চিত "

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৫৭। কখনও কখনও একটী স্তবকের প্রথম ও চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল থাকে। ইহাকে **মধ্যসম পয়ার** বলে। যথা,—

"প্রভাত হইলে নিশি, হাতে লয়ে থালা,
পূরিত উদ্যান-সার সুরসাল ফলে,
ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে,
ধনশালা কোন এক বণিকের বালা।"

(যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

৫৫৮। কখনও কখনও মিল প্রথম ও তৃতীয়, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে হয়। ইহাকে **পর্য্যায়সম পয়ার** বলে। যথা,—

"ঝরে বৃষ্টি গুঁড়ি গুঁড়ি কভু বা ঝর্ঝরে ;
ছিন্ন ভিন্ন লঘু মেঘ ভাসিছে আকাশে ;
এখনো সুষুপ্ত গ্রাম তরুছায়ান্তরে ;
স্তব্ধ মাঠে শ্রান্ত পদে শূন্য দিন আসে।"

(অক্ষয়কুমার বড়াল)

৫৫৯। কখনও কখনও পয়ারের প্রত্যেক চরণে চতুর্থ অক্ষর ও অষ্টম অক্ষরে মিল থাকে। ইহাকে **তরল পয়ার** বলে। যথা,—

"দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥" (কাশীরাম দাস)

ইহা মধ্য-মিলের দৃষ্টান্ত।

৫৬০। পয়ারের প্রত্যেক চরণে চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে মিল থাকিলে, তাহাকে **মাল ঝাঁপ** বলে। ইহা মধ্য-মিলের উদাহরণ। যথা,—

"কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশাণ হান হান হাঁকে॥"

(ভারত চন্দ্র)

৫৬১। প্রথম চরণে আট অক্ষর ও দ্বিতীয় চরণে চৌদ্দ অক্ষর থাকিলে **হীনপদ পয়ার** হয়। যথা,—

"ধনী বিনত বদনে।
এসো এসো বসো বলি তোষে সম্বোধনে।"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

BANGODARSHAN.COM

৫৬২। হীনপদ পয়ারের প্রথম চরণের আট অক্ষর পুনরাবৃত্ত হইলে **ভঙ্গ পয়ার** হয়। যথা,—

"শুন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥"

(ভারতচন্দ্র)

৫৬৩। পয়ারের প্রত্যেক চরণের পূর্ব্বে দুই অক্ষর অধিক হইলে এবং তাহার পর যতি থাকিলে **কুসুমমালিকা** ছন্দ হয়। যথা,—

"যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে।"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

৫৬৪। কখনও কখনও বৈচিত্র্যের জন্য পয়ারের যতি যথেচ্ছ ৪, ৬, ৮, ১০ অক্ষরের পরে হয় এবং কয়েকটী চরণে বাক্য শেষ হয়। ইহাকে **মিত্রামিত্রাক্ষর পয়ার** বলা যাইতে পারে। যথা,—

——————"ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোকসনে
দেশ দেশান্তরে ; উষ্ট্রদুগ্ধ করি' পান
মরুতে মানুষ হই আরব সন্তান
দুর্দ্দম স্বাধীন ; তিব্বতের গিরিতটে
নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে বৌদ্ধ মঠে
করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসীক
গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক
অশ্বারূঢ়, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান,
প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশি দিনমান

কর্ম্ম-অনুরত,—সকলের ঘরে ঘরে
জন্ম লাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চতুর্দ্দশপদী কবিতা (Sonnet)

৫৬৫। ইহাতে চৌদ্দ চরণ থাকে। প্রত্যেক চরণে পয়ারের ন্যায় ১৪ অক্ষর থাকে, তবে যতি স্বেচ্ছাধীন ৪, ৬, ৮ বা ১০ অক্ষরে হয়। মিল বিভিন্ন নিয়মে হয়। চতুর্দ্দশ পদীর প্রথম আট চরণকে অষ্টক এবং শেষ ছয় চরণকে ষট্‌ক বলে। অষ্টকে দুই বা চারিটী মিল থাকে এবং ষট্‌কে দুই বা তিনটী মিল থাকে। যথা,—

(১) "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;— ক
(২) তা' সবে – অবোধ আমি!—অবহেলা করি খ
(৩) পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ ক
(৪) পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি খ
(৫) কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি! খ
(৬) অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়, মন। ক
(৭) মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি। খ
(৮) খেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন। ক
(৯) স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কহে দিলা পরে— গ
(১০) "ওরে বাছা! জননী-ভাণ্ডারে রত্নরাজি, ঘ
(১১) এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি? ঘ
(১২) যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে!" গ
(১৩) পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে ঙ
(১৪) মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে!" ঙ

BANGODARSHAN.COM

অমিত্রাক্ষর ছন্দ

৫৬৬। যে কবিতায় চরণের শেষে মিল থাকে, তাহাকে মিত্রাক্ষর বলে। অন্যথায় তাহাকে অমিত্রাক্ষর বলে।

৫৬৭। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মিত্রামিত্রাক্ষর পয়ারেরই এক প্রকার ভেদ। চরণান্তে মিল থাকে না। ইহাই অমিত্রাক্ষরের প্রধান লক্ষণ। অমিত্রাক্ষরে অনুপ্রাসে প্রয়োগবাহুল্য দৃষ্ট হয়। যথা—

"এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি
বাক্যহীন পুত্র-শোকে! ঝর্ ঝর্ ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।"

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

ত্রিপদী

৫৬৮। প্রত্যেক চরণে তিনটী পদ থাকে; এই জন্য ইহাকে **ত্রিপদী** বলে। ইহার দুই চরণের শেষে মিল থাকা আবশ্যক। লঘু ত্রিপদী ও গুরু ত্রিপদী নামে ইহার দুইটী প্রধান ভেদ আছে।

৫৬৯। **লঘু ত্রিপদী**। প্রথম ও দ্বিতীয় পদ ৬ অক্ষরে এবং তৃতীয় পদ ৮ অক্ষরে হয়। চরণের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল ইচ্ছাধীন। যথা,—

"যে জন দিবসে মনের হরষে
জ্বালায় মোমের বাতি।

আশু গৃহে তার দেখিবে না আর
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৭০। লঘু ত্রিপদীর তৃতীয় পদে নয় অক্ষর হইলে **তরল ত্রিপদী** বলে। যথা,—

"কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে
অশ্ব প্রবেশিল তায় রে।
সুখ সমুদয় হইল উদয়
কহিব কি তায় কায় রে॥"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

৫৭১। লঘু ত্রিপদীর প্রথম চরণে একটী মাত্র আট অক্ষর বিশিষ্ট পদ থাকিলে **হীনপদা লঘু ত্রিপদী** হয় যথা—

"বহে মারুত-লহরী
অঙ্গ পুলকিত প্রাণ উচ্ছ্বসিত
অন্তর সুখী করি।"

৫৭২। লঘু ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুইটী মাত্র আট অক্ষরযুক্ত পদ থাকিলে এবং তাহাদের পরস্পর ও দ্বিতীয় চরণের সহিত মিল থাকিলে **ভঙ্গ লঘু ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"অরে বাছা ধূমকেতু মা বাপের পুণ্য হেতু।
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু॥"

(ভারতচন্দ্র)

BANGODARSHAN.COM

৫৭৩। ত্রিপদীর প্রত্যেক চরণের প্রথম দুই পদে ৭ অক্ষর এবং তৃতীয় পদে ৯ অক্ষর থাকিলে **নর্ত্তক ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"সূর্য্যাদি নব গ্রহ আপন গণসহ
ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল দশ।
কিন্নরগণ গায় অপ্সর নাচে তায়
গন্ধর্ব্ব করে নানা রস।"

(ভারতচন্দ্র)

৫৭৪। **দীর্ঘ ত্রিপদী**। প্রথম দুই পদ ৮ অক্ষরে এবং তৃতীয় পদ ১০ অক্ষরে হয়। যথা,—

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন,
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।"

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

৫৭৫। দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথমে চরণে একটী মাত্র দশ অক্ষরবিশিষ্ট পদ থাকিলে, **হীনপদা দীর্ঘ ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"রাজা কহে শুন্ রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা আজি বাঁচাইবে কেটা
দেখিবি করিব যেই হাল।"

(ভারতচন্দ্র)

৫৭৬। দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রথম চরণে দুইটী মাত্র দশ অক্ষরবিশিষ্ট পদ থাকিলে এবং তাহাদের পরস্পর ও দ্বিতীয় চরণের সহিত মিল থাকিলে **ভঙ্গ দীর্ঘ ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"বাদলের বারিধারা প্রায় পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বাণ হ'য়ে শত খান খান
অবিরত পড়িছে ধরায়।"

(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

৫৭৭। দীর্ঘ ত্রিপদীর তৃতীয় পদের শেষে "না", "হে" ইত্যাদি একটী একাক্ষর শব্দ অধিক হইলে বা আট অক্ষরে যতি হইয়া তাহার পর তিন অক্ষরবিশিষ্ট একটী শব্দ থাকিলে **ললিত ত্রিপদী** হয়। যথা,—

"আপান মাখেন ছাই আমারে কহেন তাই
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল ছাবাল ছুটি অন্ন চাহে ভূমে লুটি
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে।"

(ভারতচন্দ্র)

চৌপদী বা চতুষ্পদী

৫৭৮। প্রত্যেক চরণে চারিটী পদ থাকে; এই জন্য ইহাকে চৌপদী বলে। দুই চরণে মিল থাকা আবশ্যক। লঘু চৌপদী ও দীর্ঘ চৌপদী নামে ইহার দুই প্রধান ভেদ আছে।

৫৭৯। **লঘু চৌপদী**। ইহার প্রথম তিন পদ ছয় অক্ষরবিশিষ্ট হয় এবং তাহাদের মিল থাকে। চতুর্থ পদ পাঁচ কিংবা তদপেক্ষা অল্প অক্ষরবিশিষ্ট হয়। যথা,—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন্
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে।

কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৮০। **দীর্ঘ চৌপদী**। ইহার প্রথম তিন পদ আট অক্ষরবিশিষ্ট হয়। চতুর্থ পদ প্রায় ৬, কখনও বা ৫ কিংবা ৭ অক্ষরবিশিষ্ট হয়। যথা,—

"মিছা দারাসুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা লয়ে, সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে।"

(ভারতচন্দ্র)

৫৮১। দীর্ঘ চৌপদীর প্রথম চরণে আট অক্ষরবিশিষ্ট একটী মাত্র পদ থাকিলে তাহাকে **হীনপদা দীর্ঘ চৌপদী** বলে। যথা,—

"ওরে ও আমার মাছি!
আহা কি নম্রতা ধর এসে হাত যোড় কর
কিন্তু কেন বারি কত তীক্ষ্ণ শুঁড় গাছি।"

৫৮২। **দীর্ঘ নর্ত্তক চতুষ্পদী**। ইহার প্রথম তিন পদ সাত অক্ষরবিশিষ্ট হয় এবং তাহাদের মিল থাকে। চতুর্থ পদে ৫ অক্ষর থাকে। যথা,—

"কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্ত-রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
করিলা রাজধানী অশোক-মূলে"

(ভারতচন্দ্র)

BANGODARSHAN.COM

ললিত

৫৮৩। চৌপদীর ন্যায় ইহার প্রত্যেক চরণে চারিটী পদ থাকে। কিন্তু ইহাতে প্রত্যেক চরণের কেবল মাত্র প্রথম দুই পদে এবং দুই চরণে মিল থাকে; চৌপদীর ন্যায় তৃতীয় পদে মিল থাকা আবশ্যক নহে। লঘু ও দীর্ঘ ভেদে ললিত দুই প্রকার।

৫৮৪। **লঘু ললিত**। ইহারা প্রথম তিন পদে ছয় ছয় অক্ষর ও চতুর্থ পদে পাঁচ অক্ষর থাকে। যথা,—

"হিমাদ্রি অচল দেব-লীলাস্থল
যোগীন্দ্র বাঞ্ছিত পবিত্র স্থান;
অমর কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।"

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

৫৮৫। **দীর্ঘ ললিত**। ইহার প্রথম তিন পদে আট আট অক্ষর ও শেষ পদে সাত অক্ষর, কখনও পাঁচ বা ছয় অক্ষর থাকে। যথা,—

"শ্বেত হলো শ্যাম কেশ, নিশ্বাস হতেছে শেষ,
মনের বাসনা মোর, অদ্যাপি না পূরিল।
যতনে দুরাশা ভরে ডুবিলাম রত্নাকরে,
যাতনা হইল সার, রতন না মিলিল।"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

দিগক্ষর।

৫৮৬। ইহার প্রত্যেক চরণে দশ অক্ষর থাকে। যথা,—

"ভূমে কলি বড় বলবান্।
নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান॥"

(ভারতচন্দ্র)

BANGODARSHAN.COM

একাবলী

৫৮৭। প্রত্যেক চরণে ১১ অক্ষর থাকে। ষষ্ঠ ও নবম বা অষ্টম অক্ষরের পর যতি পড়ে। ইহাকে একাবলী ছন্দ বলে। যথা,—

"ভো নভোমণ্ডল! বল স্বরূপ।
কে দিল তোমারে এরূপ রূপ॥"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৫৮৮। প্রত্যেক চরণে ১২ অক্ষর থাকিলে **দীর্ঘ একাবলী ছন্দ** হয়। ইহাতে ষষ্ঠ অক্ষরের পর যতি পড়ে। যথা,—

"নয়ন যুগলে সলিল গলিত
কনক মুকুরে মুকুতা খচিত।"

(রামপ্রসাদ)

মিশ্র ছন্দ

৫৮৯। পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি দুই বা ততোধিক ছন্দ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মিশ্র ছন্দ বলা যায়। যথা,—

"কে তোমারে তরুবর ক'রে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য ক'রে?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে!"

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

নূতন ছন্দ

আজ কাল কবিগণ এত নূতন নূতন ছন্দ ব্যবহার করিতেছেন, যে তাহাদের লক্ষণ বর্ণন করা অনায়াসসাধ্য নহে। ইহাদের মধ্যে দুই একটী সুপ্রচলিত ছন্দের বিষয় এস্থানে উল্লেখ করিব।

৫৯০। **অক্ষরবৃত্তে দীর্ঘ পয়ার**। প্রত্যেক চরণে দুই পদ থাকে। প্রথম পদে ৮ অক্ষর এবং দ্বিতীয় পদে ১০ অক্ষর থাকে। যথা,—

৮, ১০

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫৯১। **মাত্রাবৃত্তে লঘু ত্রিপদী**। ইহাকে লঘু ত্রিপদীর অক্ষরের সংখ্যা স্থানে মাত্রার সংখ্যা গণনা করা হয়। যথা,—

"এ জগতে, হায়, সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"স্নিগ্ধ নয়নে প্রসাদ-সত্র প্রতাপ-ছত্র মাথে
চলেছেন রাজা দিল্লানগরী চলে যেন তার সাথে।"

(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

"বর্ষা ফুরায়, লাল কুমড়ায় গোটা চাল যায় ভরে'
ডোবায় ডোবায় কলমী শুশুনী তুলে' আনি ঝুড়ি করে'।"

(শ্রীকালিদাস রায়)

৫৯২। **স্বরবৃত্তে চতুষ্পদী**। প্রত্যেক চরণে চারিটী পদ থাকে। প্রত্যেক পদে চারি স্বর (Syllable) থাকে। চতুর্থ পদে কখনও কখনও দুই স্বর কিংবা এক স্বর ও হসন্ত থাকে। যথা,—

৪ ৪

"কত গভীর | তৃপ্তি আছে লুকিয়ে যে ওই পল্লী-প্রাণে
জানুক কেহ | নাইবা জানুক, | সে কথা মোর মনেই জানে।"

(গোলাম মোস্তফা)

২

"দিনের আলো | নিবে এল, | চাঁদের লোভে লোভে।
আকাশ ঘিরে | মেঘ জুটেছে | সুয্যি ডোবে ডোবে।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।)

এই ছন্দ অধিকাংশ ছড়ায় ব্যবহৃত হয়। ইহাকে ছড়া ছন্দ বলা যাইতে পারে।

৫৯৩। **গযল কবিতা**। ইহা যে কোন ছন্দে হইতে পারে। তবে মিলে বিশেষত্ব আছে। সমস্ত কবিতায় প্রথম চরণে এবং প্রত্যেক যুগ্ম চরণে একই মিল থাকে। কখনও মিলের পর এক বা একাধিক শব্দ বারংবার ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলিকে 'রদীফ' বলে। কবিতার শেষে কবির ভণিতা থাকে। যথা,—

(১) বিনাশ তরে চেষ্টা করুক যতই অরি হাজার,
তুমি যদি বন্ধু থাক ভয় কি ওগো আমার।
তব অসির আঘাতে মোর মরণ অমর জীবন,
কি আনন্দ পরাণ আমার বলি হ'বে তোমার।
তোমার দেওয়া ক্ষতই ভাল, চাই না পরের মলম,
তোমার হাতের বিষই ভাল, চাইতে পরের সুধার।
নজর কাহার স্বরূপ তোমার দেখেছে কি কখন্?
আপন আপন দৃষ্টি মত সবাই করে বিচার।

BANGODARSHAN.COM

যতই হান তরবারি ফির্‌ব না ক কখন্‌,
কর্‌ব মাথা বর্ম্ম আমার হ'ব তোমার শিকার।
সবার কাছে গৌরব পাবি তখনি রে হাফিয!
রাখ্‌বি যবে বিনয়ে মুখ দোরের ধূলে সখার।
(গ্রন্থকার)

(২) প্রিয়ার তরে প্রিয় যত হাসি মুখে বিলিয়ে দাও।
তাহার সুরে তোমার যত বেসুরো গান মিলিয়ে দাও।
সোনার তরী বেয়ে বঁধু আস্‌বে তোমার দিল্‌-শহর,—
চাও যদি তা, চক্ষু-জলে বক্ষ তোমার ভাসিয়ে দাও।
কাঁটা কুটায় ঘর ভরেছ, রাখনি ত একটু ঠাঁই.
প্রেমের আগুন দিয়ে যত আবর্জ্জনা জ্বালিয়ে দাও।
এলেই যদি নিশীথ রাতে ঝড়ের সাথে কান্তা মোর,
চুমো দিয়ে চোখের পরে মরণ-ঘুমটী ভাঙ্গিয়ে দাও।
দেখ্‌বি যদি শহীদ ওরে! ভুবন-মোহন তার আনন,
নয়ন হ'তে নিজের গড়া পর্দ্দাখানি সরিয়ে দাও।
(গ্রন্থকার)

৫৯৪। **রুবাঈ কবিতা**। ইহাতে চারি চরণে একটী চমৎকার ভাব ফুটাইয়া তোলা হয়। তৃতীয় চরণ ভিন্ন অন্য তিন চরণে একই মিল থাকে। যথা,—

বিনিদ্র কাল কাট্‌ল নিশি এ'কলা জেগে তোমার ব্যথায়,
অশ্রুমণির হার গেঁথেছি নয়ন-পাতার ঝালর-সুতায়।
তোমার তরে প্রাণ-পোড়ানি কইতে নারি কারুর কাছে,
আপন মনে তাই সারাদিন আপন ব্যথা কই আপনায়।
(নজরুল ইস্‌লাম)

BANGODARSHAN.COM

সংস্কৃত ছন্দ

৫৯৫। কয়েকটী সংস্কৃত ছন্দ মধ্য যুগের বাঙ্গালা কাব্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এই ছন্দ গুলি অক্ষরের সংখ্যা ও লঘু গুরু মাত্রার উপর নির্ভর করে। দীর্ঘ স্বর গুরু; হ্রস্ব স্বর লঘু। সংযুক্ত বর্ণ, অনুস্বার, বিসর্গ কিংবা হসন্ত বর্ণের পূর্ব্বে হ্রস্ব স্বর এবং সন্ধিস্বর গুরু বলিয়া গণ্য হয়। হসন্ত বর্ণ পৃথক্‌ অক্ষর রূপে গণ্য হয় না। লঘু মাত্রার চিহ্ন ˘, গুরু মাত্রার চিহ্ন —।

৫৯৬। **ভুজঙ্গপ্রয়াত**। প্রত্যেক চরণে ১২ অক্ষর থাকে। তাহার মাত্রা এক লঘুর পর দুই গুরু, এইরূপ চরণে ৪ বার। যথা,—

˘ — — ˘ — — ˘ — — ˘ — —
ভু জ ঙ্গ প্র য়া তে ক হে ভা র তী দে।
স তী দে স তী দে স তী দে স তী দে॥"
(ভারতচন্দ্র)

৫৯৭। **তুণক**। প্রত্যেক চরণে পনর অক্ষর থাকে। তাহার মাত্রা প্রথম গুরু, পরে লঘু, এইরূপে প্রত্যেক চরণে ১৪ অক্ষর এবং শেষে গুরু। যথা,—

— ˘ — ˘ — ˘ —
"মৈ ল দ ক্ষ ভূ ত য়

— ˘ — ˘ — ˘ —
সিং হ না দ ছা ড়ি ছে
ভারতের তুণকের
ছন্দ বন্ধ বাড়িছে॥"
(ভারতচন্দ্র)

৫৯৮। **তোটক**। প্রত্যেক চরণে ১২ অক্ষর থাকে। তাহার মাত্রা দুই লঘুর পর এক গুরু, এইরূপ প্রত্যেক চরণে ৪ বার। যথা,—

˘ ˘ — ˘ ˘ — ˘ ˘ — ˘ ˘ —
"বি ন য়ে ক র প দ্ম ক রে ধ রি য়া।
ক হি ছে ত রু ণী ক রু ণা ক রি য়া॥"

(ভারতচন্দ্র)

৫৯৯। **মন্দাক্রান্তা**। ইহার প্রত্যেক চরণে ১৭ অক্ষর থাকে এবং ৪ ও ১০ অক্ষরের পর যতি পড়ে। ইহার মাত্রা এইরূপ যথা,—

— — — — ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ — — ˘ — — ˘ — —
'পি ঙ্গল্ বি হ্বল্ ব্য থি ত ন ভতল্ কই গো কই মেঘ্ উদয়্ হও;
স ন্ধ্যায় ত ন্দ্রার মূ র তি ধ রিআজ ম ন্দ ম ন্থর বচন কও।"

(সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত)

(এখানে "কই" 'হও' "কও" শব্দগুলি একাক্ষর গুরু গণ্য করা হইয়াছে। "গো" এবং মুরতি শব্দের "মূ" ছন্দের গণনায় লঘু।)

ছন্দের ভাষা

৬০০। ছন্দে কতক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,— অমিয়া (অমৃত), হিয়া (হৃদয়), তব (তোমার) মম (আমার), মোর, সাথে (সহিত), লাগিয়া (জন্য), হের দেখ), বয়ান (বদন), চাঁদিনী (জ্যোৎস্না), আঁখি (চোখ), ইত্যাদি।

৬০১। লালিত্যের জন্য বা ছন্দের অনুরোধে অনেক শব্দের যুক্তাক্ষরকে ভাঙ্গিয়া ব্যবহৃত হয়। যথা,—যতন (যত্ন), রতন (রত্ন), ভকতি (ভক্তি), যুকতি (যুক্তি), দরশন (দর্শন), পরশ (স্পর্শ), হরষ (হর্ষ), বরষা (বর্ষা), করম (কর্ম্ম), ধরম (ধর্ম্ম), মরত (মর্ত্ত্য), স্বরগ (স্বর্গ), মগন (মগ্ন), ইত্যাদি।

BANGODARSHAN.COM

৬০২। কতকগুলি শব্দ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়। যথা,— (নয়ন), উজল, আলা (আলোক), নিঠুর ইত্যাদি।

৬০৩। ক্রিয়া পদে কিছু রূপান্তর হয়। যথা,—

সাম্যার্থে দেখিলা, বলিলা ইত্যাদি; করি (করিয়া), করিছেন (করিতেছেন), করিছিল (করিয়াছিল)। প্রাচীন পদ্যে দেখিনু (দেখিলাম), কৈল (করিল), মৈল (মরিল) ইত্যাদি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। মাইকেল কূজনিল (কূজন করিল), নাদিল (নাদ করিল) ইত্যাদির নামধাতু ব্যবহার করিয়াছেন।

আজকাল কবিতায় অনেকে চলিত ভাষা ব্যবহার করিতেছেন।

প্রশ্ন

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশের যতির স্থান এবং ছন্দ নিরূপণ কর।—

(ক) "অন্ধকারে নিমগন গত বর্ষ পুরাতন
আজি যেন মুচকি' হাসিয়া,
অনন্ত অতীত সনে মিশে' যায় ক্ষণে ক্ষণে
নূতনে রাজত্ব সমর্পিয়া।"

(শ্রীদেবপ্রসাদ রায় চৌধুরী)

(খ) "সকল বাঁধন হারা সে যে জানে না ক সমাজ-রীতি
জীবন পথে লক্ষ্যহারা মানে না ক স্বাস্থ্য-নীতি।"

(শ্রীকালিদাস রায়)

(গ) "ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা। ওরে মন,
নত কর শির। দিবা হ'লো সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী।"—— (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ঘ) "নাও অঞ্জলি, অঞ্জলি নাও, আজ আনিয়াছি গীতি
সারা জীবনে না-কওয়া-কথার ক্রন্দন-নীরে তিতি !
এত ভালো তুমি বেসে ছিলে মোরে, দাওনিক অবসর
আমারেও ভালবাসিবার, আজ তাই কাঁদে অন্তর।"

(নজরুল ইস্‌লাম)

(ঙ) "এইপুণ্য দেশে
সেই এক শুভ প্রাতে মক্কা নগরীতে
প্রেরিত-পুরুষ-শ্রেষ্ঠ বীর মোহাম্মদ
ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মহা আহ্বান লইয়া
নামিলেন স্বর্গ হ'তে।"——— (গোলাম মোস্তফা)

(চ) "মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম সিঙ্গা ঘোর বাজে।" (ভারতচন্দ্র)

(ছ) "বেলা ঠিক দ্বিপ্রহর।
দিনকর খরতর,
নিঝুম নীরব সব গিরি, তরু, লতা।
কপোতী সুদূর বনে
ঘুঘু ঘু করুণস্বনে
কাঁদিয়ে বলিছে যেন শোকের বারতা।"

(বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী)

BANGODARSHAN.COM

অলঙ্কার প্রকরণ

(Figures of Speech)

৬০৪। অলঙ্কার রচনা-রীতি বিশেষ, যাহাদ্বারা শব্দের বা অর্থের চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

৬০৫। যাহাদ্বারা শব্দের চমৎকারিত্ব বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে শব্দালঙ্কার বলে।

৬০৬। যাহাদ্বারা বাক্যার্থের চমৎকারিত্ব বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে অর্থালঙ্কার বলে।

শব্দালঙ্কার

৬০৭। শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রধান। অনুপ্রাসের বিষয় ছন্দঃপ্রকরণে বলা হইয়াছে।

৬০৮। **যমক (Analogue)**। একরূপ শব্দ বিভিন্নার্থে কয়েকবার প্রযুক্ত হইলে যমক অলঙ্কার হয়। যমকের অবস্থান-ভেদে ইহাকে আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য যমক বলা হয়।

আদ্য যমক—"ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে,
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্রপ্রায় তাহার বর্ণনে।"

(ভারতচন্দ্র)

মধ্য যমক—"মনে করি করী করি কিন্তু হয় হয়,
অদৃষ্ট অদৃষ্ট কভু তুষ্ট নয় নয়।" (উদ্ভট)

অন্ত্যযমক—"আট পণে আধ সের কিনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি।"

(ভারতচন্দ্র)

৬০৯। **শ্লেষ** (**Paronomasia**)। একই শব্দ বা শব্দাংশ এক বাক্যে বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইলে, শ্লেষ অলঙ্কার হয়। যথা,—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

এখানে ঈশ্বর গুপ্ত অর্থে প্রভাকর-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং অদৃশ্য জগদীশ্বর ; প্রভাকর অর্থে প্রভাকর পত্রিকা এবং সূর্য্য।

অর্থালঙ্কার

৬১০। অর্থালঙ্কারের মধ্যে প্রধান কয়েকটী উপমান ও উপমেয় ঘটিত ; তাঁহার মুখ চন্দ্রতুল্য মনোহর—এখানে মুখ উপমেয়, চন্দ্র উপমান এবং মনোহারিত্ব সাধারণ গুণ। যাহাকে তুলনা করা হয়, তাহা উপমেয় ; যাহার সহিত তুলনা করা হয়, তাহা উপমান। তুলনার জন্য উভয়ের একটী সাধারণ গুণ থাকা আবশ্যক। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান্, অপহ্নুতি, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, প্রতিবস্তূপমা এই অলঙ্কার গুলিতে উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য বিবিধরূপে চমৎকারিত্বের সহিত উল্লিখিত হয়।

৬১১। **উপমা** (**Simile**)। উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য বর্ণন দ্বারা চমৎকারিত্ব সৃষ্ট হইলে, উপমা অলঙ্কার হয়। ইহাতে যেমন—তেমন, যথা, ন্যায়, তুল্য ইত্যাদি সদৃশ্য-বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"নৃমুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ডমালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরিদল মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুত্মতী তরী,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে চলে একাকিনী।" (মাইকেল)

BANGODARSHAN.COM

৬১২। **মালোপমা** (**String of Simile**)। এক উপমেয়ের একাধিক উপমান থাকিলে, যেমন অনেকগুলি ফুলে মালা হয়, সেইরূপ মালোপমা অলঙ্কার হয়। উহা উপমা অলঙ্কারের এক প্রকার ভেদ। যথা,—

"যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে।
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকর দেখে।
হলো তেমনি সুমতি নরপতি মহাশয়
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার

৬১৩। **রূপক** (**Metaphor**)। উপমেয়ের সহিত অভেদরূপে উপমানের নির্দ্দেশ হইলে, রূপক অলঙ্কার হয়। ইহাতে রূপ, স্বরূপ প্রভৃতি রূপকজ্ঞাপক শব্দ প্রায় উহ্য থাকে যথা,—

"প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি-পদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥"

(ভারতচন্দ্র)

৬১৪। **উৎপ্রেক্ষা** (**Poetic Fancy**)। প্রকৃত উপমেয়ের সহিত প্রকৃত বা অপ্রকৃত উপমানের সাদৃশ্য কল্পিত হইলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। ইহাতে যেন, বুঝি, বোধ হয় প্রভৃতি বিতর্কবাচক শব্দ প্রায় ব্যবহৃত হয়। যথা—:

"অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পিদেব
জীবাইলা ভুবনমোহিনী বরাঙ্গনা—

প্রভা যেন মূর্ত্তিমতী হয়ে দাঁড়াইলা
দাতার আদেশে! বিশ্ব পূরিল বিভায়।"
(মাইকেল)

৬১৫। **ভ্রান্তিমান্ (Poetic Illusion)**। উপমানের সহিত উপমেয়ের সাদৃশ্য বিশেষরূপে জানাইবার জন্য উপমেয়কে উপমানরূপে ভ্রান্তি কল্পনা করিলে, ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হয়। যথা,—

"দেখ সখে, উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয় ভ্রমে বার বার পরিশ্রমে,
ধরিবারে করয়ে যতন॥"

৬১৬। **অপহ্নুতি (Concealment)**। উপমেয় ও উপমানের প্রভেদ অপহ্নব (গোপন) করিয়া প্রতিষিদ্ধ উপমেয়কে উপমানরূপে নির্দ্দেশ করিলে, অপহ্নুতি অলঙ্কার হয়। ইহাতে না, নহে প্রভৃতি নিষেধবোধক শব্দ এবং ব্যাজ, ছল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা,—(কেহ গোলাপ ও পদ্ম দেখিয়া বলিতেছে)

"ও নয় গোলাপ, তব রক্ত গণ্ডস্থল।
অই যে নয়ন তব, কে বলে কমল?"

৬১৭। **নিশ্চয় (Certainty)**। যেখানে উপমানের প্রতিষেধ করিয়া উপমেয়ের নিশ্চিত নির্দ্দেশ হয়, সেখানে নিশ্চয় অলঙ্কার হয়। ইহা অপহ্নুতি অলঙ্কারের বিপরীত। যথা,—

"বদন মণ্ডল, ইহা সরসিজ নয়,
নয়ন যুগল, এ যে নহে কুবলয়।"

BANGODARSHAN.COM

৬১৮। **অতিশয়োক্তি (Hyperbole)**। উপমেয় ও উপমানের অভেদত্ব প্রকাশের জন্য, উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া তৎস্থলে উপমানের উল্লেখ করিলে, অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥"
(ভারত চন্দ্র)

৬১৯। **ব্যতিরেক (Dissimilitude)**। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণিত হইলে, ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়। যথা,—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা,
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।"
(ভারতচন্দ্র)

৬২০। **দৃষ্টান্ত (Exemplification)**। যেখানে সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট দুই বস্তুর মধ্যে দৃশ্যতঃ উপমান উপমেয় সম্বন্ধ না থাকিলেও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য প্রতিবিম্বিত হয়, সেখানে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। ইহাতে যথা ইত্যাদি উপমাবাচক শব্দ থাকে না। যথা,—

"যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক-ভাগ্যে কেবল চীৎকার॥"
(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

৬২১। **নিদর্শনা (Illustration)**। অসম্ভব কার্য্য-সম্বন্ধের দ্বারা বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য কল্পিত হইলে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। যথা,—

"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"

(মাইকেল)

৬২২। **বিভাবনা (Peculiar Causation)**। যেখানে কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি কল্পিত হয়, সেখানে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। যথা,—

"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন কুমতি সুমতি॥"

(ভারতচন্দ্র)

৬২৩। **বিশেষোক্তি (Peculiar Allegation)**। যেখানে কারণ আছে, অথচ কার্য্য দৃষ্ট হয় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"বিষরস পান করি
স্বাদ পাই স্বরগ-সুধার।"

(শ্রীমোহিতলাল মজুমদার)

BANGODARSHAN.COM

৬২৪। **অর্থান্তরন্যাস (Corroboration)**। সামান্য বিষয় দ্বারা বিশেষ বিষয়ের অথবা বিশেষ বিষয় দ্বারা সামান্য বিষয়ের সমর্থন হইলে, অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। যথা,—

"অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি! সৌভাগ্য-ক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ, অথবা মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া, আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক?"

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

"চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে জানিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)

৬২৫। **সমাসোক্তি (Modal Metaphor)**। যে স্থানে সমান কার্য্য ও সমান বিশেষণদ্বারা বর্ণনীয় (প্রস্তুত) বিষয়ে অন্য অবর্ণনীয় (অপ্রস্তুত) বিষয়ের ব্যবহার আরোপিত হইয়া, সংক্ষেপে দুই বিষয়ের উক্তি একত্র হয়, সে স্থানে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে,
যেতে যেতে কনক আঁচল বেধে যায় বকুল-কাননে,
চরণের-পরশ-রাঙিমা রেখে যায় যমুনার কূলে।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৬২৬। **স্বভাবোক্তি (Natural Description)**। কোন পদার্থের স্বভাব যথাযথ বর্ণিত হইলে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥

রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥"

(মদনমোহন তর্কালঙ্কার)

৬২৭। **ব্যাজস্তুতি** (**Artful Praise**)। নিন্দাছলে (ব্যাজে) প্রশংসা (স্তুতি) বা প্রশংসা-ছলে নিন্দা হইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়। নিন্দাছলে প্রশংসা যথা,—

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ.
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥" (ভারতচন্দ্র)

প্রশংসা-ছলে নিন্দা যথা.—(বালকগণ রামচন্দ্রকে উপহাস করিয়া বলিতেছে)

"তব হে জনম অতি বিপুলে,
ভুবন বিদিত অজের কুলে;
জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরী॥"

(হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন)

BANGODARSHAN.COM

৬২৮। **অনন্বয়**—(**Self Comparison**)। একই বাক্যে উপমেয়কেই উপমানরূপে বর্ণনার ভঙ্গিকে অনন্বয় অলঙ্কার বলে। যথা,—

"তোমার তুলনা তুমি এ মহী মণ্ডলে।"

৬২৯। **সন্দেহ**—(**Fanciful Doubt**)। উপমেয়ে উপমানের কাল্পনিক সন্দেহ উত্থাপন করিলে সন্দেহ অলঙ্কার হয়। যথা,—

"একি চাঁদ! তবে কেন নাই সে কলঙ্ক?
একি পদ্ম! জল বিনা রয়েছে কেমনে?"

৬৩০। **প্রতিবস্তূপমা**—(**Typical Comparison**)। ভিন্ন বাক্যে উপমেয় ও উপমানের উল্লেখ করিয়া উভয় বাক্যেই সাধারণ ধর্ম্মের বিন্যাসকে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার বলে। (উপমায় উপমেয় ও উপমান এক বাক্যগত হয়)। যথা,—

"—নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি।
কে ছিঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি?"

(মাইকেল)

৬৩১। **দীপক**—(**Illuminator**)। সাধারণ গুণ একবার মাত্র উল্লেখ করিয়া যদি একটী বিশেষ্যের অনেকগুলি ক্রিয়ার অথবা একটী ক্রিয়ার অনেকগুলি কারকের সহিত সম্বন্ধ সুচারুরূপে বর্ণিত হয়, সেই স্থলে দীপক অলঙ্কার হয়। যথা,—

(১) "কৃপণের ধন, মণি ভুজঙ্গের শিরে,
কেশরীর দন্তাবলী, কুলবধূ দেহ,
কে পারে স্পর্শিতে তার থাকিতে জীবন?"

(২) "আনেনি ব্যথা, হানেনি প্রাণে আঁখির খর খড়্গ।"

৬৩২। **সমুচ্চয়**—(**Conjunction**)। বর্ণিত বিষয়ের অনুকূল কারণ বিদ্যমান থাকিতে অপর গুণ বা ক্রিয়াকে তদনুকূল বলিয়া বর্ণনা করিলে সমুচ্চয় অলঙ্কার হয়। যথা,—

"কেমনে সহিব তবে বিরহ-যাতনা—
সখীগণ নহে দক্ষ—কৃতান্ত বিপক্ষ—
ধৈর্য্য নহে নারীর সুলভ—
নবীন বয়স হায়! কঠিন জীবন—
অনুরাগ সুগভীর—মানস চঞ্চল—
দূরগত দয়িত আবার—
আগত বসন্ত নব—চন্দ্রিকা উজ্জ্বল।"

৬৩৩। **পর্য্যায়**—(**Sequence**)। বস্তু বিশেষের বিদ্যমানতা পর্য্যায় ক্রমে একস্থান হইতে অন্য স্থানে বর্ণিত হইলে পর্য্যায় অলঙ্কার হয়। যথা,—

(১) "ছিলে তুমি পারাবারে, ওহে হলাহল!
সেথা হতে হর-গলে করিলে আশ্রয়।
এবে দেখি বিরাজিছ দুর্জ্জন-জিহ্বায়!"

(২) "বিম্বাধরে যেই রাগ আছিল সুন্দরি!
সেই রাগ এবে তব শোভিছে হৃদয়ে।"

৬৩৪। **পরিসংখ্যা**—(**Special Mention**)। কোন বস্তুর উল্লেখ যে স্থলে সমানগুণবিশিষ্ট অন্যান্য বস্তুর প্রত্যাখ্যান সূচিত করে, সেই স্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হয়। যথা,—

(১) "কোন বস্তু মানবের হয় বিভূষণ?
যশ; তুচ্ছ ভূষা কাঞ্চন রতন।
কি কর্ত্তব্য এই ভবে? সজ্জনের সদা উপকার।

BANGODARSHAN.COM

অবাধ দর্শন কিবা? জ্ঞান অনুত্তম!
জ্ঞান কিবা? ভালমন্দ বিচার সতত।"

(২) "ঈশেতে আসক্তি—ভোগে নহে কদাচন,
ব্যসন জ্ঞানেতে—কভু নহে নারীজনে,
আকাঙ্ক্ষা যশেতে, নহে ক্ষণিক দেহেতে,
সাধুর জীবন তার প্রমাণ নিয়ত।"

প্রশ্ন

১। উপমা ও রূপক অলঙ্কারের পার্থক্য উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বিভাবনা ও বিশেষোক্তি অলঙ্কারের পরস্পর তুলনা কর।

৩। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশের অলঙ্কার নির্ণয় কর।—

(ক) "তুমি অনন্তর নব বসন্ত অন্তরে আমার!
সুচারু চামরচারুলোচনা কিঙ্করী
দুলায় মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি।"

(শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর)

(খ) " — —বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে ব্রততি যেমতি
বিশাল রসালমূলে।"———

(মাইকেল)

(গ) "মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥"

(কাশীরাম দাস)

(ঘ) "তাহাকে দেখিলে মনে হয় যেন কমলা দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন।"

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

(ঙ) "কজ্জলকিরণে শোভা করিছে নয়ন
মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ।"

(ভারতচন্দ্র)

(চ) "অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হলো লক্ষ্মীছাড়া।"

(ভারতচন্দ্র)

(ছ) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥"

(ভারতচন্দ্র)

(জ) "আয় আয় দে'খ্ সখি যশোদার অঙ্কে,
উঠিছে পার্ব্বণ চাঁদ ত্যজিয়া কলঙ্কে।"

(ঝ) "মলিন বদনা দেবী হায় রে যেমতি,
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর রাশি যথা,) সূর্য্যকান্ত মণি ;
কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে।"

(মাইকেল)

(ঞ) "নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি !
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।

BANGODARSHAN.COM

পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দীঘি কালো জল, নিশীথ শীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে।
মা বলিতে প্রাণ করে আন্‌চান্ চোখে আসে জল ভরে'।"

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ট) "কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে ?" (মাইকেল)

(ঠ) "পাইয়া চরণ তরি তরি ভব আশা।
তরিবারে সিন্ধু-ভব, ভব সে ভরসা॥" (ভারতচন্দ্র)

(ড) "কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরোগণের বাস॥
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত॥" (ভারতচন্দ্র)

(ঢ) "রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে
শুন মোর কথা ধনি, নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি
তেঁই ক্ষুদ্রকায়া করি সৃজিলা তোমারে।" (মাইকেল)

(গ) "চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক-তপন।" (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(ঘ) "বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিংবা ভবের ভবানী,
ব্রাহ্মণী অথবা ইনি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।"

(ঙ) "দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥" (ভারতচন্দ্র)

(চ) "উপার্জ্জন আছে তায়, কিন্তু লোভ নাই,
ব্যসনী নহেন, তবে সম্ভোগ সদাই।"

(ছ) "বদন মণ্ডল, ইহা সরসিজ নয়,
নয়ন-যুগল এ যে নহে কুবলয়।
পরিমল নয়, এ যে নিশ্বাস পবন,
বৃথা মধুকর হেথা করিছ ভ্রমণ।"

(জ) "গঙ্গা নামে সতী, তার তরঙ্গ এমনি,
জীবন-স্বরূপা সে, স্বামীর শিরোমণি।" (ভারতচন্দ্র)

(ঝ) "একথা শুনিয়া স্বর্ণ আরক্তলোচন,
সন্ধ্যাকালে সূর্য্য যেন লোহিত বরণ।"
(রামসুন্দর ঘটক)

(ঞ) "কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ ?
উত্তমবিহনে কার পূরে মনোরথ ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?"
(যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়)

BANGODARSHAN.COM

বিরাম-চিহ্ন (PUNCTUATION)

৬৩৫। কথা বলিবার কালে অর্থবোধের জন্য বাক্য মধ্যে স্থানে স্থানে অল্পাধিক থামিতে হয়। ইহা জানাইবার জন্য লিখিত বাক্যে কয়েকটী চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। তাহাদিগকে বিরাম চিহ্ন বলে।

৬৩৬। বিরাম-চিহ্নগুলি এই—

, কমা
; সেমিকোলন
। দাঁড়ি
? প্রশ্ন-চিহ্ন
! বিস্ময়-চিহ্ন
" " কোটেশন
- হাইফেন
— ড্যাস
[ ] কিংবা ( ) ব্রাকেট

৬৩৭। সামান্য বিরাম বুঝাইতে কমা ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত স্থলে সাধারণতঃ কমা বসে :—

(ক) সমকারক বিশেষ্য বা সর্ব্বনামের মধ্যে ; যথা—

গ্রেটব্রিটেন ও উত্তর আয়ার্লণ্ডের রাজা, ভারতের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি পরলোক গমন করেন।

(খ) যখন কয়েকটী পদ "এবং", "ও", অব্যয়গুলি দ্বারা যোজিত হয় ; যথা,—

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ মানুষের বাঞ্ছনীয়।

(গ) সম্বোধন পদের পর ; যথা,—

বন্ধুগণ, জ্ঞান-বিস্তার আমাদের জীবনের ব্রত হউক।

(ঘ) -ইলে-যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে ; যথা,—

সূর্য্য-অস্তমিত হইলে, নলিনী মুদিত হইল।

(ঙ) যখন এক শ্রেণীর শব্দ যোড়ায় যোড়ায় ব্যবহৃত হয়, তখন প্রত্যেক যোড়ার মধ্যে কমা বসে। যথা,—

ধনী বা দরিদ্র, বিদ্বান্ বা মূর্খ, সবল বা দুর্বল, বৃদ্ধ বা বালক, স্ত্রী বা পুরুষ সকলেরই জন্য ধর্ম্ম একান্ত আবশ্যক।

(চ) জটিল বাক্যে কর্ম্মস্থানীয় প্রত্যক্ষ উক্তির পূর্ব্বে কমা বসে। যথা,—

রহমত্ হাসিয়া কহিল, "সেখানেই যাচ্চে।"

(ছ) জটিল বাক্যে বিশেষণ- ও ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় বাক্যের পর কমা বসে। যথা,—

জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ততই যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

(জ) যৌগিক বাক্যে খণ্ডবাক্যগুলি ছোট হইলে প্রত্যেকের পরে কমা বসে, বড় হইলে সেমিকোলন বসে। যথা,—

"যিনি পরের ভাবনা ভাবিতে শিখেন নাই, তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, বুদ্ধিমান্ হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, অধ্যাপক হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে শিক্ষিত বলিতে পারি না।"

(অক্ষয়কুমার সরকার)

"তুমি কে যে তুমি বসন্তের পুষ্পিত বৈভবে অঙ্গ ঢাকিয়া বিরহ-বিলাপে বসিয়া থাকিবে ; আর আমি তোমারই জন্য আমার এই ক্ষীণ শরীর ও দীন চিত্তকে অশেষ প্রকারে ক্লেশ দিয়া ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইব ?"

(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

BANGODARSHAN.COM

৬৩৮। কমার উপযুক্ত বিরাম অপেক্ষা অধিক বিরাম বুঝাইতে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিত স্থলে ইহার ব্যবহার হয়।—

(ক) একটী বড় খণ্ড বাক্যকে অন্য খণ্ড বাক্য হইতে পৃথক্ করিতে হইলে ; যথা,—

"ক্রমে কাজ করিতে করিতে অন্তরের মধ্যে কর্ম্মানুরাগ নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তির সঞ্চার হয় ; তখন বাহিরের উত্তেজনার অভাব সত্ত্বেও সে ভিতর হইতে আমাদিগকে অহর্নিশি কাজে প্রবৃত্ত করাইতে থাকে।" (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

(খ) "কিন্তু", "না হয়", "নচেৎ", "নতুবা" প্রভৃতি অব্যয়যুক্ত খণ্ডবাক্যের পূর্ব্বে সেমিকোলন বসে। যথা,—

"কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ ; নতুবা রাজার রাণী, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া কে কখন আমার মত চির দুঃখিনী হইয়াছে, বল ?" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)

(গ) ভাবের দ্বারা সম্বন্ধ কয়েকটী বাক্যের মধ্যে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"তাঁহারা ছোট বেলায় কিরূপে খে'লা করিয়া বেড়াইতেন ; তাঁহারা যৌবনকালে প্রবৃত্তির তরঙ্গে কিরূপ হাবু ডুবু খাইতেন ; তাঁহারা পরিপক্ক প্রৌঢ় দশায় উপনীত হইয়া সমাজের অভিনয়-ভূমিতে কিরূপে অভিনয় করিতেন, এবং যবনিকার অন্তরালেই বা কিরূপে অবস্থিত থাকিতেন, এই সমস্ত কথা বালক, বৃদ্ধ, সকলেই সবিশেষরূপে অবগত হইত ইচ্ছা প্রকাশ করে।" (কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

৬৩৯। বাক্যের সমাপ্তি বুঝাইতে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল।" (শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

৬৪০। প্রশ্ন বুঝাইতে বাক্যের শেষে প্রশ্ন-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা,—তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ ?

৬৪১। বিস্ময়-চিহ্ন বক্তার বিস্ময় বুঝাইতে বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়। যথা,—'আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"মানুষ খুন !"

(প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)

দ্রষ্টব্য। কোন কোন লেখক সম্বোধন পদের পর বিস্ময়-চিহ্ন ব্যবহার করেন। জর্মান ভাষায়ও এইরূপ নিয়ম আছে।

৬৪২। (ক) প্রত্যক্ষ উক্তি বুঝাইতে কোটেশন চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা,— সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া বলিল, "জয়, ভারত-সম্রাটের জয়।"

(খ) কোন গ্রন্থ হইলে বাক্য উদ্ধৃত করিলে কোটেশন চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। যথা,—

"যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য সুধা সুরগণ-ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকসিত তামরসে অলি আসি উড়ে বসে,
ভেকভাগ্যে কেবলি চীৎকার।"

(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

(গ) কোন শব্দ, গ্রন্থের নাম প্রভৃতি বাক্য মধ্যে উল্লিখিত হইলে, কোটেশন চিহ্ন মধ্যে লিখিত হয়। যথা,—

তুমি "গীতাঞ্জলি" না পড়িয়া থাকিলে, অবশ্য পড়িবে।

৬৪৩। অর্থবোধের সুবিধার জন্য সমাসযুক্ত পদের মধ্যে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যথা,— তোমার এই বাসনা মরু-মরীচিকা মাত্র।

দ্রষ্টব্য। অর্থবোধের অসুবিধা না হইলে সমাসযুক্ত বাক্যে হাইফেন ব্যবহৃত হয় না।

BANGODARSHAN.COM

৬৪৪। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত স্থলে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা,—

(ক) এক বাক্যের পর হঠাৎ আর একটী বাক্য আরম্ভ করিতে; যথা,—

"ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ"—বাস্তবিক এই ঋষি-বাক্য বড় সত্য—বড় সার কথা।

(খ) সমকারক কিংবা ব্যাখ্যা স্বরূপ পদ বুঝাইতে; যথা,—"প্রবোধ বাবুর পিতা—আমার প্রথম মনিব বসু মহাশয়, দয়া পরবশ হইয়া আমাদের দুজনকে তাঁহার গৃহে লইয়া গেলেন।"

(গ) বাক্য মধ্যে অবান্তর (parenthetical) বাক্য বা বাক্যাংশ দুইটী ড্যাশের মধ্যে লিখিত হয়। যথা,—"পড়াশুনার উদ্দেশ্য সফল করতে হ'লে—ঘণ্টার উপর নয়—একাগ্রতার উপর নির্ভর করতে হয়।"

(ঘ) কোন বাক্য উদ্ধৃত করিতে হইলে কখনও কখনও তাহার পূর্ব্বে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা,—

বিদ্যার বলেছেন—"এমন ইংরেজী কোন এশিয়াবাসীর নিকট পাই নি।"

(ঙ) উদাহরণ দিতে ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যথা,—

বচন দুই প্রকার।—একবচন ও বহুবচন।

৬৪৫। বাক্য-মধ্যে অবান্তর বাক্য বা বাক্যাংশ ব্রাকেটের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এরূপ স্থলে ড্যাসও ব্যবহৃত হয়। যথা,—

"এইভাবে সমানে (নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত) পড়ে যেতে হবে।"

টীকা। বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার খ্যাতনামা ইংরেজি-শিক্ষিত লেখকগণের প্রয়োগ হইতে শিখিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

ঈকার-যুক্ত শব্দ

(১) পুংলিঙ্গ—অস্ত্যর্থ বা শীল-অর্থ **ঈ** (**ইন্**), **বী** (**বিন্**) প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত শব্দ—গুণী, সুখী, মেধাবী, বাগ্মী, কর্ম্মী, জয়ী, শ্রমী ইত্যাদি।

(২) স্ত্রীলিঙ্গ—মানিনী, সখা, ব্যাঘ্রী, নদী, তরী, রজনী, ইন্দ্রাণী, ইত্যাদি।

(৩) **ঈন**, **ঈয়ান্**, **ঈয়**, **অনীয়** প্রত্যয়ান্ত শব্দ—কালীন, সম্মুখীন, কুলীন, মহীয়ান্, গরীয়ান্, গরীয়সী, জাতীয়, দেশীয়, করণীয়, দর্শনীয়।

(৪) অন্যান্য বিবিধ শব্দ অঙ্গীকার, অতীত, অধীন, অন্তরীণ, অবীরা, অভীষ্ট, অলীক, আত্মীয়, আভীর, আশীর্ব্বাদ, আসীন, ইদানীং, ঈদৃশ, ঈপ্সা, ঈপ্সিত, ঈর্ষ্যা, ঈশ, ঈশান, ঈশ্বর, ঈষ, ঈষৎ, উড্ডীন, উদীচী, উদীয়মান, উদ্গীর্ণ (উদ্গিরণ), উষ্ণীষ, উশীর, করণী, করবীর, করীষ, কানীন, কিরীট, কীচক, কীট, কীদৃশ, কীর্ত্তন, কীর্ত্তি, কীল, কৌপীন, ক্লীব, ক্ষীণ, ক্ষীর, গভীর, গম্ভীর, গীত, গীতা, গীতি, গীতিকা, গীষ্পতি, গৃহীত, গ্রীবা, গ্রীষ্ম, চিকীর্ষা, চীৎকার, চীন, চীবর, চীর, (চির নিত্য অর্থে), জিগীষা, জিজীবিষা, জীব, জীবন, জীমূত, জীর্ণ, টিপ্পনী, টীকা, তরণী, তন্ত্রী, তিতীর্ষু, তিন্তিড়ী, তীক্ষ্ণ, তীব্র, তীর, তীর্ণ, তীর্থ, তৃতীয়, দধীচি, দিলীপ, দীক্ষা, দীধিতি, দীন, দীপ, দীপ্ত, দীর্ঘ, দীর্ণ, দ্বিতীয়, দ্বীপ, (দ্বিপ হস্তী অর্থে), ধী, ধীবর, ধীর, নবীন,

BANGODARSHAN.COM

নিবীত, নিমীলিত, নিরীক্ষণ, নিরীহ, নিশীথ, নিষ্ঠীবন, নীচ, নীড়, নীত, নীতি, নীপ, নীবার, নীর, নীরব, নীরন্ধ্র, নীরস, নীরোগ, নীল, নীহার, (নিহার), পরীক্ষা, পিপীলিকা, পীঠ, পীড়া, পীত, পীন, পীযূষ, পীবর, পৃথিবী, পৃথ্বী, প্রতীক, প্রতীক্ষা, প্রতীচী, প্রতীতি, প্রবীণ, প্রাচীর, প্রীত, প্রীতি, প্লীহা (প্লিহা), বল্মীক, বাণী, বাল্মীকি, বিকীর্ণ (বিকিরণ), বিহীন, বিভীষণ, বীচি, বীজ, বীজন, বীণা, বীত, বীথি, বীপ্সা, বীভৎস, বীর, বীর্য্য, ব্রীড়া, ব্রীহি, বেণী, ভগীরথ, ভীত, ভীম, ভীরু, ভীষণ, মঞ্জরী, মনীষা, মহী, মীন, মীমাংসা, রাজীব, রীতি, লীন, লীলা, শরীর, শর্ব্বরী, শালীন, শিঞ্জিনী, শিরীষ, শীকর, শীঘ্র, শীত, শীতল, শীর্ণ, শীর্ষ, শীল, শ্রী, শ্রেণী (শ্রেণি), শ্লীপদ, সুধী, শ্লীল, সমীচীন, সমীপ, সমীরণ, সমীর, সীতা, সীবন, সীমন্ত, সীমা, সীসা, স্ফীত, স্বীকার, হীন, হীরক, হীরা, হ্রী।

ঊকারযুক্ত শব্দ

(১) স্ত্রীলিঙ্গ—বধূ, শ্বশ্রূ ইত্যাদি।

(২) বিবিধ শব্দ—অসূয়া, আহূত, উদূখল, উলূক (উলূক), ঊঢ়, ঊন, ঊরু, ঊর্ণনাভ, ঊর্ণা, ঊর্দ্ধ, ঊর্ব্বর (উর্ব্বর), ঊর্ম্মি, ঊর্ম্মিলা, ঊষর, ঊষা (উষা), ঊহ্য, কুতূহল, কূজন, কূট, কূপ, কূর্ম্ম, কূল (কুল বংশ অর্থে), কৌতূহল, ক্রূর, গণ্ডূষ, গূঢ়, গোধূম, ঘূর্ণন, ঘূর্ণাবর্ত্ত, ঘূর্ণায়মান, চমূ, চূড়া, চূত, চূর্ণ, চূষ্য, জাগরূক, জীমূত, তাম্বূল, তাম্রকূট, তূণ, তূণীর, তূর্য্য, তূরী, তূর্ণ, তূলা, তূলিকা, তূষ্ণী, দুকূল (রেশমী কাপড়), দূত, দূর, দূর্ব্বা, দূষক, দূষণীয়, দূষিত (দুষ্ট), দ্যূত, ধূম, ধূম্র,

খূর্জ্জটি, ধূর্ত্ত, ধূলি, ধূসর, নির্বূঢ়, নিষ্ঠূত, নূতন নূপুর, ন্যূন, পীযূষ, পূজা, পূত, পূয়, পূরক, পূরণ, পূর্ণ, পূর্ত্তি, পূর্ব্ব, পূষা. প্রতিভূ. প্রত্যূষ (প্রত্যূষ), প্রসূ, প্রসূত, প্রসূতি, প্রসূন, বাবদূক, বিদূষক, বূঢ়, বূহ, ভূ, ভূত. ভূমা, ভূমি, ভূয়ঃ, ভূরি, ভূষণ, ভ্রূ, ভ্রূণ, মণ্ডূক, মণ্ডূর, ময়ূখ, ময়ূর, মুহূর্ত্ত, মুমূর্ষু, মূক, মূঢ়, মূত্র, মূর্খ, মূর্চ্ছা, মূর্ত্ত, মূর্ত্তি, মূর্দ্ধন্য, মূল, মূল্য, মূষিক, যবাগূ, যূথ যূথিকা, যূনী, যূপ, যূষ, রূঢ়, রূপ, লূতা, শার্দ্দূল, শুশ্রূষা, শূক, শূকর, শূদ্র, শূন্য, শূর্প, শূল, শ্রূয়মাণ, সমূহ, সম্ভূয়, সিন্দূর, সূক্ত, সূক্ষ্ম, সূচি, সূচক, সূচনা, সূত (সুত পুত্র অর্থে), সূত্র, সূদন, সূনু, সূনৃত, সূপ, সূর, সূর্য্য, স্তূপ, স্থূল, স্ফূর্ত্তি (স্ফুরণ), স্নাত, স্বয়ম্ভূ, হূত, (হুত হোমাগ্নিতে অর্পিত), হূন (হূণ)।

ব-ফলাযুক্ত কয়েকটী শব্দ

উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, উর্দ্ধ, জ্বালা, দ্বন্দ্ব, পক্ক, বিদ্বান্, মহত্ত্ব, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, শ্বাস, সত্ত্ব (সত্তা), সান্ত্বনা, স্বচ্ছ, স্বতন্ত্র, স্বত্ব, স্বরূপ, স্বল্প, স্বার্থ (সার্থক)।

স্বাভাবিক ণ কারযুক্ত শব্দ ২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

স্বাভাবিক ষকারযুক্ত শব্দ ২৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রবিন্দু-যুক্ত শব্দ

মূল শব্দে ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্, ং থাকিলে তাহার পূর্ব্বস্বরে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়। যথা,—শাঁখ (শঙ্খ), পাঁচ (পঞ্চ), কাঁটা (কণ্টক), দাঁত (দন্ত), কাঁপ (কম্প), হাঁস (হংস)।

ড়কার-যুক্ত শব্দ

মূল শব্দে ট বর্গ, ড বর্গ বা ল থাকিলে বাঙ্গালায় ড় হইতে পারে। যথা,—কড়াই (কটাহ), পড়া (পাঠ), পাহাড় (পাষাণ), বড় (বড্র), কড়া (কপর্দ্দক), বুড়া (বৃদ্ধ), আগড় (অর্গল)।

BANGODARSHAN.COM

সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (Paronyms)

অংশ—ভাগ ; অংস—স্কন্ধ।

অনু—পশ্চাৎ ; অণু—বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ।

অন্ন—খাদ্য ; অন্য—অপর।

অবদান—মহৎকার্য্য ; অবধান—মনোযোগ।

অশ্ব—ঘোড়া ; অশ্ম—পাথর।

আপণ – দোকান ; আপন—নিজ।

আভাষ—আলাপ ; আভাস—অস্পষ্ট প্রকাশ।

আশা—কামনা ; আসা—দিক্, উপস্থিত হওয়া।

আস্তিক—ঈশ্বর-বিশ্বাসী ; আস্তীক—মুনি বিশেষ।

আহুতি—হোম ; আহূতি—আহ্বান।

কাল—সময় ; কাল— কল্য ; কাল—কৃষ্ণবর্ণ।

উপাদান—উপকরণ ; উপাধান—বালিশ।

কাদা—কর্দ্দম ; কাঁদা—ক্রন্দন।

কালি—কল্য, লিখিবার কালি ; কালী—দেবী বিশেষ।

কাঁধ – স্কন্ধ ; কাঁদ—ক্রন্দন কর।

কুল—বংশ ; কূল—কিনারা।

কৃত—তৈয়ারি ; ক্রীত—কেনা।

কোণ—কোণা ; কোন—কে ? (বিশেষণে)।

কোটি—ক্রোর ; কটি—কমর।

কোমল—নরম ; কমল—পদ্ম।

গুড় – মিষ্ট দ্রব্য বিশেষ ; গূঢ়—গুপ্ত।

গাদা—রাশি ; গাধা—গর্দ্দভ।
চাল—ঘরের চাল, গতি ; চা'ল— চাউল।
গোদা—গোদবিশিষ্ট ; গোধা—গোসাপ।
জল—পানীয় পদার্থ বিশেষ ; জ্বল্—প্রজ্বলিত হ।
চির—বিলম্ব ; চীর—নে'কড়া।
জাল—মাছ ধরিবার যন্ত্র বিশেষ ; জ্বাল—শিখা ; প্রজ্বলিত কর।
চূত—আম্র ; চ্যুত—স্খলিত।
জব—বেগ ; যব—শস্য বিশেষ।
ডাল—গাছের ডাল ; ডা'ল—ডাইল।
তত্ত্ব—সার অংশ ; তথ্য—যাথার্থ্য।
তরণী—নৌকা ; তরুণী—যুবতী।
দার—স্ত্রী ; দ্বার—দরজা।
দিন—দিবস ; দীন—দরিদ্র।
দীপ—আলোক ; দ্বিপ—হস্তী ; দ্বীপ—জলবেষ্টিত স্থল।
দূত—চর ; দ্যূত—জুয়া খেলা।
দূতী—স্ত্রীলোকচর ; দ্যুতি—আলোক।
দেশ—রাজ্য ; দ্বেষ—হিংসা।
ধ্বনি—শব্দ ; ধনী—ধনবান্।
নিরাশ—আশারহিত ; নিরাস—দূরীকরণ।
নিবৃত্তি—বিরাম ; নির্বৃতি—সুখ।
নীর—জল ; নীড়—পাখীর বাসা।
পক্ষ—পাখা, মাসার্দ্ধ, পক্ষ্ম—নেত্রলোম।
পদ্য—ছন্দোযুক্ত বাক্য ; পদ্ম—কমল।
প্রসাদ—অনুগ্রহ ; প্রাসাদ—অট্টালিকা।

BANGODARSHAN.COM

পরস্ব—পরশু ; পরস্ব—পরের ধন।
প্রকার——রকম ; প্রাকার—প্রাচীর।
পৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত ; পৃষ্ঠ—পিঠ।
প্রকৃত—যথার্থ ; প্রাকৃত—স্বাভাবিক।
বাধা—বিঘ্ন ; বাঁধা—বন্ধন।
বলী—বলবান্ ; বলি—বলিদান।
বিনা—ব্যতীত ; বীণা—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
বাণ—শর ; বান—বন্যা।
বিষ—গরল ; বিস—মৃণাল ; বিশ—কুড়ি।
বেদ—হিন্দু শাস্ত্র বিশেষ ; বেধ—গভীরতা।
বসন—বস্ত্র ; ব্যসন—নিন্দিত আসক্তি।
ভাণ—ছল ; ভান—প্রকাশ।
ভাষা—কথা ; ভাসা—জলে ইত্যাদিতে ভাসা।
মণ—৪০ সের ; মন—অন্তঃকরণ।
মোহিত—মোহপ্রাপ্ত ; মহিত—পূজিত।
মূখ—বদন ; মূক—বোবা।
মেদ—চর্ব্বি ; মেধ—যজ্ঞ।
যতি—মুনি ; জ্যোতিঃ—আলোক।
রাধা—রাধিকা ; রাঁধা—রন্ধন
রিক্ত—শূন্য ; রিক্থ—ধনসম্পত্তি।
শকল—খণ্ড ; সকল—সর্ব্ব।
শর্ব্ব—শিব ; সর্ব্ব—সকল
শকৃৎ—বিষ্টা ; সকৃৎ—একবার।
শক্ত—সমর্থ ; সক্ত—আসক্ত।

শঙ্কর—শিব ; সঙ্কর—মিশ্রণ।
শপ্ত—অভিশপ্ত ; সপ্ত—সাত ।
শক্তি—ক্ষমতা ; সক্থি—উরু।
শীত—জাড় ; সিত—সাদা।
শূর—বীর ; সুর—দেবতা ; সূর—সূর্য্য।
শ্বশ্রূ—শাশুড়ী ; শ্মশ্রু—দাড়ি।
স্বত্ব—স্বামিত্ব ; সত্ত্ব—সত্যের ভাব ; সত্য—যাহা মিথ্যা নয়।
সব—সকল ; শব—মড়া।
সদ্য—তাজা ; সদ্ম—গৃহ।
সর্গ—অধ্যায়, সৃষ্টি ; স্বর্গ—অমর লোক।
স্বর—গলার স্বর ; শর—তীর।
সম—সমান ; শম—শান্তি।
সারদা—সরস্বতী ; শারদা—দুর্গা।
সার্থ—বণিক্ ; স্বার্থ—নিজ প্রয়োজন।
সুত পুত্র ; সূত—সারথি।
সুদ—কুশীদ ; সূদ—পাচক।
স্কন্দ—কার্ত্তিকেয় ; স্কন্ধ—কাঁধ।

বিপরীতার্থক শব্দ (Antonyms)

বিপরীতার্থক শব্দ নানারূপে গঠিত হয়।—

(১) **ভিন্ন শব্দ দ্বারা** ; যথা,—প্রশংসা—নিন্দা, জীবিত—মৃত, ইত্যাদি। (২) **শব্দের পূর্ব্বে নঞ (অ, অন্), নির্, দুর্, অপ, প্রতি উপসর্গ যোগে** ; যথা,—ন্যায়—

অন্যায়। ইচ্ছা—অনিচ্ছা। পাপী—নিষ্পাপ। সরস—নীরস। সুলভ—দুর্লভ। রত—বিরত। উপকার—অপকার। অনুকূল—প্রতিকূল।

(৩) **শূন্য, হীন প্রভৃতি শব্দ যোগে** ; যথা,—ফলবান্—ফলশূন্য। বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিহীন, ইত্যাদি।

প্রথম প্রকারের বিপরীতার্থক শব্দ।

অল্প—অধিক। আয়—ব্যয়। আর্দ্র—শুষ্ক। আলোক—অন্ধকার। আদি—অন্ত। ইতর—ভদ্র। উচ্চ—নীচ। উত্তম—অধম। উদয়—অস্ত। উষ্ণ—শীতল। ঊর্দ্ধ—অধঃ। কনিষ্ঠ—জ্যেষ্ঠ। কর্কশ—কোমল। কু—সু। কুটিল—সরল। কৃতজ্ঞ—কৃতঘ্ন। কৃশ—স্থূল। গুণ—দোষ। গুরু—শিষ্য। ঘন—তরল। চঞ্চল—স্থির। চোর—সাধু। তিরস্কার—পুরস্কার। দাতা—কৃপণ। দীর্ঘ—হ্রস্ব। ধনী—দরিদ্র। নশ্বর—শাশ্বত। নূতন—পুরাতন। পাপ—পুণ্য। প্রভু—ভৃত্য। বড়—ছোট। বন্ধুর—মসৃণ। বিদ্বান্—মূর্খ। মহৎ—নীচ। রুগ্ণ—সুস্থ। রোগ—স্বাস্থ্য। লঘু—গুরু। শত্রু—মিত্র। শীঘ্র—বিলম্ব। শীত—গ্রীষ্ম। সত্য—মিথ্যা। সুন্দর—কুৎসিৎ। সুখ—দুঃখ। স্থাবর—জঙ্গম।

দ্বিতীয় প্রকারের বিপরীতার্থক শব্দ

অনুলোম—প্রতিলোম। আবির্ভাব—তিরোভাব। আস্তিক—নাস্তিক। উপকার—অপকার। উর্ব্বর—অনুর্ব্বর, ঊষর। উৎকর্ষ—অপকর্ষ। জয়—পরাজয়। দান—প্রতিদান। দোষী—নির্দ্দোষ। দয়ালু—নির্দ্দয়। ধর্ম্ম—অধর্ম্ম। ধনী—নির্ধন। মান—অপমান। যশ—অপযশ। সফল—বিফল। সুকৃতি—দুষ্কৃতি। সম্পদ্—বিপদ্। সমষ্টি—ব্যষ্টি।

BANGODARSHAN.COM

তৃতীয় প্রকারের বিপরীতার্থক শব্দ

চরিত্রবান্—চরিত্রহীন। জলময়—জলশূন্য। জ্ঞানী—জ্ঞানহীন। ধনবান্—ধনহীন। প্রতিভাশালী—প্রতিভাহীন। মাননীয়—মানহীন। শ্রীযুক্ত—শ্রীহীন। সমৃদ্ধিশালী—সমৃদ্ধিহীন।

অশুদ্ধি সংশোধন

(Common Errors in Speech)

১। সান্ধ্যঘটিত অশুদ্ধ—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
কিম্বা	কিংবা	মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
দিগেন্দ্র	দিগিন্দ্র	দুরাদৃষ্ট	দুরদৃষ্ট
যশলাভ	যশোলাভ	মনযোগ	মনোযোগ
মনরথ	মনোরথ	মনমোহন	মনোমোহন
শিরোপরি	শির উপরি	ব্যাবধান	ব্যবধান
ব্যাবসায়	ব্যবসায়	পশ্বাধম	পশ্বধম
চক্ষূম্মিলন	চক্ষুরুন্মীলন	নিরস	নীরস
বশম্বদ	বশংবদ	স্বয়ম্বর	স্বয়ংবর
সন্মুখ	সম্মুখ	কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী
অদ্যপি	অদ্যাপি	মনান্তর	মনোন্তর
উপরোক্ত	উপর্য্যুক্ত	দুরাবস্থা	দুরবস্থা

বাঙ্গালা ভাষায় চক্ষুগোচর, চক্ষুজল, চক্ষুদান, চক্ষুরোগ, চক্ষুলজ্জ । চক্ষুহীন অশুদ্ধ নহে

BANGODARSHAN.COM

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর।—

মনরঞ্জন কি এই সম্বাদ তোমাকে দিয়াছিল ?

বৃথা বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া কোন ফল আছে কি ?

হরিপদ শিররোগে এক বৎসর যাবৎ কষ্ট পাইতেছে।

পৈতা ছিঁড়িয়া বিনোদ বাবু "উচ্ছন্ন যাও, উচ্ছন্ন যাও" বলিয়া অভিশাপ দিতে লাগিলেন।

তাহার দুর্ব্ব্যাবহারে অত্যান্ত মনোকষ্ট হইয়াছে।

২। লিঙ্গঘটিত অশুদ্ধ—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সুকেশিনী	সুকেশী, সুকেশা	অনাথিনী	অনাথা
অপ্সরী	অপ্সরা		
ননদিনী	ননদ	গোপিনী	গোপী

কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষায় অশুদ্ধ বলা যায় না।

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর বা শুদ্ধ থাকিলে কারণ দর্শাও।—

হে মা ত্রিনয়নী, আমাকে রক্ষা কর।

বৈবাহিকা মহাশয়া একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন।

সুবদনী বালিকা মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

৩। সমাসঘটিত অশুদ্ধি—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	সক্ষম	ক্ষম
শশীভূষণ	শশিভূষণ	আকণ্ঠ পর্য্যন্ত	আকণ্ঠ বা কণ্ঠপর্য্যন্ত
কালীদাস	কালিদাস		
মহারাজা	মহারাজ	পিতামাতা	মাতাপিতা
সশঙ্কিত	সশঙ্ক বা শঙ্কিত	স্বামীপুত্র	স্বামিপুত্র
মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ	সতর্কিত	সতর্ক

বাঙ্গালা ভাষায় নির্দ্দোষী, সক্ষম, পিতামাতা, পিতৃমাতৃহীন শব্দগুলি এত প্রচলিত যে ইহাদিগকে অশুদ্ধ বলা চলে না। যদি "গণ" শব্দকে "সকল" শব্দের ন্যায় বহুবচন-বাচক মনে করা হয়, তবে মহাত্মাগণ, দাতাগণ, পক্ষীগণ প্রভৃতি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় শুদ্ধ বলিতে হইবে।

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর, বা শুদ্ধ থাকিলে কারণ দর্শাও।—

'দিবারাত্রি কাঁদি আমি তোমার লাগিয়া।'

পথে যাইতে যাইতে একটি পরমা সুন্দরী বালিকাকে দেখিয়াছিলাম।

গাভীদুগ্ধ শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর।

তিনি একজন মহদাশয় ব্যক্তি।

মাতাহীন শিশুর কি দুঃখ।

দুর্ব্বল বশতঃ তিনি আজ আসিতে পারিলেন না।

পিতাকর্ত্তৃক গোপাল তাড়িত হইয়াছে।

অশ্বারোহীগণ আজ সকালে শহরে বাহির হইয়াছিল।

BANGODARSHAN.COM

৪। প্রত্যয় ঘটিত অশুদ্ধি—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সিঞ্চিত	সিক্ত	সিঞ্চন	সেচন
নিন্দুক	নিন্দক	সৃজিত	সৃষ্ট
ব্যবসা	ব্যবসায়	সখ্যতা	সখ্য
ভাগ্যমান্	ভাগ্যবান্	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য বা দরিদ্রতা
লক্ষ্মীমান্	লক্ষ্মীবান্	বিদ্যান	বিদ্বান্
শমতা	শম	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
রূপসী	রূপীয়সী	ঐক্যতা	একতা, ঐক্য
বরিত	বৃত	মহিমাময়	মহিমময়
একত্রিত	একত্র	দোষণীয়	দূষণীয়

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবসা, নিন্দুক, রূপসী, সৃজন প্রভৃতি শব্দ শিষ্ট-প্রয়োগসম্মত।

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর কিংবা শুদ্ধ থাকিলে কারণ দর্শাও।—

ব্যাকুলিত চিত্তে আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম।

এই কাজ করিয়া কদম নিজেকে চণ্ডালতম বলিয়া পরিচয় দিয়াছে

অনেক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মোত্তর জমি ভোগ করিয়া থাকেন।

মাধব ও রশীদের মধ্যে সখ্যতা খুব বেশী।

করীম নিরোগী হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

তাঁহার ছেলে এখনও দুগ্ধপুষ্য বালক।

৫। অর্থ ও রীতিঘটিত অশুদ্ধি—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	প্রশুদ্ধ	শুদ্ধ
অন্নকাপড়	অন্নবস্ত্র	অশ্রুজল	অশ্রু বা নেত্রজল
সমতুল্য	সম বা তুল্য	আগতকল্য	আগামী কল্য
সাক্ষী দেওয়া	সাক্ষ্য দেওয়া	তথাপিও	তথাপি
কৌমারাবাস্থা	কৌমার, কুমারাবস্থা	বালকগণেরা	বালকগণ, বালকেরা
নানাবিধ প্রাণীবর্গ	নানাবিধ প্রাণী	সধবা স্ত্রীলোক	সধবা
কল্যাণবর	কল্যাণীয়বর	প্রবীণ বৃক্ষ	প্রাচীন বৃক্ষ
মড়া দাহ	শবদাহ	শব পোড়া	মড়া পোড়া

সমতুল্য, অশ্রুজল বাঙ্গালা ভাষার সুপ্রচলিত।

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর কিংবা শুদ্ধ থাকিলে কারণ দর্শাও।—

রামের মা মুখরা স্ত্রীলোক বলিয়া পরিচিত।

আদ্যোপান্ত শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

ছাত্রগণেরা পথে কোলাহল করিতেছে।

স্বতঃ হইতে তিনি এই আমাকে কহিলেন।

অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগকে তিনি ডাকিয়া পাঠাইলেন

ইহা আমার নিজস্ব ধন।

হিমালয় পৃথিবীর সর্ব্বোপেক্ষা বৃহত্তম পর্ব্বত।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য হইলেন।

BANGODARSHAN.COM

৬। বিবিধ অশুদ্ধি—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পরমারাধ্যতম	পরমারাধ্য বা আরাধ্যতম	সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
		সবিনয় পূর্ব্বক	বিনয়পূর্ব্বক বা সবিনয়ে
সাহার্য্য	সাহায্য		
পিচাশ	পিশাচ	নির্ধনী	নির্ধন
আকাঙ্খা		নিয়া	লইয়া
তেজ্য	ত্যাজ্য	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
যদ্যাপিও	যদ্যপি	গায়কী	গায়িকা
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	উর্দ্ধ	ঊর্দ্ধ
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	বাল্মিকী	বাল্মীকি
শারিরিক	শারীরিক	মৃণ্ময়	মৃন্ময়
পুরষ্কার	পুরস্কার	রুগ্ন	রুগ্‌ণ
পাশ্চাত্য	পাশ্চাত্ত্য	মাহাত্য	মাহাত্ম্য
কীর্ত্তিবাস	কৃত্তিবাস	সহরাঞ্চল	শহর অঞ্চল
বন্ধুত্ব	বন্ধুত্ব	সত্ত	স্বত্ব

প্রশ্ন

শুদ্ধ কর।—

(১) অলসপরতন্ত্র ব্যক্তি কখনও উন্নতি করিতে পারে না।

(২) এমন লজ্জাস্কর ব্যাপার যে ঘটিবে তাহা কদাপিও কেহ ভাবে নাই।

(৩) বালিকাগণেরা জল সিঞ্চন করিবার জন্য মৃণ্ময় পাত্র নিয়া বাগানে গেল।

(৪) নিন্দুক বেক্তি সকল দেশেই আছে।

(৫) যশলাভ করিবার জন্য তাহার আকাঙ্খা খুব বেশী।

(৬) তাহার চোখ ডাকিয়াছে।

(৭) তোমার বেবাহার স্মরন ক'রে প্রাণে বড় খোঁচা পাইলাম।

(৮) আমি আশা করি তুমি এতদিনে নিরোগী হইয়াছ।

(৯) জ্যোতীন্দ্র আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া আসিয়াছে।

(১০) সশঙ্কিত চিত্তে সে বলিতে লাগিল।

(১১) লালালু খুব পুষ্টিকর।

(১২) আজ অপরাহ্নে তিনি বক্তৃতা দিবেন বলিয়া প্রকাশ।

(১৩) কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালা রামায়ন লিখিয়াছেন।

(১৪) একটি সধবা স্ত্রীলোক সাহায্য নিতে আসিয়াছিল।

(১৫) আইনানুসারে তিনি একাজ করিতে পারেন না।

(১৬) বিপদগ্রস্থ হইয়া তিনি আজ এসেছিলেন।

(১৭) দৈন্যতা সর্ব্বদা সময়ে মহত্বের পরিচয়ক নহে।

(১৮) দিবারাত্রি পরিশ্রমে তাহার শারিরীক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে।

(১৯) সাধু ব্যাক্তি বিদ্বান হইতে শ্রেষ্ঠতর!

(২০) উনির সাথে আমার কোন মনান্তর হয় নাই।

(২১) মহারাজার ধনৈশ্যর্য্যের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবি।

(২২) এই বঙ্গদেশ শষ্যশ্যামল সুজলা সুফলা।

(২৩) উপরোক্ত বিষয়ে আমার মতদ্বৈধতা নাই।

(২৪) আবশ্যকীয় ব্যায়ে কার্পন্যতা অনুচিৎ।

(২৫) আগত পরীক্ষায় প্রথম হইবার জন্য সে আপ্রাণ পরিশ্রম করিতেছে।

(২৬) তিনি অন্ধকারে পথ হাতাইতে লাগিলেন।

—১—

BANGODARSHAN.COM

বাঙ্গালা ইংরেজী ব্যাকরণের প্রভেদ

(Difference between Bengali and English Grammars)

১। পদ—ইংরেজীতে পদ আট ভাগে বিভক্ত। যথা—

Noun, Pronoun, Adjective, Adverb, Verb, Preposition, Conjunction, Interjection. বাঙ্গলাতে শেষ চারিটী পদ কেবলমাত্র অব্যয় সংযোগে সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা বাঙ্গালাতে মোট পাঁচটী পদের ব্যবহার পাইতেছি।

কারক—বাঙ্গালায় কারক ছয়টী—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ। ইংরেজীতে মোটে তিনটী কারক। (1) Nominative (কর্ত্তৃকারক) (2) Objective (কর্ম্ম কারক) (3) Possessive case (বাঙ্গালায় সম্বন্ধ-পদকে কারক বলিয়া ধরা হয় না)। কর্ত্তা এবং কর্ম্ম ভিন্ন বাঙ্গালার বাকী চারিটী কারককে ইংরেজীতে by, with, from, in প্রভৃতি Preposition দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

২। সন্ধি ও সমাস—

সাধুভাষায় সন্ধি এবং সমাস অপরিহার্য্য বিষয়। এই দুইটিকে বাদ দিলে ভাষায় সৌন্দর্য্য এবং শক্তি (force) একেবারেই থাকিবে না। ইংরেজীতে সন্ধি বলিয়া কিছু নাই। সমাস বলিয়া কোন পৃথক্ নামকরণ যদিও ইংরেজীতে নাই, তথাপি বহু Compound words দেখিতে পাওয়া যায়। সেইগুলি বাঙ্গালার সমাসবদ্ধ পদের অনুরূপ। তবে প্রভেদ এই যে বাঙ্গালার ন্যায় কোন শ্রেণী বিভাগ ইংরেজীতে নাই।

৩। সর্ব্বনাম—

বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে সর্ব্বনাম প্রায় একরূপ। তবে প্রভেদ এই যে ইংরেজীতে প্রথম পুরুষে তিন লিঙ্গের পৃথক্ রূপ আছে, যথা he, she, it; কিন্তু বাঙ্গালায় কেবলমাত্র সে (পুং, স্ত্রী) এবং তাহা (ক্লীব) দুইরূপ আছে।

বাঙ্গালায় একবচনে এবং বহুবচনে ক্রিয়া পদের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা,—সে যায়, তাহারা যায়। কিন্তু ইংরেজীতে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। যথা,—He goes, they go.

বাঙ্গালায়, তুচ্ছার্থে, সাধারণার্থে এবং মান্যার্থে তুই, তুমি, আপনি, শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা,—তুই যা, তুমি যাও, আপনি যান। ইংরেজীতে এইরূপ কোন প্রভেদ নাই।

৪। **বাচ্য**— বাঙ্গালায় বাচ্য চারিটি—(১) কর্ত্তৃবাচ্য, (২) কর্ম্মবাচ্য, (৩) ভাববাচ্য এবং (৪) কর্ম্মকর্ত্তৃবাচ্য। ইংরেজীতে বাচ্য মাত্র দুইটি—Active voice (কর্ত্তৃবাচ্য) এবং Passive voice (কর্ম্মবাচ্য)।

৫। বাক্যরীতি—

(ক) ইংরেজীতে সংখ্যাবাচক two, three প্রভৃতি এবং all প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে বিশেষ্য বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। যথা,—two boys, all men, three seers. বাঙ্গালায় এইস্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। দুই জন বালকেরা, সমস্ত লোকেরা, তিন সের সকল এইরূপ প্রয়োগ করিলে ভুল হইবে।

(খ) বাঙ্গালায় কর্ম্ম ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা,—আমি ভাত খাইতেছি। কিন্তু ইংরেজীতে কর্ম্ম ক্রিয়ার পরে বসিয়া থাকে। যথা,—I am eating rice.

BANGODARSHAN.COM

(গ) বাঙ্গালায় ক্রিয়া বাক্যের শেষে বসিয়া থাকে। কিন্তু ইংরেজীতে সাধারণতঃ কর্ত্তার ঠিক পরে বসিয়া থাকে। যথা,—আমি ঢাকায় গিয়াছিলাম। এখানে, I to Dacca went বলিলে ভুল হইবে। I went to Dacca বলিতে হইবে।

(ঘ) নিষেধার্থ একক অব্যয় "না" বাঙ্গালা বাক্যে ক্রিয়া পদের পরে বসে। যথা,—আমি আজ খেলিব না। রহীম এখানে আসিবে না। কিন্তু ইংরেজীতে not ক্রিয়া পদের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা,—I shall not play to-day. Rahim will not come here.

(ঙ) সাধু বাঙ্গালায় প্রায়ই বিশেষণ বিশেষ্য পদের লিঙ্গের অনুসরণ করিয়া থাকে। যথা,—সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা। ইংরেজীতে এইরূপ কোন নিয়ম নাই। যথা,—A beautiful boy. A beuatiful girl. (বাঙ্গালাতেও "ছোট ছেলে" "ছোট মেয়ে" হয়)।

(চ) তারতম্য বুঝাইতে হইলে বাঙ্গালায় সকল সময় বিশেষণের সহিত কোন প্রত্যয় যোগ হয় না; কিন্তু ইংরেজীতে হয়। যথা, Bashir is the best of all in the class এই বাক্যটি বাঙ্গালায় "বশীর ক্লাসের সকলের চেয়ে ভাল", এইরূপ হইবে। "বশীর ক্লাসের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ", এরূপও হয়।

(ছ) বাঙ্গালায় ক্রিয়া-বিশেষণ ক্রিয়া-পদের পূর্ব্বে বসে এবং কখনও কখনও তাহার দ্বিরুক্তি হয় হয়। যথা,— সে তাড়াতাড়ি আসে। ইংরেজীতে ক্রিয়া-বিশেষণ ক্রিয়া-পদের পরে ব্যবহৃত হয়। যথা,—He comes quickly.

সমাপ্ত

ঢাকা বোর্ডের হাই স্কুল ও হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার প্রশ্নাবলী।

১৯২৪

5. Derive adjectives from any *four* of the following words :—শ্রম, পল্লব, যশঃ, পাহাড়, লীলা, দন্ত। 4

১৯২৫

5. Break up the *following* into as many simple sentence as you can :— 6

মনুষ্যের এই এক বিচিত্র সৌভাগ্য যে সর্ব্বধ্বংসী তুফান যেমন কোন স্থানেই বহুকাল তিষ্ঠিয়া থাকে না, তাইমুর লেনের মত মৃত্যুর চলন্ত বিগ্রহস্বরূপ সর্ব্বধ্বংসী মনুষ্যেরাও তেমন পৃথিবীর কোন স্থানেই বহুদিন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না।

6. Give one word for each of the following ; attempt only *four* : — 4

(a) গাছ কাটা যায় যাহাদ্বারা (অস্ত্র)

(b) পূতিগন্ধ যাহাতে (স্থান)

(c) হিসাব নাই যাহার (লোক)

(d) শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী ;

(e) শুভ্র দন্ত যাহার (স্ত্রী)।

BANGODARSHAN.COM

১৯২৬

4. Derive adjectives from *three* of the following words and frame sentences with them :— 6

পশু ; মায়া ; মুখ ; বিধি ; সূর্য্য।

5. Give one words for the portion underlined in *three* of the following sentences :— 6

(i) যে আপনাকে হত্যা করে সে মহাপাপী।

(ii) যাহার সাধারণ বুদ্ধি নাই এমন ব্যক্তি জীবনে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

(iii) যিনি সর্ব্বদা নীত অবলম্বন করিয়া চলেন তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন।

(iv) যে আত্মরক্ষার জন্য আসে তাহাকে পালন করা কর্ত্তব্য।

(v) যে বস্তু পাইতে ইচ্ছা করা পর সে বস্তু সকল সময় পাওয়া যায় না।

6. Correct the mistakes in the following :— 8

যে যখন শুনিল যে ভূম্যাধিকারী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই তখন তাহার নির্ব্বাপিত প্রায় শোক সিন্ধু আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সে ধৈর্য্যতা বিহীন হইয়া এই বলিয়া প্রলাপ করিতে লাগিল যে, হায় আমার কি দুরা দৃষ্ট ! যদিও আমি সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ তথাপি শত্রুরা নানাবিধ লোকদিগের দ্বারা আমাকে প্রহারিত করিয়া তাহাদের আকাঙ্খার শাস্তি করিয়া লইল, অথচ ইহার কোন সদ্বিচার হইল না।

১৯২৭

4. Rewrite *any three* of the following sentences in shorter form :— 9

(a) যে সকল জন্তু তৃণ ভোজন করে সে সকল জন্তুর সংখ্যা করা যায় না। (b) উপরে যে সকল দোষের উল্লেখ করিলাম সে সকল দোষ, যে পুস্তক আলোচনা করিব সেই পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। (c) সে লেখাপড়া শিখিয়াছে সত্য কিন্তু ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে নাই। (d) রাম কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া লোকে যাহা পূর্ব্বে দেখে নাই বা পূর্ব্বে শোনে নাই নিন্দার যোগ্য এরূপ আচরণ করিলেন।

5. Make sentences with :— 3+3

(a) The antonyms (বিপরীতার্থবোধক শব্দ) of তিরোভাব, বৃদ্ধি, অলস ;

(b) the adjectival forms of গান, আসন, ভয়।

১৯২৮

5 (a) Supply appropriate adjectives to three of the following words :— 3+3

জটা, কণ্ঠ, আস্য, শঙ্খ, পদ, শতাব্দী।

(b) Frame short sentences with adjectives formed from :—

আদেশ, ক্ষমা, ঋষি and অরণ্য।

6 (a) Substitute single compound words for the following :— 3+3

(i) খরচ করতে নারাজ।

BANGODARSHAN.COM

(ii) অনেক খরচ করার দরুণ নানান দেনায় জড়ান।

(iii) খুব বেঁটে নয়।

(iv) খেটে খেটে হয়রান।

(b) Explain and illustrate the difference between :—

পক্ষ, পক্ষ্ম ; বলি, বলী ; শঙ্কর, সঙ্কর ; সার্থ, স্বার্থ।

১৯২৯

5 (a) Express each of the following in one word, and construct sentences with the newly formed words :— 4+4

মিষ্ট ভাষা বলে যে। যুদ্ধ করে যে। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস নাই। এক গুরুর শিষ্য যাহারা।

(b) Explain and illustrate the difference between :—

আপন, আপণ ; প্রকৃত, প্রাকৃত ; ভাষণ, ভাসন ; শকল, সকল।

১৯৩০

6 (a) Form sentences to illustrate the difference in meaning between the following antonyms :— 3

নির্জ্জীব, জীব ; পরুষ, কোমল ; লঘু, গুরু। 3

(b) Correct the following :—

কুহেলীকা কাটিয়া গিয়াছে। বহুদূর বেপি মরুময় বালুভূমিকে নীরমল জ্যোৎস্নায় বিদবার সুবর্ণবসণের মত আচ্ছন্ন করীয়াচে।

7. Explain and illustrate the difference between :— 3

চ্যুত, চূত ; উপাদান, উপাধান ; আহুতি, আহূতি।

(6) Express each of the following phrases in one word, and construct sentences with the newly formed words :— 3

ইতিহাস লেখে যে। ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে। সে সত্য কথা বলে না। দেশকে যে ভালবাসে।

১৯৩১

6. Substitute one word conveying the same sense for each of the following and use each in a sentence :— 3

মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্যাপী; যাহার শোভা নাই; যাহা খুব দীর্ঘ নহে; যাহার অভিমান নাই; কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়।

8. Combine the following sentences into *one simple* sentence :— 3

(i) কার্থেজ নগরে এণ্ড্রোক্লিস নামে এক ক্রীতদাস ছিল। (ii) তাহার প্রভু তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন। (iii) সে তাঁহার নিকট হইতে পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইল। (iv) সে গোপনে প্রভু-গৃহ পরিত্যাগ করিল। (v) নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে এক অরণ্য ছিল। (vi) সে তথায় লুক্কাইত রহিল।

(a) How many kinds of *Samasas* are there? Give examples of each. 4

(b) Is "সম্বন্ধ" a কারক? State reasons for your answer. 3

১৯৩২

5. Use the adjectives derived from *any three* of the following words in *three* short sentences :— 6

পর্ব্বত, বিষয়, নিশা, বায়ু, সূর্য্য।

BANGODARSHAN.COM

Or

Frame Sentences to distinguish between শীত and সিত; নীড় and নীর; দ্বিপ and দ্বীপ।

6. Rewrite the following, avoiding all errors :— 10

সেদিন বৃহস্পতিবার। মধ্যাহ্ন-তপনের অসহ্যনীয় কিরনে পথচলা দুর্ব্বহ হইয়াছিল। তথাপিও অগ্রসর হইতেছিলাম, কারণ, শুনিয়াছিলাম, সত্তরই নদীকুলে উপনিত হইতে পারিব। অকস্মাৎ প্রবল সমিরনপ্রবাহ আরম্ভ হইল অথচ ধুলিজালে আমাদের পরিচ্ছেদ প্লাবিত হইয়া গেল। উসর মরুভূমির প্রান্তে অনতিদূরে জলশ্রোত মরিচিকার মত প্রতিভাত হইল।

7. Substitute a single word for each portion underlined in **any four** of the following sentences. 4

(a) আমার এ আনন্দ বাক্য প্রকাশ করা যায় না।

(b) অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা না থাকিলে জ্ঞানার্জ্জন অসম্ভব।

(c) নেপোলিয়ানের অপরিমিত জয়ের অভিলাষ ইউরোপে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়াছিল।

(d) মানুষের মৃত্যু ঘটিবেই ঘটিবে।

(e) যাহা যুক্তি সঙ্গত নয়, এমন কথা বলা অসঙ্গত।

(f) উপত্যকা ভূমি কোথাও নত কোথাও উন্নত।

১৯৩৩

5. Frame **three** short sentences with the following antonyms (বিপরীতার্থ শব্দ) of **any three** of the following words :— 6

তিরোভাব, সরস, খরচ, বেঁটে; নিন্দা, দান, কৃশকায়।

8. Derive adjectives from **any four** of the following :— 2

বিধি, হেম, ক্ষণ, ফেন, হেমন্ত, সূর্য্য, স্ত্রী, যশঃ, বস্তু।

১৯৩৪

4. (a) Give the feminine forms, if any, of **any five** of the following :— 2½

অশ্ব, কর্ত্তা, সম্রাট্, সাধু, বাদ্‌শাহ, গোয়ালা, খোঁড়া, ছোট।

(b) Derive adjectives from **any five** of the following :— 2½

লোম, অনুবাদ, চন্দ্র, সমুদ্র, ধাতু, স্বর্ণ, কাঠ, লতা।

5. Clearly distinguish between বহুব্রীহি and কর্ম্মধারয় **Samasas.** 5

Or

Frame sentences to illustrate different kinds of অব্যয়। 5

6. Correct or justify *any five* of the following sentences :— 5

(a) তাহারা ছুড়ি নিয়া মারামারি কর্‌তে লাগিল।

(b) প্রজ্জলিত আগুণে প্রবেষ করিতে পাবেন কোন্ ব্যাক্তি ?

(c) সমস্ত বিদ্যানগণের মতে বিপদে ধৈর্য্যতা দৈন্যতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর

(d) অভাব বশত চোরি করাও অতীব দোষণীয়।

(e) এই উর্বরা জমিতে অনেকের সত্ব স্বামীত্ব ছিল।

(f) এই বঙ্গদেশ সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা।

(g) যে দারিদ্রতার জন্যে অন্যেরে ঘৃণা করে, সে পশ্বাধম।

(h) পৈতৃক ধনের গর্ব করা অতীব লজ্জাস্কর।

BANGODARSHAN.COM

১৯৩৫

4. Compose sentences to illustrate the use of the feminine forms of **any six** of the following :— 6

বাঘ, নাপিত, দাদা, আচার্য্য, গুরু, ডাক্তার, মহারাজ, মুসলমান, বিদ্বান্, যুবা, রজক, পাচক।

5. Give **one word** for **any eight** of the following :— 4

(a) যাহা ভাঙ্গিয়া যায় ; (b) যাহার অন্য উপায় নাই ; (c) যাহার পত্নী মারা গিয়াছে ; (d) যাহার মেজাজ খারাপ ; (e) যাহার চুল পাকিয়াছে ; (f) যে বিবেচনা করিয়া কাজ করে না ; (g) যাহার বন্ধুবান্ধব নাই ; (h) যাহা সহজে পাওয়া যায় না ; (i) যাহা পূর্ব্বে হয় নাই ; (j) যাহা জয় করা হইয়াছে ; (k) কাতর না হইয়া ; (l) যাহার রস আছে।

6. Rewrite correcting all errors :— 10

(a) সুনিতি বন্দোপাধ্যায়েব স্বাস্থ্ ভাল নয় বলিয়া তিনি রাত্রি-কালে পড়িতে পারিতেন না।

(b) তাহার দুরাবস্থার কথা শুনিলে তুমি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিবে না।

(c) ভগবানের মাহাত্ম্য কির্ত্তন করিলে মন বিশুদ্ধ হয় ও পুণ্য লাভ হয়।

(d) যাহারা শরিরীক পরিশ্রমে কাতর তাহারা জিবিকা উপার্জণ করিতে সক্ষম নহে।

(e) সীতাকে নিরপরাধিনী জানিয়াও শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে বাল্মিকি মুনির তপবনে বনবাসিনী করিয়াছিলেন।